হাফেযে হাদীস ইমামে আযম

আবু হানীফা রহ.

একশো ঘটনা, ফিক্‌হ ও হাদীসশাস্ত্রে
তাঁর মান ও অবদান

মাওলানা রুহুল আমীন

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

হাফেযে হাদীস ইমামে আযম

আবূ হানীফা রহ.

একশো ঘটনা, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে
তাঁর মান ও অবদান

অনুবাদ ও সংকলন
মাওলানা রুহুল আমীন
মুহাদ্দিস, আশরাফুল উলূম মাদরাসা
মঙ্গলবাড়ীয়া বাজার, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনা
মাওলানা মাসউদুর রহমান রহ.

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

হাফেযে হাদীস ইমামে আযম

আবূ হানীফা রহ.

একশো ঘটনা, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মান ও অবদান

অনুবাদ ও সংকলন	মাওলানা রূহুল আমীন
সম্পাদনা	মাওলানা মাসউদুর রহমান রহ.
দশম প্রকাশ	একুশে বইমেলা ২০২৩
পঞ্চম সংস্করণ	মে ২০১৭
তৃতীয় সংস্করণ	আগস্ট ২০১৫
প্রথম প্রকাশ	নভেম্বর ২০১৪
গ্রন্থস্বত্ব	রাহনুমা প্রকাশনী
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	জনপ্রিয় প্রিন্টার্স প্যারিদাস লেন, ঢাকা-১১০০

রাহনুমা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা
কওমী মার্কেট, ১ম তলা, ৬৫ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ২৮০.০০ (দুইশ আশি টাকা মাত্র)

IMAM ABU HANIFA rh.
Writer. Mawlana Ruhul Amin, Published by. Rahnuma Prokashoni.
Price. Tk. 280.00, US $ 08.00 only.

ISBN 978-984-90618-5-4
E-mail: rahnumaprokashoni@gmail.com
Web : www.rahnumabd.com

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় পিতা-মাতা,

যাদের নেক দুআর বরকতে আল্লাহ তাআলা আমাকে দীনী ইলম হাসিল করার তাওফীক দান করেছেন।

প্রাণপ্রিয় মুরশিদ ও ইছলাহী মুরুব্বি,

পিতৃতুল্য আসাতেযায়ে কেরাম,

যাদের দিক-নির্দেশনা ও তালীম-তারবিয়াতের বদৌলতে আল্লাহ আমাকে দীনের সঙ্গে জুড়ে রেখেছেন

তাঁদের সবাইকে বইটি প্রকাশের মুহূর্তে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

-লেখক

বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক যশস্বী মুহাদ্দিস
শায়খ আবদুল মতিন সাহেব দা. বা.
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা-এর

দুআ ও অভিমত

نحمده ونصلي على رسوله الكريم

আমার স্নেহের ছাত্র, বর্তমানে কুষ্টিয়ার প্রসিদ্ধ দীনী এদারা আশরাফুল উলূম মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা রুহুল আমীনের লেখা *হাফেযে হাদীস ইমামে আযম ইমাম আবূ হানীফা রহ., একশো ঘটনা, ফিকহ ও হাদীসশাস্ত্রে তাঁর মান ও অবদান* নামক বইটি আমি বিভিন্ন স্থান থেকে পড়েছি এবং কিছু কিছু পরামর্শও দিয়েছি। বইটি বেশ ভালো লেগেছে। প্রায় প্রতিটি বিষয় উদ্ধৃতিসহ এতে তুলে ধরা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ধরনের বইয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। এটি পাঠ করে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে অনেকের ভুল ভাঙবে। আল্লাহ তাআলা লেখকের ইলমে বরকত দান করুন এবং সমাজের উপকারে আসে এমন গ্রন্থ সমাজকে আরও বেশি উপহার দেওয়ার তাওফীক দিন। আমীন ॥

আবদুল মতিন

(আবদুল মতিন)

২২শে রমযান ১৪৩৫ হিজরী

অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের যিনি তাঁর প্রিয় এক বান্দা ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবন-কর্ম ও অবদান সম্বলিত ছোট একটি গ্রন্থ বাংলাভাষী পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার তাওফীক দান করলেন। তাঁর দরবারে জানাই লক্ষ-কোটি শুকরিয়া।

অধমের বেশ কয়েক বছরের আকাঙ্ক্ষা এই যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বাংলা ভাষায় কিছু লিখব। আকাঙ্ক্ষাটি বাস্তবায়নের সহজ পথ দেখালেন আল্লাহ। হঠাৎ ২০১৩ সালের ১৩ জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে রাহনুমা প্রকাশনী কর্তৃপক্ষ আমাকে উর্দু ভাষার কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখালেন।

আমি এক এক করে সেগুলো দেখতে লাগলাম এবং একসময় পেয়ে গেলাম امام ابو حنیفہ کے سو قصے (ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ১০০ ঘটনা) নামক একটি পাণ্ডুলিপি। পূর্বেই তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি কিতাব আমার মুতালাআর সুযোগ হয়েছিল। সে কারণে এই পাণ্ডুলিপিটিই আমি অনুবাদের জন্য নিলাম। এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে একসময় কাজটি শেষ হলো। তখন মনে হলো এর সঙ্গে আরও কিছু ঘটনা ও আলোচনা থাকা দরকার। কাজেই নতুন কিছু ঘটনা বৃদ্ধিসহ ইমাম আবূ হানীফার বিরুদ্ধে আরোপিত কিছু সমালোচনার জবাবও এতে সংযোজন করি এবং কিতাবটি বিন্যাসের ক্ষেত্রেও করা হয় কিছু রদবদল।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নাম জানেন না এমন মুসলমানের সংখ্যা বেশি নয়। তিনি ছিলেন হাদীসে হাফেয আর ফিকাহশাস্ত্রে ইমামে আযম। ইবাদত-বন্দেগী এবং খোদাভীরুতায়ও তিনি ছিলেন প্রবাদপুরুষ। তাঁর ইলমের গভীরতা, জ্ঞানের তীক্ষ্ণতা এবং গবেষণার সূক্ষ্মতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত, অকপটে স্বীকার করতেন ভিন্ন মাযহাবের অনুসারীরা বরং তাঁর সমালোচকেরাও—আল্লাহপ্রদত্ত তাঁর বহু গুণ ও অবদানের কারণে। উলামায়ে কেরাম তাঁর শানে রচনা করেছেন বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। কিন্তু ওইসবের চেয়েও ইমাম আযমের গুণাবলির সীমা-পরিসীমা আরও দূরে, বহু দূরে। কেননা ক্ষণজন্মা এই প্রবাদপ্রতিম একা তাঁর জীবনের স্বল্পসময়ে দীনে ইসলামের যে সুমহান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তা কোনো বিশাল জামাতের পক্ষেও সহজসাধ্য বলে মনে হয় না।

ইনসাফ ও ইনসানিয়্যাতের দাবি হলো—কোনো ব্যক্তি কোনো ভালো কাজ করলে সেজন্য তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁকে অভিনন্দন জানানো। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ যথাযথভাবেই এ দাবি পূরণ করেছেন। তারা বিভিন্নভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর জীবন-কর্ম।

কিন্তু জগতের একটি অদ্ভুত নিয়ম হলো, যাঁরই প্রশংসা করা হয়, যিনিই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেন তাঁরই বিরোধিতায় একটি শ্রেণি আদাজল খেয়ে নামে। ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

এই কারণে বইটির শেষে ইমামের ওপর আরোপিত কিছু সমালোচনার জবাব তুলে ধরা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর আকাশছোঁয়া ব্যক্তিত্ব এবং সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বিশাল

‘ইহসান’ ও অথৈই সমুদ্রসমান ‘অবদান’-এর তুলনায় এই কিতাবটি অতি সংক্ষিপ্ত। তারপরও আশা করি ইমামে আযমের ব্যাপারে আগ্রহী বাংলাভাষী পাঠকদের জ্ঞানপিপাসা মেটাতে সামান্য হলেও এ বইটি সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।

এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার নির্ভরযোগ্য উদ্ধৃতি উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হলে জানিয়ে কৃতার্থ করবেন এই প্রত্যাশা পাঠকের কাছে।

আল্লাহ তাআলা এই খেদমতকে এবং এর সঙ্গে জড়িত সকল শুভানুধ্যায়ীদের নেক আশা কবূল করুন এবং গ্রন্থটিকে নাজাতের উসিলা বানিয়ে দিন। আমীন ॥

বিনীত

তাং ১৫.১১. ১৪ ইং — রুহুল আমীন

সূচিপত্র

ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত রহ.—০১১
ইলম হাসিল—২৭
স্বভাব-চরিত্র—২৯
ইবাদত-বন্দেগী—৩০
তাকওয়া ও পরহেযগারি—৩৩
ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম—৩৭
মায়ের খেদমত ও মুহাব্বত—৩৮
উলামায়ে কেরাম ও বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা—৩৯
দানশীলতা—৪২
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিনয়—৪৭
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দুনিয়াবিমুখতা—৪৮
ধৈর্য ও সহনশীলতা—৪৯
কোমলতা—৫৪
বীরত্ব ও সাহসিকতা—৫৫
হাস্য-কৌতুক—৫৮
তর্ক ও মুনাযারা—৫৯
জবানের হেফাজত—৬৬
বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা—৬৭
উপস্থিত জবাব—৭৭
ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.—৮০
কূফার সর্বশ্রেষ্ঠ ফকীহ—১০০
হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.—১০৬

স্বপ্ন ও সুসংবাদ—১১৫
সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর দর্শন—১১৭
উস্তাদ ও শাগরেদগণ—১২৬
আবূ হানীফা রহ.-এর উপদেশ ও অসীয়ত—১২৭
উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে
ইমাম আবূ হানীফা রহ.—১৩১
ইন্তেকাল—১৩৭
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত
অভিযোগসমূহের জবাব—১৪০
কিতাবুল আসারের বৈশিষ্ট্যসমূহ—১৭৩
তথ্যসূত্র—১৮২

ইমাম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত রহ.

নাম ও বংশ-পরিচয় :

ফিকাহশাস্ত্রের পথিকৃৎ, উম্মতের আলোর দিশারি, উজ্জ্বলতম এই নক্ষত্রের নাম নুমান ইবনে সাবিত। তিনি ইমাম আযম হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। আবূ হানীফা ছিল তাঁর উপনাম।

বংশ-পরম্পরা :

ইমাম আযম আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারযুবান তাইমী কূফী রহ.।

তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে নুমান ইবনে মারযুবান ছিলেন কাবুলের (আফগানিস্তানের রাজধানী) অন্যতম বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব। তিনি হযরত আলী রাযি.-এর খেলাফতকালে চলে আসেন কূফায় এবং সেখানেই বসবাস শুরু করেন স্থায়ীভাবে। হযরত আলী রাযি.-এর সঙ্গে এই বংশের ছিল গভীর সম্পর্ক।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নাতি ইসমাঈল রহ. বলেন, 'আমার নাম ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে নুমান ইবনে সাবিত ইবনে নুমান ইবনে মারযুবান। আমরা পারস্যবংশীয়। আমাদের খানদানের কেউ কখনো ক্রীতদাস ছিল না। আমার দাদা আবূ হানীফা রহ. ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১] আমার পরদাদা সাবিত বাল্যকালে হযরত আলী

---

১. প্রথম শতাব্দীতে জন্ম নেওয়া মনীষীদের জন্মতারিখ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেননা, তখন পর্যন্ত 'রিজালশাস্ত্রের' আবিষ্কার হয়নি। আর এ কারণেই অনেক সাহাবীর ইন্তেকালের সন-তারিখের ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়। ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর জন্মতারিখের ব্যাপারেও কিছুটা মতভেদ লক্ষ করা যায়।

রাযি.-এর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁর এবং তাঁর সন্তানদের জন্য বরকত ও কল্যাণের দুআ করেন। আমি মনে করি আল্লাহ্ তাআলা হযরত আলী রাযি.-এর এই দুআ কবূল করেছেন। নুমান ইবনে মারযুবান নববর্ষের আনন্দ উৎসবে হযরত আলী রাযি.-কে ফালুদা (একপ্রকার পানীয়, যা দই, বরফ, জেলি ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরি হয়) পেশ করলে তিনি বললেন, প্রতিদিনই আমাদের নববর্ষ।' -*আখবারু আবী হানীফা ওয়া সাহেবাইহি*, পৃ. ৩

কূফার এক সম্ভ্রান্ত গোত্রের নাম ছিল বনী তাইমিল্লাহ্ ইবনে সা'লাবা। এই গোত্রটির নিকট ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পূর্বপুরুষদের কেউ মুসলমান হওয়ার সুবাদে তাঁর খানদান নিজেদের তাইমী বলে আখ্যায়িত করে। মর্যাদা ও নেতৃত্বগুণের কারণে সে গোত্রের মানুষ ছিল আঁধারের প্রদীপতুল্য। -*জামহারাতু আনসাবিল আরব*, পৃ. ৩৯৯

ইমাম আবূ হানীফা রহ. খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতকালে ৮০ হিজরীতে কূফার পূর্বাঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন কূফা শহরের আবাদির বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৭ বছর। সেখানে ছিলেন অনেক সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ও তাবেঈনে এজাম, যাঁদের আনাগোনায় কূফার অলিগলি পরিণত হয়েছিল দারুল ইলমে (ইলমের নগরীতে)। সর্বত্র দীনী ও ইলমী মজলিস প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এ পরিবেশের মধ্য দিয়েই বড় হয়ে ওঠেন ইমামে আযম আবূ হানীফা রহ.। বংশগতভাবেই তাঁর ছিল রেশম ও রেশমি কাপড়ের ব্যবসা। কূফার জামে মসজিদের সন্নিকটে হযরত আমর ইবনে হুরাইস রাযি.-এর বরকতময় জমিনেই ছিল তাঁর দোকান।

আল্লামা আবুল কাসেম সিমনানী *রওযাতুল কুযাত* নামক গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর জন্মতারিখ সম্পর্কে ২টি মত উল্লেখ করেছেন—৭০ হিজরী ও ৮০ হিজরী।

হাফিয আবদুল কাদের কুরাশী *জাওয়াহিরিল মুদিয়্যা* কিতাবে এ ব্যাপারে ৩টি মত উল্লেখ করেছেন—৬১, ৬৩ ও ৮০ হিজরী।

আল্লামা হাফিয বদরুদ্দীন আইনী রাহ. তাঁর *তারীখে কাবীর* নামক কিতাবেও ৩টি মত উল্লেখ করেছেন—৬১, ৭০ ও ৮০ হিজরী। -অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

তবে আল্লামা ইবনে আবদিল বার এবং আল্লামা যাহাবীসহ অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইমাম আবূ হানীফা রাহ.-এর জন্ম ৮০ হিজরীতে।

আল্লামা যাহেদ কাওসারী রাহ. একাধিক দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে ৭০ হিজরীর মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। -*তা'নীবুল খতীব*, ৪২-৪৪

শৈশবে হজের সফরে মক্কাতে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায'আ রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁর নিকট থেকে তিনি একটি হাদীস বর্ণনা করেন।

মুসনাদে ইমাম আযম কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ. বলেন, ৮০ হিজরীতে আমার জন্ম হয় এবং ৯৬ হিজরীতে আমি আমার পিতার সঙ্গে হজে যাই। তখন আমার বয়স ১৬ বছর। মসজিদে হারামে প্রবেশ করতেই একটি ইলমী মজলিস দেখে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কার মজলিস? তিনি বললেন, এটা আল্লাহর নবীর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায'আ রাযি.-এর মজলিস। এটা শুনে আমি সামনের দিকে অগ্রসর হই। মজলিসের নিকট পৌঁছতেই তাঁকে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম, তিনি বলছেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি দীনী জ্ঞান অর্জন করবে, আল্লাহ তাআলা তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। এবং তার জন্য অকল্পনীয় উপায়ে (উত্তম) রিযিকের ব্যবস্থা করবেন।' -*মুসনাদে ইমাম আযম*, পৃ. ২৫

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর *ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন* গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ইলমী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটে। মদীনাতে যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে এবং ইরাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে, মক্কাতে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-এর শাগরিদদের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞান তথা কুরআন, হাদীস ও ফিকহের প্রচার-প্রসার ঘটে। -*ই'লামুল মুওয়াক্কিঈন*, ১/১৬

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর শাগরিদদের মধ্যে কূফায় বসবাসকারী আলকামা ইবনে কায়েস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ছাড়াও হযরত উমর রাযি., হযরত উসমান রাযি., হযরত

আলী রাযি., হযরত সাদ রাযি., হযরত আবূদ-দারদা রাযি., হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি., হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাযি., হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. ও অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আলকামা ইবনে কায়েসের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করতেন।

আলকামা ইবনে কায়েস রাযি. থেকে তাঁর ভাগ্নে ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ নাখঈ রহ. ইলমে ফিকহ শিক্ষা করেন। তিনি আলকামা ছাড়া অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় তাবেঈর থেকেও ইলমের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। এই আলকামা ও তাঁর ভাগ্নে ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর সম্পর্কে আবূ মুসান্না রবাহ মন্তব্য করেন যে, তুমি যখন আলকামাকে দেখতে পেয়েছ, তাহলে তোমার মনে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-কে না দেখার দুঃখ থাকা উচিত নয়। কেননা, আলকামা ছিলেন ইবনে মাসউদের সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। একইভাবে যখন তুমি ইবরাহীমকে দেখতে পেয়েছ, তখন আলকামার সাক্ষাৎ না পাওয়ার জন্য তোমার কোনো আফসোস থাকা উচিত নয়। -*তাহযীবুত তাহযীব*, ৭/২৮৭

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান (মৃত. ১২০ হি.) ইবরাহীম নাখঈ রহ. থেকে ইলমে ফিকহ অর্জন করেন। এ ছাড়া সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ইকরিমা, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাসান বসরী, আমের শা'বী ও অন্যান্য মহান ব্যক্তির থেকেও ইলমের ফয়েয ও বরকত লাভ করেন। আর হাম্মাদ রহ. থেকেই ইমাম আযম আবূ হানীফা ফিকহ ও ফতোয়ার জ্ঞান অর্জন করে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ও প্রচলন ঘটান এবং তাঁর থেকে অসংখ্য শাগরিদ ইলমে ফিকহ ও ফতোয়ার উত্তরাধিকার লাভ করেন। যাঁদের শীর্ষে ছিলেন কাজী আবূ ইউসুফ, মুহাম্মাদ ইবনে হাসান, যুফার ইবনে হুযাইল। হাম্মাদ ইবনে আবূ হানীফা, কাজী আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ আওদী, নূহ ইবনে দাররাজসহ আরও অনেকেই।

হযরত ইবরাহীম নাখঈ রহ.-এর ইন্তেকালের পর তাঁর শাগরিদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানই ছিলেন ফিকাহ ও ফতোয়ার জগতে সর্বজনস্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। যখন হাম্মাদেরও ইন্তেকাল হয়, তখন

ইলমপিপাসুরা তাঁর স্থলাভিষিক্তের অনুসন্ধানে বের হলেন। একপর্যায়ে তাদের নির্বাচনী দৃষ্টি পড়ল তাঁরই পুত্র ইসমাঈলের ওপর। সুতরাং আবূ বকর নাহশালী, আবূ বুরদা আতাবী, মুহাম্মাদ ইবনে জাবের, আবূ হুসাইন হাবীব ইবনে সাবিত ও তাঁদের শাগরিদদের একটি দল ইসমাঈলকে তাঁর পিতা হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত বানালেন। কিন্তু কিছুদিন পর জানা গেল ইসমাঈল আরবী ভাষার ব্যাকরণ, সাহিত্য ও আরবদের জাহেলী যুগের যুদ্ধ-বিগ্রহের কবিতা সম্পর্কে অবগত থাকলেও ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর প্রয়োজনীয় দক্ষতা ছিল না।

এ জন্য সকলেই আবূ বকর নাহশালীকে হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। এরপর একই প্রস্তাব আবূ বুরদা আতাবীকে দেওয়া হলে তিনিও অস্বীকার করেন। অবশেষে সকলেই একমত হয়ে আবূ হানীফাকে হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নির্বাচন করলেন এই বলে যে, 'এই রেশমি কাপড় বিক্রেতা যদিও বয়সে ছোট কিন্তু ফিকাহশাস্ত্রে রয়েছে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য।'

ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ সাথীদের অনুরোধে উস্তাদের মসনদে বসার প্রস্তাব মঞ্জুর করলেন। দরস শুরু হলে এতে অংশগ্রহণ করলেন হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের প্রথম সারির শাগরিদগণ।

কূফা শহরে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে আবূ ইউসুফ, আসাদ ইবনে আমর, কাসিম ইবনে মাআন, যুফার ইবনে হুযাইল, ওয়ালিদ ইবনে আবান, আবূ বকর হুযালী এবং অন্যান্য ইলমপিপাসু তাঁর দরসে শরীক হতে লাগলেন। শহরের অভিজাত শ্রেণির মানুষ—এমনকি আমীর-উমারা পর্যন্ত উপস্থিত হতে লাগলেন ইমাম আবূ হানীফার দরসে। ফলে বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি ঘটতে থাকল কূফার জামে মসজিদে।

সঙ্গীদের প্রস্তাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে শুরুতে দরসদানের ক্ষেত্রে চরম দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝে ছিলেন। এই মানসিক দ্বিধাদ্বন্দ্বের সময়ে তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন যা বাহ্যিকভাবে তাঁর অস্থিরতাকে আরও বাড়িয়ে দিল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজেই বলেন, 'একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবর খনন করছি। যার কারণে আমার মাঝে ভীষণ

ভয়ের সঞ্চার হলো। তাই বসরায় গিয়ে একজন লোকের মাধ্যমে বিখ্যাত স্বপ্নব্যাখ্যাকারী ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সিরীনের নিকট এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করলাম।' মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন স্বপ্নের ব্যাখ্যায় বললেন, 'এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডারকে মানুষের মাঝে পুনরুজ্জীবিত করবেন।' এরপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. স্বাচ্ছন্দ্যে ফিকহ ও ফতোয়ার দরস দিতে শুরু করলেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. দীনী ইলম তথা হাদীস ও ফিকহের তালীম দিচ্ছিলেন, যে মুহূর্তে সেই মজলিসে উপস্থিত ছিল সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বড় বড় জ্ঞানীদের এক জামাত। ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. বলেন, শরীয়তের কোনো মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. ভুল করতে পারেন না। কারণ, তাঁর মজলিসে উপস্থিত থাকেন সকল শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিরা। যেমন : ফিকাহশাস্ত্রে আবূ ইউসুফ, যুফার ইবনে হুযাইল এবং মুহাম্মাদ ইবনে হাসান। হাদীসশাস্ত্রে ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া ইবনে আবী যায়েদা, হাফস ইবনে গিয়াস, হিব্বান ইবনে আলী ও মা'যিল ইবনে আলী। আরবী ভাষাজ্ঞানে কাসিম ইবনে মাআন ইবনে আবদুর রহমান। তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় দাউদ ইবনে নাসির তাঈ ও ফুযাইল ইবনে আয়ায যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন আপন আপন বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব যাঁর মজলিসে এমন বিজ্ঞজনদের উপস্থিতি থাকে তিনি ভুল করতে পারেন না। হঠাৎ ভুল হয়ে গেলেও উপস্থিত পণ্ডিতরা তাঁকে শুধরে দেবেন। - *সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৬০-৬২

ইসলামী ফিকাহশাস্ত্রের বিন্যাস অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিতাব সংকলনের ধারা সূচনা হয় হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝিতে। এ সময়ে ইসলামী দুনিয়ার কোথাও কোথাও আলেম-উলামা ও মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন কিতাব রচনা করেছিলেন। যেমন বসরাতে রবী ইবনুস সাবিহ, কূফাতে মা'মার ইবনে রাশেদ, খুরাসানে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, শামে ওয়ালিদ ইবনে মুসলিম এবং ওয়াসিতে হুশাইম ইবনে বশীর। ঠিক সেই সময়েই ইমাম আবূ হানীফা রহ. কূফাতে ফিকাহশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন।

তিনি তাঁর শাগরিদদের নিয়ে ফিকহ-এর একটি গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে হাদীস ও ফিকহের অনেক নুসখা তৈরি করা

হয়। পরবর্তীতে তাঁর শাগরিদগণ নিজ নিজ পাঠদানের মজলিসে সেই নুসখাগুলো থেকেই মাসআলা বর্ণনা করতেন। যার দরুন সেগুলো তাদেরই কিতাব হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এরপর স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নামে কয়েকটি কিতাব বাকি থেকে যায়। যার মধ্যে চারটি কিতাবের নাম আল্লামা ইবনে নাদীম উল্লেখ করেছেন। যথা :

(১) اَلْفِقْهُ الْأَكْبَرُ (২) رِسَالَةٌ إِلَى الْبَتِّيِّ

(৩) أَلْعِلْمُ وَالْمُتَعَلِّمُ (৪) أَلرَّدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ –*আল-ফেহরিসত*, পৃ. ২৮৫

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের বহুকাল পরেও—এমনকি আজ পর্যন্ত তাঁর লিখিত কিতাব থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তাঁর গুণাগুণ শোনা যেত সে যুগের বিজ্ঞজনদের মুখে ।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ ওয়াসেতী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি মূর্খতার লাঞ্ছনা থেকে বের হয়ে ফিকাহশাস্ত্রের স্বাদ আস্বাদন করতে চায়, সে যেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাব পড়ে। –*আখবারু আবী হানীফা ওয়া সাহেবাইহী*, পৃ. ৭৮

যায়েদা ইবনে কুদামা রহ. বলেন, আমি হাদীসসম্রাট সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর বালিশের নিচে একটি কিতাব দেখতে পেলাম, যা তিনি নিয়মিত পড়তেন। আমি কিতাবটি দেখার অনুমতি পেয়ে হঠাৎ খুলতেই দেখি সেটা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাব كِتَابُ الرَّهْنِ তখন আমি সুফিয়ান ছাওরী রহ.-কে বললাম, আপনি ইমাম আবূ হানীফার কিতাব পড়েন? তিনি বললেন, আমার মনে চায় আবূ হানীফার লিখিত সকল কিতাব আমার নিকট থাকুক আর এক এক করে আমি সেগুলো সব অধ্যয়ন করি। তাঁর ইলমী গবেষণা ও বিশ্লেষণের তো শেষ নেই।

সাজাওয়া বলেন, আমি এবং আবূ মুসলিম মুসতামলী উভয়ে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইযায়িদ ইবনে হারুনের নিকট গেলাম। তখন তিনি বাগদাদে খলীফা মানসুরের দরবারে অবস্থান করছিলেন। আবূ মুসলিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ খালিদ, (ইয়াযিদ ইবনে হারুন) আবূ হানীফার কিতাব অধ্যয়নের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? তিনি বললেন, যদি তোমরা ফকীহ হতে চাও, তাহলে আবূ হানীফার কিতাব পড়তে থেকো।

আমি আজ পর্যন্ত এমন কোনো ফকীহকে দেখিনি যিনি আবূ হানীফার কথাকে অপছন্দ করেছেন। *-তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৪২

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বর্ণনা করেন যে, আমি ইমাম আওযায়ী রহ.-এর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে শামদেশে যাই। বৈরুত শহরে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, হে খুরাসানের অধিবাসী আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক! কূফাতে আবূ হানীফা নামে এ কোন বেদআতীর আবির্ভাব ঘটল? আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আমি তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নিজ কামরায় চলে আসি এবং তিনদিন পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফার কিতাবাদি পড়াশোনা করে তা থেকে সুন্দর কিছু মাসআলার একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করি।

এরপর তৃতীয় দিন আবার ইমাম আওযায়ীর নিকট গেলাম। পাণ্ডুলিপিটি আমার হাতেই ছিল। তিনি সেটা দেখতে চাইলে আমি দেখালাম। তিনি মাসআলাগুলো পড়তে লাগলেন। একপর্যায়ে বিশেষ একটি মাসআলাতে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। যার শুরুতে আমি قَالَ النُّعْمَانُ (অর্থাৎ নুমান বলেন,) বাক্যটি যুক্ত করেছিলাম। নামাযের আযান হলো ইকামতের সময় ঘনিয়ে এল, ইমামতির দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাণ্ডুলিপির শুরুর অংশটি পড়ে ফেললেন। তারপর পাণ্ডুলিপিটি নিজের কাছে রেখেই নামায আদায় করলেন। নামায থেকে ফারেগ হয়ে আবার পড়তে লাগলেন। এমনকি পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি শেষ করার পর বললেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক! এই নুমান ইবনে সাবিত কে? আমি বললাম, তিনি একজন শাইখ। ইরাকে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইমাম আওযায়ী রহ. বললেন, তিনি তো অনেক উঁচুপর্যায়ের শাইখ। তুমি তাঁর নিকট অধিক পরিমাণে জ্ঞান অর্জন করো। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, ইনিই সেই আবূ হানীফা যার নিকট যেতে আপনি আমাকে নিষেধ করেছিলেন। খতীব বাগদাদী রহ. ঘটনাটি এই পর্যন্তই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু *উকূদুল জুমান* কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এই ঘটনার পর আমি একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও ইমাম আওযায়ী রহ. উভয়কে মক্কাতে ফেকহী মাসআলা নিয়ে আলোচনা করতে দেখলাম। লক্ষ করলাম, ইমাম আবূ হানীফা রহ. দলিল-প্রমাণের আলোকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সেই

মাসআলাগুলো বর্ণনা করছেন, যেগুলো আমি ইতিপূর্বে লিখেছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, এরপর পুনরায় ইমাম আওযায়ীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, আবূ হানীফার জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর আমার ঈর্ষা হয়। তাঁর ব্যাপারে আমি মারাত্মক ভুল ধারণা পোষণ করতাম। তুমি তাঁর নিকট থেকে ইলম অর্জন করো।

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন, যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার কিতাব না পড়বে, সে ফিকাহশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারবে না। *–উকূদুল জুমান* : ১৮৭

একবার ইমাম মালেক রহ. খালিদ ইবনে মাখলাদ কাতওয়ানীর নিকট চিঠি পাঠান। তাতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাবসমূহ তলব করলে তিনি তা পাঠিয়ে দেন।

আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ বলেন, একবার ইমাম আ'মাশ হজের নিয়ত করলেন এবং বলতে লাগলেন, এমন কে আছে যে ইমাম আবূ হানীফার নিকট গিয়ে আমার জন্য *কিতাবুল মানাসিক* লিখে আনবে। *-সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮৯

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন অতিশয় সুশ্রী ও সুদর্শন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো ছিল মানানসই। গায়ের রঙ ছিল বাদামি। তিনি উত্তম কাপড় ও উন্নতমানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তাঁর সুগন্ধিই তাঁর আগমনের সুসংবাদ বহন করত। স্বভাবে তিনি ছিলেন কোমল ও মিষ্টভাষী। তাঁকে যারা দেখেছেন তারাই বলতেন, আবূ হানীফা রহ. ছিলেন উত্তম কাপড় পরিধানকারী, উন্নত খোশবু ব্যবহারকারী। অধিক দানশীল, সহপাঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও অন্যের প্রতি সবচেয়ে সহানুভূতিশীল।

অনেক দামি মোজা এবং জুতা ব্যবহার করতেন। ঘর থেকে বের হতেই জুতার ফিতা ভালোভাবে বেঁধে নিতেন। টুপি ছিল অনেকগুলো। কূফার জামে মসজিদে দরস প্রদানকালে তাঁর মাথায় থাকত কালো রঙের লম্বা টুপি, যা সাধারণত কূফার ব্যবসায়ীদের মাথায় থাকত। প্রয়োজন হলে পশম ও ঝালরযুক্ত কাপড়ও পরিধান করতেন। জুমার দিনে লুঙ্গি ও জুব্বা পরতেন, তাঁর ছাত্র আবূ মুতির ধারণায় যার মূল্য চার দিরহাম। বেশির ভাগ সময় তাঁর ঘরে চাটাই বিছানো থাকত ।

নযর ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, একদিন আমি আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করি। সে সময়ে আমার পরনে ছিল একটি দামি চাদর। ইমাম আবূ হানীফা রহ. হঠাৎ কোথাও যাওয়ার ইরাদায় আমার নিকট চাদর চাইলেন। আমি আমার চাদরটি দিয়ে দিলাম। সেখান থেকে ফেরার পর আমাকে বললেন, চাদরের কারণে আমার খুব লজ্জাবোধ হচ্ছিল। কারণ, ওটা খুব মোটা। অথচ চাদরটি ছিল আমার বেশ প্রিয়, যা পাঁচ দিনার দিয়ে আমি কিনেছিলাম। এরপর একদিন আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে একটি চমৎকার চাদর পরা দেখতে পেলাম। যার মূল্য ছিল সম্ভবত ৩০ দিনার। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৯২

সম্পদের এত প্রাচুর্য সত্ত্বেও তিনি ব্যয়ের ক্ষেত্রে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাঁর মাসিক ব্যয় দুই দিরহামের বেশি ছিল না। বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. শেষবয়সে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেখাশোনা ও খরচ-খরচার ভার ছিল নিজ ছেলে হাম্মাদের দায়িত্বে। ফায়েয ইবনে রককী বলেন, একবার বাগদাদে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলে বললাম, আমি কূফায় যাওয়ার ইচ্ছা করেছি; আপনার কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তুমি আমার ছেলে হাম্মাদকে বলবে, আমার মাসিক ব্যয় মাত্র দুই দিরহাম। কখনো রুটি, কখনো ছাতু খেয়ে জীবন ধারণ করছি। কিন্তু তুমি সেই দুটি দিরহাম পাঠাতেও বিলম্ব করছ—দ্রুত পাঠিয়ে দাও। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৭৬

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কখনো কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন। তবে তা হতো নসীহত ও উপদেশসমৃদ্ধ। যেমন তিনি বলেন,

وَمِنَ الْمُرُوَّةِ لِلْفَتٰى + مَاعَاشَ دَارًا فَاخِرَةً

فَاشْكُرْ إِذَا أُوْتِيْتَهَا + وَاعْمَلْ لِدَارِ الْآخِرَةِ

অর্থ : ইহজগতে তুমি থাকবে যতদিন জীবিত,
হোক তোমার জন্য একটি সুন্দর বাসগৃহ।
করো শুকরিয়া যখনই তা হবে প্রাপ্ত,
এবার করতে থাকো আমল আখিরাতের জন্য।

-*সীরাতুন নু'মান*, পৃ. ৮১

একবার মুআফী মুসেলী রহ. তাঁর মজলিসে ইলমী আলোচনায় হঠাৎ বলতে লাগলেন, ইমাম আবূ হানীফার মাঝে এমন ১০টি গুণ ছিল, যার একটিও কোনো ব্যক্তির মধ্যে পূর্ণাঙ্গরূপে থাকলে সে সমকালীন ব্যক্তিদের নেতা এবং নিজ গোত্রের সরদার হয়ে যেতে পারে। গুণ ১০টি নিম্নরূপ :

১. খোদাভীরুতা	২. সত্যবাদিতা
৩. চারিত্রিক পবিত্রতা	৪. মেহমানদারি
৫. নিঃস্বার্থ মুহাব্বত	৬. কল্যাণকর বিষয়ে পদক্ষেপগ্রহণ
৭. দীর্ঘ নীরবতা	৮. সঠিক কথা বলা
৯. অসহায়কে সাহায্য করা	১০. সে অসহায় ব্যক্তি শত্রু হলেও।

-*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৪২

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন, খুব দানশীল ও উদার। তিনি কোনো সম্পদ পেলে তা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন। কোনো সময় এমনও হতো যে, নিজের জন্য কোনো কিছুই অবশিষ্ট থাকত না। একবার কয়েকজন হাজী তাঁকে বেশ কয়েক জোড়া জুতা হাদিয়া দিলেন। এর কিছুদিন পর তিনি জুতা কিনতে গেলে মানুষ বলাবলি করতে লাগল, আপনার সেইসব জুতা কী হলো? তিনি বললেন, এক জোড়া জুতাও অবশিষ্ট নেই, সব ছাত্রদের দিয়ে দিয়েছি। -*আখবারু আবী হানীফা ও সাহেবাইহি*, পৃ. ৫০

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন, ইলম ও হিকমতে সমকালীন ব্যক্তিদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, উপস্থিত বুদ্ধি ও তাৎক্ষণিক জবাব প্রদানের বিরল যোগ্যতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তাঁর অসংখ্য হিকমতপূর্ণ কথা উল্লেখ রয়েছে বিভিন্ন কিতাবে। তাঁর কিছু হিকমতপূর্ণ কথা নিম্নরূপ :

১. উলামায়ে কেরামের জীবন ও কর্মের আলোচনা এবং তাঁদের মজলিসে হাজির হওয়া আমার মতে অনেক ফেকহী আলোচনার চাইতে উত্তম। কারণ, তাদের বাণী ও মজলিসগুলোই প্রকাশ করে তাঁদের আখলাক ও স্বভাব, তাঁদের রুচি ও বৈশিষ্ট্য।

২. কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে খানা খাবে না। কেননা, খানা মানুষের বিবেককে অলস করে দেয়।

৩. যে ব্যক্তি সম্মান, মর্যাদা ও নেতৃত্ব তলব করবে, জীবনভর সে থাকবে লাঞ্ছিত।

৪. যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জ[illegible] উদ্দেশ্যে দীনী ইলম শিক্ষা করবে, সে ইলমের বরকত থেকে বঞ্চিত হ[illegible]। ইলম তার অন্তরে স্থির হবে না, আর তা দ্বারা সে উপকৃত হতে পারবে না।

৫. যে ব্যক্তি শুধু হাদীস পড়তে চায় ফিকহ ছাড়া, সে ওই ওষুধ বিক্রেতার ন্যায় যে কেবল অন্ধের মতো ওষুধ বিক্রি করে, কোন ওষুধ কী কাজ করে তা বলতে পারে না। যেটা আসলে চিকিৎসকের কাজ। ওষুধ নির্বাচনের কাজে বিক্রেতা যেমন চিকিৎসকের মুখাপেক্ষী, একইভাবে একজন মুহাদ্দিস ফকীহর মুখাপেক্ষী।

৬. কোনো মহিলা যখন মজলিস থেকে উঠে যায়, তার উষ্ণতা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত সেই স্থানে বসবে না।

৭. যদি আলেম-উলামা আল্লাহর প্রিয়পাত্র না হন, তাহলে আর কে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হবে?

৮. শুরুতে আমি গুনাহ ত্যাগ করেছি মানুষের ভয়ে। আর এখন তা পরিণত হয়েছে আমার দীন ও ঈমানে।

৯. কিয়ামতের ময়দানে যখন আমাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়াতে হবে, তখন হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর পারস্পরিক এখতেলাফ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না। বরং আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে শুধু এটাই যে, আমি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনেছি কি না।

অতএব আমার উচিত সেই জিজ্ঞাসার বিষয় নিয়েই ব্যস্ত থাকা।

১০. সবচেয়ে বড় ইবাদত হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। আর সবচেয়ে বড় পাপ হলো কুফরী করা।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রায়শই এই কবিতা পাঠ করতেন :

عَطَاءُ ذِيْ الْعَرْشِ خَيْرٌ مِنْ عَطَائِكُمْ + وَسَيْبُهُ وَاسِعٌ يُرْجٰى وَيُنْتَظَرُ

أَنْتُمْ يَكْدَرُ مَا تُعْطُوْنَ مِنْكُمْ + وَاللهُ يُعْطِيْ بِلَا مَنٍّ وَلَا كَدَرٍ

অর্থ : তোমাদের দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আরশের মালিকের দান,
সত্যিই বিস্তৃত, কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত তাঁর দান ।
দানের পরে খোঁটা বিনষ্ট করে দেয় তোমাদের দান,
আল্লাহর দান—নেই তাতে বিরক্তি নেই খোঁটা প্রদান।

-*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৯৫-৯৭

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর যুগের শাসকদের হাতে চরম জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হন। বনু উমাইয়ার খেলাফতকালে ইরাকের গভর্নর ইবনে হুবাইরা তাঁকে কাজীর পদগ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে তাঁকে প্রতিদিন একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে দশটি করে কোড়া মারা হতো।

এরপর আব্বাসী খেলাফতকালে তাঁকে একই প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি আবারও তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এ কারণে তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়।

তাঁকে কোড়া মেরে বা তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যাচেষ্টার পেছনে কারণ ছিল অন্য কিছু। কাজীর পদ গ্রহণ না করার বিষয়টি ছিল একটি বাহানামাত্র। মূলত ইমাম আবূ হানীফা রহ. লক্ষ করেছিলেন যে, উমাইয়া ও আব্বাসী শাসকগণ ইসলামের সঠিক রাস্তা থেকে দূরে সরে পড়েছেন। জুলুম ও নির্যাতনে তারা সীমা অতিক্রম করে ফেলেছেন। এ অবস্থায় কাজীর পদগ্রহণের অর্থ তাদের জুলুম ও অত্যাচারের পাপে সাহায্য করা। যুগের সচেতন আলেম-উলামার চিন্তাধারা এমনই ছিল। বরং তাঁরা যেকোনো সরকারি পদ গ্রহণ করাকে গুনাহের কাজ বলে মনে করতেন। শাসক ও গভর্নরগণ থাকতেন তাঁদের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত। তাই উলামায়ে কেরামকে কোনো বাহানা দিয়ে নিজের সমর্থনকারী বানাতে চাইতেন। বড় বড় রাষ্ট্রীয় পদ এবং মোটা অঙ্কের হাদিয়া পেশ করে চাইতেন তাদের মুখ বন্ধ রাখতে। ইমাম আবূ হানীফার সঙ্গেও সেই একই আচরণের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আবূ হানীফা রহ. ছিলেন তাদের বিরোধী এবং নিজ মতের ওপর অটল-অবিচল। এ কারণেই খলীফা মানসুর কাজীর পদ গ্রহণ না করার অজুহাতে তাঁকে বন্দী

করেছিলেন কারাগারে। তার নির্দেশেই বিষ মেশানো হয়েছিল ইমামের খাবারে।

খতীব বাগদাদী রহ. যুফার ইবনে হুযাইলের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, যখন ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে হাসান খলীফা মানসুরের বিরুদ্ধে নতুন খেলাফতের দাবি নিয়ে সম্মুখে এগিয়ে এলেন, তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে হক মনে করে তার প্রতি জোরালো সমর্থন জানালেন। যুফার ইবনে হুযাইল বলেন, আমি আবূ হানীফাকে লক্ষ্য করে বললাম, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের গলায় রশি ঝুলাতে চান? ততদিনে কুফার গভর্নর ইসা ইবনে মুসার নিকট খলীফা মানসুরের পয়গাম এল যে, আবূ হানীফা রহ.-কে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আবূ হানীফাকে যথারীতি বাগদাদে নিয়ে যাওয়া হলো। পনেরো দিন পর তাঁর খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

মুহাম্মাদ নাফসে যাকিয়ার ইন্তেকালের পর তার ভাই ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ নিজ খেলাফতের দাবি নিয়ে হাজির হলেন বসরাতে। খলীফা মানসুর তার চাচাতো ভাই এবং কূফার গভর্নর ইসা ইবনে মূসাকে পত্রমারফত তার বিরুদ্ধে মোকাবেলার নির্দেশ পাঠালেন। নির্দেশ পেয়ে গভর্নর ইসা ইবনে মূসা পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে কূফার সন্নিকটে বাখামরা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন। সেখানে উভয় দলের মাঝে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হলো। ইবরাহীম যুদ্ধে জয় লাভ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন সে সময় ইবরাহীমের খেলাফতের সমর্থক। ঘটনাটি সংঘটিত হয় ১৪৫ হিজরীতে। আল্লামা যাহাবী লিখেছেন, খলীফা মানসুর ইমাম আবূ হানীফার খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করিয়েছিলেন—এর প্রথম কারণ ছিল ইবরাহীমের প্রতি তাঁর সমর্থন।

খলীফা মানসুরের নিকট যখন তাঁকে উপস্থিত করা হয়, তখন খলীফা তাঁকে কাজীর পদগ্রহণের আবেদন জানালেন। তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁকে জেলখানায় বন্দী করা হলো। একপর্যায়ে তাঁর অজান্তে খাবারের মাঝে বিষ মিশিয়ে তাঁকে ১৫০ হিজরীতে শহীদ করে দেওয়া হয়। পাঁচজন সরকারি কর্মচারীর দ্বারা জেলখানা থেকে তাঁর লাশ বের করে গোসল ও কাফনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। ৫০ হাজারের অধিক

লোক শরীক হন তাঁর জানাযায়। অধিক ভিড়ের কারণে দুইবার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। শেষবারে জানাযার ইমামতি করেন তাঁরই ছেলে হাম্মাদ।

বাগদাদের কাজী হাসান ইবনে উমারাহ আবূ হানীফা রহ.-কে গোসল করানোর পর তাঁর লাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলছিলেন,

হে আবূ হানীফা, আল্লাহ তাআলা আপনার ওপর রহম করুন। আপনি তিন বছর একাধারে রোযা রেখেছিলেন। চল্লিশ বছর যাবৎ রাতে ঘুমাননি। আপনি ছিলেন সবচেয়ে বড় ফকীহ। সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী। সবচেয়ে বড় দুনিয়াত্যাগী। আপনি ছিলেন সকল ভালো গুণের অধিকারী। সুন্নাতের ওপরই আপনার মউত হলো। শোকসাগরে ভাসিয়ে গেলেন সবাইকে। খতম হয়ে গেল উলামায়ে কেরামের বিশ্বস্ততা।

বাগদাদের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত খায়যুরান নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। কাজী হুসাইন ইবনে উমারাহ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আপনি ছিলেন ইসলামের পূর্বসূরিদের (সাহাবীদের) যোগ্য প্রতিনিধি। আপনি রেখে গেলেন আপনার ইলমের যোগ্য প্রতিনিধি। কিন্তু আপনার তাকওয়া ও খোদাভীরুতার প্রতিনিধি কেবল আল্লাহর তৌফিকেই হতে পারে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, হে আবূ হানীফা, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। ইবরাহীম নাখঈ চলে গেলেন, রেখে গেলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি। হাম্মাদ চলে গেলেন রেখে গেলেন তাঁর যোগ্য প্রতিনিধি। আপনি চলে গেলেন অথচ নেই আপনার কোনো যোগ্য উত্তরসূরি। এটা বলতে বলতে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৯৩-৯৫

باغ باقی ہے باغباں نہ رہا + اپنے پھولوں کا پاسباں نہ رہا

کارواں تو رواں رہے گا مگر + ہائے وہ میر کارواں نہ رہا

অর্থ : বাগান রয়ে গেছে, বাগানের মালি নেই।
ফুল-কলির পাহারাদার টিকে নেই।
কাফেলার ধারা বহমান, তবে—
হায়! কাফেলার মধ্যমণি আর নেই।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সন্তানদের মধ্যে কেবল হাম্মাদ সম্পর্কেই জানা যায়। যার নাম ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের নামে রেখেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার ইলমের ওয়ারিস ছিলেন। তাকওয়া ও খোদাভীরুতায় তিনি ছিলেন দ্বিতীয় আবূ হানীফা। হাম্মাদের ছেলে ইসমাঈল খলীফা মামুনুর রশীদের যুগে বসরার কাজী ছিলেন। তিনি ছাড়া হাম্মাদের আরও ৩টি সন্তান ছিল— আবূ হিব্বান, উসমান এবং উমর। *-সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৯৫

ইলম হাসিল

ঘটনা : ০১

এক মহান ব্যক্তির ইলমী মজলিস ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর হৃদয়জগতে পরিবর্তন এনে দিল

ইসলামী শিক্ষাগ্রহণের শুরুর দিকে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন কালাম (আকিদা)-শাস্ত্রের প্রতি অধিক মনোযোগী। কিন্তু তাঁর স্বভাবজাত গবেষণা ও বিশ্লেষণের রুচি সেটাতে সায় দেয়নি। ফলে তিনি ধীরে ধীরে ইলমে কালামের প্রতি হয়ে পড়লেন নিরুৎসাহী। তারপর এক ঘটনা ঘটল, যা তাঁকে দীনী ইলম অন্বেষণের প্রতি করল চরম উৎসাহী।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজেই বর্ণনা করেন যে, 'একদিন আমি ইমাম শা'বী রহ.-এর মজলিসের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কার নিকট যাতায়াত করো? আমি বললাম, অমুকের নিকট। তিনি বললেন, আমি তোমাকে বাজারে যাতায়াতের কথা জিজ্ঞেস করিনি, বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, কোন কোন আলেমের মজলিসে যাও? বললাম, উলামায়ে কেরামের মজলিসে খুব কমই অংশগ্রহণ করি। শা'বী রহ. বললেন, এমনটি কোরো না। আমি তোমার মাঝে অসাধারণ মেধা ও চিন্তার উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি। শীঘ্রই উলামায়ে কেরামের মজলিসে হাজির হয়ে দীনী ইলম অর্জনে মশগুল হও। আবূ হানীফা রহ. বলেন, ইমাম শা'বীর এই কথা আমার হৃদয়জগতে পরিবর্তন এনে দিল। সেদিন থেকেই আমি হাট-বাজার ও দোকান-পাটে যাতায়াতের পরিবর্তে শুরু করলাম ইলমের মজলিসে যাতায়াত। শা'বী রহ.-এর সেই উপদেশ গ্রহণ করায় আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক লাভবান করেছেন।' -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৪৩

ঘটনা : ০২

একজনের সাহচর্যে দীর্ঘ ১৮ বছরকাল

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রহ. সম্পর্কে বলেন, আমি তখনো তাঁর সোহবত থেকে বিদায় নিইনি, তবে বিদায় নেওয়ার ইচ্ছা করেছিলাম-মাত্র। ইতিমধ্যে বসরায় যাওয়ার সুযোগ হলো। বসরাবাসী আমার নিকট অনেকগুলো মাসআলার সমাধান জিজ্ঞাসা করলে কয়েকটি মাসআলার সমাধান তৎক্ষণাৎ দিতে পারলাম না। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার ইচ্ছে পরিবর্তন করে দৃঢ় সংকল্প করলাম যে, হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের জীবদ্দশায় তাঁর সান্নিধ্য ছাড়ব না। সুতরাং আমি দীর্ঘ ১৮ বছর তাঁর সাহচর্যেই থেকে গেলাম ।

হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের ইন্তেকাল হয় ১২০ হিজরীতে। ইন্তেকালের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা রহ. যেহেতু তাঁর সোহবতেই ছিলেন। সেই হিসেবে হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের দরসে তাঁর অংশগ্রহণের সূচনা হয় ১০২ হিজরীতে। যখন তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর। এর পূর্বে তিনি কালাম (আকিদা)-শাস্ত্র নিয়ে বিতর্ক ও আলোচনাসভার মাধ্যমে ইসলামের পক্ষে আত্মরক্ষামূলক খেদমতের আঞ্জাম দিতে থাকেন।

সর্বপ্রথম যখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর দরসে উপস্থিত হন। তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে কেন এসেছ? ইমাম আবূ হানীফা রহ. অত্যন্ত বিনীত সুরে বললেন, ইলমে ফিকহ্ শিখতে এসেছি। তিনি বললেন, প্রতিদিন তিনটি করে মাসআলা শিখবে, এর বেশি নয়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। গভীরভাবে শুরু করলেন ইলমে ফিকহের চর্চা। ধীরে ধীরে ফিকাহশাস্ত্রে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন যে, দুনিয়াজুড়ে তাঁর ইলমের ডঙ্কা বেজে উঠল এবং ইলমে ফিকহের আকাশে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে তাঁর নামটি জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকল। -*আখবারু আবী হানীফা ও সাহেবাইহি*, পৃ. ৬

ঘটনা : ০৩
উলূমে দীনীয়ার সবচেয়ে উপকারী শাখায় আত্মনিয়োগ

একবার আমের শা'বী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে দীনী ইলম শিক্ষার প্রতি উৎসাহ দিলেন। তাঁর উৎসাহ পেয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সেদিকে মনোযোগী হন এবং তিনি দীনী শিক্ষা শুরুর পূর্বে উলূমে দীনীয়ার শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে ভেবে প্রচলিত ইলমে ফিকহকেই (ইসলামী আইনশাস্ত্র) তাঁর নিকট অধিক উপকারী মনে হলো। তার মধ্যে আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ফিকহী দৃষ্টিভঙ্গিকেই মনে হলো অন্য সকল দৃষ্টিভঙ্গির তুলনায় উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ। এ জন্য তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর মুখপাত্র হযরত হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের দরসে অংশগ্রহণ করেন। যেখানে ইবনে মাসউদ রাযি. ছাড়াও হযরত উমর রাযি., হযরত আলী রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাযি., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি., হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত রাযি. এবং আয়েশা রাযি. প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের জ্ঞানভাণ্ডারের আলোকে গবেষণার ধারা অব্যাহত ছিল। *–সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৫৩

স্বভাব-চরিত্র

ঘটনা : ০৪
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর আখলাক

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এক ছাত্র হজে যাওয়ার সময় নিজ দাসীকে তাঁর দায়িত্বে রেখে গেল। সে চার মাস পর ফিরে এসে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট দাসীটির আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কুরআন পড়ে এবং মানুষের দীনকে হেফাযত করে, তার জন্য অপরিহার্য হলো—সে তার নফসকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। আল্লাহর কসম! তুমি সফরে যাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আমি তাকে একবারও দেখিনি। তারপর সে ছাত্র একইভাবে দাসীকে জিজ্ঞাসা করল—ইমাম আবূ হানীফার আখলাক সম্পর্কে। দাসী বলল, তাঁর মতো মানুষ দেখিওনি, শুনিওনি। আমি তাঁকে

না রাতে অপবিত্রতার গোসল করতে দেখেছি। আর না দিনে খানা খেতে দেখেছি। শেষরাতে সামান্য খানা খেয়ে একটু শুয়ে থাকতেন। তারপর নামাযের জন্য মসজিদে চলে যেতেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৯

ইবাদত-বন্দেগী

ঘটনা : ০৫

আবূ হানীফা রহ.-এর নির্ঘুম রাত্রিজাগরণ

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, একদিন আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে চলছিলাম। হঠাৎ শিশুরা আমাদের দেখে চিৎকার করে বলল, এই তো সেই আবূ হানীফা যিনি রাতে ঘুমান না। এ কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, হে আবূ ইউসুফ, দেখলে তো শিশুরা কী বলছে—জেনে রাখো, আজ হতে আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রাতে আর ঘুমাব না। সত্যিই তিনি পুরো করলেন তাঁর মান্নত। আল্লাহর ইবাদতের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন রাতের বিরাট এক অংশ।

আবদুল মজিদ ইবনে রওয়াদ বলেন, আমি হজের দিনগুলোতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এরচেয়ে অধিক বাইতুল্লাহর তাওয়াফকারী, নামায আদায়কারী এবং ফতোয়াদানে মশগুল আর কাউকে দেখিনি। একাধারে ১০ দিন পর্যন্ত দিন-রাতে এক ঘণ্টা সময়ও তাঁকে বিশ্রাম করতে দেখলাম না।

আবদুল্লাহ ইবনে লাবীদ বলেন, যখন রমযান মাস শুরু হতো, তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাঝে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করতেন। রমযানের শেষ দশ দিনে তাঁর সঙ্গে কথা বলাই মুশকিল হয়ে যেত। -*আখবারু আবী হানীফা ও সাহেবাইহি*, পৃ. ৪১

ঘটনা : ০৬

ইশার ওযু দ্বারাই ফজরের নামায

ইমাম আবূ হানীফা রহ. যেমনিভাবে ফিকাহশাস্ত্রের ইমাম ছিলেন, একইভাবে তিনি ইলমে তাসাওউফ (আত্মশুদ্ধি)-এর ক্ষেত্রেও ইমামদের

মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন। তাঁর দিন কাটত রোযা রেখে আর রাত কাটত আল্লাহর সঙ্গে প্রেম নিবেদনে।

আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, রাতে তাহাজ্জুদের জন্য দাঁড়ানো এবং ইবাদতে লিপ্ত থাকা ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে লাগাতারভাবেই প্রমাণিত। এ কারণে মানুষ তাঁর নাম রেখেছিল ওতাদ (পেরেক)। ত্রিশ বছর যাবৎ তিনি রাতভর ইবাদত করেন।

৪০ বছর যাবৎ ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েন এবং এক রাকাত নামাযে পূর্ণ কুরআন খতম করেন।[১] তিনি রাতে এত অধিক পরিমাণ কাঁদতেন যে তাঁর প্রতিবেশীরা তাঁর ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে পড়তেন ।

মিসআর রহ. বলেন, একবার আমি মসজিদে ঢুকে এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখলাম। তাঁর সুমধুর কুরআন তিলাওয়াত শুনে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। কুরআনের এক-সপ্তাংশ পড়ে ফেললে আমি মনে মনে বললাম, এবার হয়তো রুকুতে যাবেন। তিনি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করলে ভাবলাম রুকুতে যাবেন। এরপর তিনি কুরআনের অর্ধেক পড়ে ফেললে এবারও আমি মনে মনে বললাম হয়তো রুকুতে যাবেন। অবশেষে দেখলাম এক রাকাতেই তিনি পূর্ণ কুরআন খতম করলেন ।

আমি সম্মুখে অগ্রসর হলে দেখি তিনি হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। খারেজা ইবনে মুসআব রহ. বলেন, উম্মতের মধ্যে এক রাকাতে কুরআন খতম করেন চারজন। উসমান ইবনে আফফান রাযি., তামীম দারী রাযি., সাঈদ ইবনে যুবায়ের রাযি. ও আবূ হানীফা রহ.।

তিনি ইন্তেকালের স্থানে কুরআন খতম করেছেন সাত হাজার বার।[২]

আবূল জুয়াইরিয়াহ বলেন, আমি আবূ হানীফার সোহবতে ছিলাম ছয় মাস। এ সময়ে তাঁকে এক দিনও বিছানায় শুতে দেখিনি।

---

১. এ বর্ণনাটির সনদে রয়েছে আহমাদ ইবনে হাসান বলখী এবং হাম্মাদ ইবনে কুরাইশ। তারা উভয়ে মাজহুল (যার অবস্থা জানা নেই) -*মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা ও সাহেবাইহি* এর টীকা, পৃ. ২৩ আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ.

২. বর্ণনাটি সঠিক নয়। কারণ, তাঁর ইন্তেকাল হয় বাগদাদের জেলখানায়। আর সেখানে তিনি অবস্থান করেন অল্প কিছুদিন। তবে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে তাঁর ঘরের যে স্থান থেকে তাঁকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তিনি কুরআন খতম করেছিলেন ৭ হাজার বার। -*হাশিয়াতু মানকিবিল ইমাম আবী হানীফা ও সাহেবাইহি* এর টীকা. পৃ. ২৪, আল্লামা আবুল ওয়াফা ও হাশিয়াতু খাইরাতিল হিসান-পৃ. ৮৪

ইয়াহইয়া হিম্মানী বলেন, আমি একাধারে ছয় মাস পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে ইশার ওযু দ্বারা ফজরের নামায পড়তে দেখেছি। এবং তিনি প্রতিরাতে সেহরীর সময় কুরআন খতম করতেন। -*মানাকিবিল ইমাম আবী হানীফা ও সাহেবাইহি*, আল্লামা যাহাবী, পৃ. ২০-২২; *খাইরাতুল হিসান*, আল্লামা ইবনে হাজার হাইছামী, পৃ. ৮০-৮৪

ইয়াযিদ ইবনে লাইস রহ. বলেন, একবার মসজিদের ইমাম সাহেব ইশার নামাযে সূরা যিলযাল তিলাওয়াত করলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার পিছে নামায পড়েন। নামায শেষে দেখলাম তিনি খুব চিন্তিত ও ভারাক্রান্ত। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। আমি সেখান থেকে উঠে গেলাম যাতে তাঁর কাজে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখলাম। তাতে সামান্য তেলও ছিল। ফজরের সময় এসে দেখি নিজ দাড়ি মুবারক ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'হে মহান সত্তা, আপনি তো অণু-পরিমাণ নেক আমলের প্রতিদান দেবেন এবং সেই পরিমাণ বদ আমলের শাস্তিও দেবেন। নুমানকে আগুন থেকে বাঁচান, যেন তাঁকে আগুনের কাছেও না যেতে হয় এবং তাঁকে আপনার প্রশস্ত নিয়ামতের মাঝে শামিল করুন।'

আমি ভেতরে প্রবেশ করলে তিনি বললেন, বাতি নিতে এসেছ? আমি বললাম, ফজরের আযান হয়ে গেছে। তিনি বললেন, আমার যে অবস্থা দেখলে তা কারও কাছে বলবে না। তারপর ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত পড়ে বসে রইলেন। ইকামাত শুরু হলে তিনি ইশার ওযু দ্বারাই ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করলেন। -*তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৫৭

আবূল আহওয়াস বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাঝে ইবাদতের পাবন্দি ও অটলতা এত প্রবল ছিল যে, যদি তাঁকে বলা হতো আপনি তিন দিনের মধ্যে মারা যাবেন, তবুও তাঁর আমলের মাঝে কোনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত না। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৮৬-৯০

ঘটনা : ০৭
সারা রাত নামায আদায়

ইমাম যায়েদা রহ. বর্ণনা করেন, একবার আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে ইশার নামায আদায় করলাম। নামাযের পর আমি তাঁর

অগোচরে মসজিদে বসে ছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিকট একাকী একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করা। হঠাৎ তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত শুরু করলেন। যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেন—

فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُوْمِ

অর্থ : অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করেছেন। -আত তুর (৫২) : ২৭

তখন তিনি আয়াতটি বারবার পাঠ করতে থাকলেন এমনকি মুআযযিন ফজরের আযান দিয়ে দিল। -*উকূদুল জুমান*, ২১৮

ঘটনা : ০৮

উত্তম নামায আদায়কারী

ফযল ইবনে দুকাইন রহ. বলেন, আমি ইমাম আ'মাশ, মা'মার, হামযাতুয যাইয়াত ও শারীকসহ অনেক উলামায়ে কেরামের সাক্ষাৎ পেয়েছি এবং তাঁদের সঙ্গে নামায আদায় করেছি কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এরচেয়ে উত্তম নামায আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। নামায শুরু করার পূর্বে তিনি অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সঙ্গে দুআ করতেন এবং কাঁদতেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে দর্শকরা বলত, আল্লাহর কসম! এ ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে। –*উকূদুল জুমান*, ২১৮

তাকওয়া ও পরহেজগারী

ঘটনা : ০৯

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর দৃষ্টিতে আবূ হানীফা রহ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যদি আবূ হানীফা এবং সুফিয়ান ছাওরী রহ. না থাকতেন, তাহলে আমি বেদআতী হয়ে যেতাম। -*মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা*, আল্লামা যাহাবী, পৃ. ৩৯

একবার আবূ হানীফা রহ. একটি দাসী কেনার ইচ্ছে করলে ১০ বছর (অপর এক বর্ণনামতে ২০ বছর) যাবৎ যাচাই-বাছাই করতে থাকেন যে,

সেটা সন্দেহমুক্ত কি না। ইবনে মুবারক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, আমি তাঁরচেয়ে অধিক পরহেযগার আর কাউকে দেখিনি। তাঁর সম্মুখে বিপুল ধন-সম্পদ পেশ করা হলে তিনি সেগুলোর প্রতি মোটেও ভ্রূক্ষেপ করেননি? নফসপূজারির দল তাঁকে কোড়া মেরেছিল। তিনি সুখে-দুঃখে উভয় অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত করেছেন এবং মানুষ নিজের জন্য যা পছন্দ ও কামনা করে তিনি তা পেয়েও গ্রহণ করেননি। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৭

ঘটনা : ১০
ব্যবসায়ী মহলের জন্য এক উত্তম আদর্শ

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর কোনো এক শরীকানা ব্যবসায়ীর নিকট ব্যবসার কিছু কাপড় পাঠিয়ে বললেন, এগুলোর মধ্যে একটি ত্রুটিযুক্ত কাপড় রয়েছে। কাপড়টি বিক্রি করার সময় ক্রেতাকে ত্রুটি সম্পর্কে অবশ্যই জানাবে। কাপড়টি বিক্রি করার সময় ত্রুটির কথা বলতে এবং সেই সঙ্গে কাপড়টি কার কাছে বিক্রি করল তাও ভুলে গেল সেই ব্যবসায়ী। বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা রহ. জানতে পেরে সেদিনের উপার্জিত অর্থ পুরোটাই সদকা করে দিলেন। যার পরিমাণ ছিল ৩০ হাজার দিরহাম। শুধু তা-ই নয়, সেদিন থেকে তিনি সেই শরীক ব্যবসায়ী থেকে নিজ ব্যবসাকে পৃথকও করে নিলেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৮

ঘটনা : ১১
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ধার্মিকতা

এক মহিলা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট একটি রেশমি কাপড় বিক্রির প্রস্তাব দিয়ে তার দাম চাইল একশো দিরহাম। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এ কাপড়ের দাম তো আরও বেশি। তুমি কত দামে বিক্রি করতে চাও? তখন সে কাপড়ের দাম আরও একশো দিরহাম বাড়িয়ে বলল। এভাবেই বাড়াতে বাড়াতে একপর্যায়ে সে কাপড়টির দাম চাইল চারশো দিরহাম। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এর মূল্য চারশো দিরহামের চেয়েও বেশি। সে বলল, আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা

করছেন। আবূ হানীফা রহ. বললেন, একজন পুরুষ ডেকে আনো, যে এর মূল্য নির্ধারণ করে দেবে। সে ডেকে আনলে আবূ হানীফা রহ. তার সঙ্গে কাপড়টির দরদাম করতে লাগলেন। একপর্যায়ে সে ৫০০ দিরহাম দিয়ে কাপড়টি কিনতে রাজি হয়ে গেল। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০০

ঘটনা : ১২

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সতর্কতা

একবার কূফা শহরে একটি ছাগলের পালের সঙ্গে ছিনতাইকৃত একটি ছাগল মিশে গেল। বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা রহ. অবগত হলে তিনি মানুষদের নিকট যাচাই-বাছাই ও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, একটি ছাগল কত বছর জীবিত থাকে? যখন জানতে পারলেন, সাধারণত একটি ছাগল সাত বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে তখন থেকে সাত বছর পর্যন্ত তিনি ছাগলের গোশত খাওয়া থেকে বিরত রইলেন। এবং সে সময় তিনি একজন সৈনিককে দেখলেন ছাগলের গোশত খেয়ে তাঁর এক টুকরা কূফার নদীতে নিক্ষেপ করতে। তখন তিনি মাছের আয়ুষ্কাল সম্পর্কে তদন্ত শুরু করলেন। যখন জানতে পারলেন মাছের আয়ুষ্কাল এক বছর তখন থেকে এক বছর কোনো মাছও খেলেন না। *-খাইরাতুল হিসান*,পৃ. ১০০

ঘটনা : ১৩

ঋণগ্রহীতার গাছের ছায়ায় বসতেও রাজি নন

আবূল কাসেম কুশাইরী রহ. উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার থেকে ঋণ গ্রহণকারীর গাছের ছায়ায় বসতেন না। তিনি বলতেন, যে ঋণ থেকে কোনো ধরনের উপকার বা সুবিধা গ্রহণ করা হয় তা সুদ বলে গণ্য। ইয়াযিদ ইবনে হারুন বলেন, আমি আবূ হানীফার চেয়ে অধিক পরহেজগার আর কাউকে দেখিনি। একদিন আমি তাঁকে এক ব্যক্তির ঘরের সম্মুখে রৌদ্রে বসতে দেখে বললাম, জনাব, এই ঘরের ছায়াতে বসুন। তিনি বললেন, এই ঘরের মালিক আমার নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে। আমি চাই না, তার কোনো কিছু থেকে উপকৃত হই। ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ. বলেন, এরচেয়ে বড় পরহেজগারী আর কী হতে পারে?

এক বর্ণনায় আছে, কেউ তাঁকে সেই ঘরের ছায়ায় না বসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এই ঘরের মালিকের জিম্মায় আমার ঋণ আছে এ জন্য আমি পছন্দ করি না যে, তার গাছের ছায়ায় বসব। কারণ, এটাও ঋণের মোকাবেলায় একধরনের উপকৃত হওয়া যা আমার মতে সুদ বলে গণ্য। তবে আমি সব মানুষের জন্য এটা আবশ্যক মনে করি না। হ্যাঁ, একজন আলেমের জন্য উচিত সেই হুকুম পালন করা, যার দিকে তিনি অন্যদের আহ্বান করবেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০১

ঘটনা : ১৪
গুনাহের বড় ক্ষতি ইলম থেকে মাহরুমী

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভ্যাস ছিল কোনো মাসআলার ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হলে এবং এর সমাধান দিতে অক্ষম হলে সঙ্গে সঙ্গে শাগরিদদের বলতেন, এটা আমার কোনো গুনাহের কারণে হয়েছে। তারপর তিনি ইসতেগফার শুরু করতেন এবং বেশির ভাগ দু-রাকাত তাওবার নামায পড়তেই মাসআলার সমাধান পেয়ে যেতেন। তখন বলতেন, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ। আমি আশা করি আমার তাওবা কবূল হয়েছে এবং মাসআলার সঠিক সমাধান পেয়ে গেছি।

বিখ্যাত বুযুর্গ ফুযাইল ইবনে ইয়ায রহ. ইমাম আবূ হানীফার এই আমল সম্পর্কে খবর পেয়ে কাঁদলেন এবং বললেন, আবূ হানীফার গুনাহ ছিল কম। এ জন্য তা অনুভব করতে পারতেন। কিন্তু অন্যদের তো এই অনুভূতি আসবে না। কারণ, তাদের পাপরাশি তাদের ডুবিয়ে রেখেছে।

-*মালফুযাতে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ.*,পৃ. ৩-৪

ঘটনা : ১৫
আখেরাতের ভয়ে বেহুঁশ আবূ হানীফা রহ.

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. পথে চলছিলেন। ভুলবশত একটি শিশুর পায়ের ওপর তাঁর পা পড়লে শিশুটি বলল, হে শাইখ, আপনি কি কিয়ামত-দিবসে প্রতিশোধগ্রহণের ভয় পান না? সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বেহুঁশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন। সুস্থ হওয়ার পর তাঁকে বলা হলো, এ বাক্যের এত প্রভাব ছিল? তিনি বললেন, আমার ভয় হচ্ছে

না জানি আল্লাহর পক্ষ হতে বাক্যটি এ শিশুর অন্তরে ইলহাম (কারও অন্তরে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কথা জাগিয়ে দেওয়া) করা হয়েছে। -*মালফুযাতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.*, পৃ. ০৪)

ঘটনা : ১৬

কসম করার কারণে সদকা

হযরত ওয়াকী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন, কোনো সত্য কথার ওপর আল্লাহর নামে কসম করলেও সেটার জন্য একটি রৌপ্যমুদ্রা সদকা করবেন। একদিন তিনি একটি সত্য কসম করে তার জন্য একটি দিরহাম সদকা করলেন। তারপর তিনি নিজের ওপর অপরিহার্য করে নিলেন, ভবিষ্যতে কখনো কসম করলে একটি স্বর্ণমুদ্রা সদকা করবেন। এরপর থেকে প্রতিটি কসমের জন্য সদকা করতেন একটি করে স্বর্ণমুদ্রা। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৮

ইশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ঘটনা : ১৭

দুরূদ শরীফের অপব্যবহারে ব্যথিত হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.

একবার এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দোকানে এসে কাপড় কেনার ইচ্ছে করলে তিনি কর্মচারীকে তার সম্মুখে কাপড় বের করে দেখানোর নির্দেশ দিলেন। তখন সে কাপড়ের একটি বড় গাঁট বের করে তার ওপর হাত রেখে বলল, صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ (আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর রহমত নাযিল করুন)। এটা শুনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. মারাত্মক ব্যথিত হলেন। কর্মচারীকে বললেন, তুমি কি দুরূদ শরীফের মাধ্যমে আমার কাপড়ের প্রশংসা করলে? এ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ আজ দোকানের কেনা-বেচা বন্ধ থাকবে। তা-ই করলেন। দোকান বন্ধ করে তিনি বাড়ি চলে গেলেন। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৭২

ঘটনা : ১৮

হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদব

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. কূফার জামে মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন। সেখানে উপস্থিত ছিল তাঁর শাগরিদ, ভক্ত ও দীনদার মানুষদের এক বিশাল জামাত। হঠাৎ মসজিদের ছাদ থেকে একটি সাপ আবূ হানীফা রহ.-এর কোলের মধ্যে পড়ল। এটা দেখে অনেকেই ভয়ে সেখান থেকে উঠে গেলেও ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাদীসের সম্মানে আপন অবস্থায় বসে রইলেন। -*সীরাতুন নুমান*, আল্লামা শিবলী নুমানী, পৃ. ৬৪

মায়ের খেদমত ও মুহাব্বত

ঘটনা : ১৯

মায়ের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মুহাব্বত

কূফার গভর্নর ইবনে হুবাইরা আবূ হানীফাকে কাজীর পদগ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে ইবনে হুবাইরা তাঁকে ১১০টি কোড়া মারেন। আবূ হানীফা রহ. বলেন, কোড়া মারার কারণে আমি ঐ পরিমাণ কষ্ট পাইনি যেই পরিমাণ কষ্ট পেয়েছিলাম, এ ঘটনায় আমার মা ব্যথিত হওয়ায়। তিনি বিরক্ত হয়ে আমাকে বলেছিলেন, হে নুমান, যেই ইলমের কারণে তোমাকে এই দুর্দিন দেখতে হলো, সেই ইলম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাও। আমি তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলাম, আমি যদি আমার ইলম দ্বারা দুনিয়া অর্জনের ইচ্ছা করতাম, তবে প্রচুর পরিমাণে দুনিয়া অর্জন করতে পারতাম। আমি ইলম শিক্ষা করেছি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং পরকালে নাজাতের জন্য। কাজেই দুনিয়া আমার সঙ্গে যে আচরণই করুক না কেন, তাতে আমার কোনো পরোয়া নেই। *-আখবারু আবী হানীফা ও সাহেবাইহি, পৃ. ৫৩*

ঘটনা : ২০

মায়ের খেদমত

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বাল্যকালেই তাঁর পিতা মারা যান। কিন্তু মা বেঁচে ছিলেন অনেকদিন পর্যন্ত। এ জন্য তিনি যথেষ্ট পরিমাণে মায়ের খেদমত করার সুযোগ পান।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মা ছিলেন আমর ইবনে যারের বিশেষ ভক্ত। যিনি ছিলেন কূফার প্রসিদ্ধ একজন বক্তা। তাঁর মায়ের কোনো সমস্যা সামনে এলে তার সমাধানের জন্য আমর ইবনে যারের নিকট পাঠাতেন আবূ হানীফাকে। তিনি ইবনে যারের নিকট গিয়ে মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, আপনার সামনে কি আমার মুখ খোলার সাধ্য আছে? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলতেন, এটা আমার মায়ের নির্দেশ। অধিকাংশ সময় এমন হতো যে, আমর ইবনে যার মাসআলার সমাধান দিতে পারতেন না। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে বলতেন, আপনিই এর সমাধান দিন। তারপর আমি আপনার সম্মুখে তা পুনরাবৃত্তি করছি।

কখনো তাঁর মা নিজেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য আমরের নিকট যেতে চাইলে তিনি মাকে বাহনে আরোহণ করাতেন এবং নিজে তার পিছে পিছে পায়ে হেঁটে চলতেন। নিজেই মাসআলা জিজ্ঞাসা করে নিজ কানে তার সমাধান শুনে আশ্বস্ত হতেন।

একবার তিনি একটি সমস্যায় পড়লে ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার সমাধান দিলেন। তাঁর মা বললেন, তোমার কথার কোনো নির্ভরযোগ্যতা নেই। রিযকাহ (কূফার এক বক্তা) যদি তোমার কথার সমর্থন করে তাহলে আমার আস্থা আসবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. মাকে নিয়ে রিযকার নিকট মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করলেন। রিযকাহ বললেন, আপনি তো আমার চেয়ে বড় আলেম। আপনি নিজেই কেন এর সমাধান বলে দেননি? তিনি বললেন, আমি এই সমাধান দিয়েছিলাম। রিযকাহ বললেন, একদম ঠিক বলেছেন। এ শুনে তাঁর মা আশ্বস্ত হলেন এবং বাড়ি ফিরে এলেন। *-সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৬৩

উলামায়ে কেরাম ও বড়দের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা

ঘটনা : ২১

সমকালীন উলামায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধা

হাদীসসম্রাট সুফিয়ান ছাওরী রহ. ও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাঝে একসময় কিছুটা মনোমালিন্য ছিল। এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা

রহ.-এর নিকট এসে বললেন, সুফিয়ান ছাওরী আপনার সমালোচনা করছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ও সুফিয়ান ছাওরীকে ক্ষমা করুন। এটা বাস্তব সত্য যে, ইবরাহীম নাখঈ রহ. জীবিত থাকতেই যদি সুফিয়ান ছাওরী দুনিয়া থেকে বিদায় নিতেন তবুও মুসলমানদের সুফিয়ানের জন্য শোক পালন করা লাগত। *-সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৬১

ঘটনা : ২২

বড়দের মতভেদপূর্ণ বিষয়ে ছোটদের নিরাপদ পন্থা

এক ব্যক্তি হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর পারস্পরিক এখতেলাফ এবং সিফফিন-যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে বললেন,

'যখন আমাকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে দাঁড়াতে হবে তখন তাদের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আমাকে কেবল জিজ্ঞাসা করা হবে আমি আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মেনেছি কি না? অতএব আমার উচিত সেই জিজ্ঞাসার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকা।' *-মালফূযাতে আবূ হানীফা রহ.*, পৃ. ০৭

ঘটনা : ২৩

সমকালীন উলামায়ে কেরামকে হাদিয়া প্রদান

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভ্যাস ছিল সমকালীন উলামায়ে কেরামকে প্রচুর পরিমাণ হাদিয়া-তোহফা দেওয়া। তিনি ব্যবসা করতেন, ব্যবসার পণ্য-দ্রব্যাদি বাগদাদে পাঠাতেন। এতে যা মুনাফা হতো তা দ্বারা নিজ প্রয়োজন মেটানোর পর বাকিটুকু নিজ উস্তাদ, উলামায়ে কেরাম এবং অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের খেদমতে পেশ করে বলতেন, এগুলো দিয়ে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন পুরণ করুন এবং কেবল আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন। কারণ, আমি আমার মাল থেকে কিছুই পেশ করিনি। এগুলো সবই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ, যেগুলো তিনি আমার মাধ্যমে আপনাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

ইমাম ওয়াকী বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, দীর্ঘ ৪০ বছর যাবৎ আমার এটা অভ্যাস ছিল যে, চার হাজারের অধিক দিরহামের

মালিক হলে চার হাজারের অতিরিক্তটুকু দান করে দিতাম। নিজের কাছে শুধু চার হাজার দিরহাম জমা রাখতাম। কেননা, হযরত আলী রাযি. বলেছেন, এক বছর জীবিকানির্বাহের জন্য চার হাজার বা তারচেয়ে কম দিরহামই যথেষ্ট। যদি ব্যবসায় টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন না থাকত, তাহলে একটি দিরহামও নিজের কাছে জমা রাখতাম না।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. অধিক পরিমাণে দান-দক্ষিণা করতেন। তিনি যা উপার্জন করতেন তা হতে কিছু অবশ্যই আল্লাহর রাস্তায় দান করতেন। একবার তিনি আমার নিকট এত অধিক পরিমাণ হাদিয়া পাঠালেন যে, আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে তাঁর এক শাগরিদের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি বললেন, সাঈদ ইবনে আবী আরুবাকে তিনি যেই পরিমাণ হাদিয়া দিয়েছিলেন সেটা দেখলে তো আপনি হতবাক হয়ে যেতেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভ্যাস ছিল কোনো মুহাদ্দিসকে ইহসান না করে ছাড়তেন না। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৪

বড়দের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সম্মান

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মর্যাদায় আলকামা শ্রেষ্ঠ ছিলেন নাকি আসওয়াদ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি নিজেকে এটার উপযুক্ত মনে করি না যে, দুআ ও ইসতেগফার ব্যতীত তাদের নাম উচ্চারণ করব। তাদের একজনকে অপরজনের ওপর কীভাবে প্রাধান্য দেব। *-মালফুযাতে আবূ হানীফা রহ.*, পৃ. ০৫

ঘটনা : ২৪
পবিত্র কুরআনের তাযীম

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পুত্র হাম্মাদ পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহা শেখা শেষ করলে তিনি হাম্মাদের উস্তাদকে পাঁচশো দিরহাম হাদিয়া দিলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তাকে দিয়েছিলেন এক হাজার দিরহাম। এত মোটা অঙ্কের হাদিয়া দেখে হাম্মাদের উস্তাদ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, আমি এমন কী করেছি যার বিনিময়ে আমাকে এত অধিক পরিমাণে হাদিয়া দেওয়া হলো? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আপনি আমার ছেলেকে যা শিক্ষা দিয়েছেন সেটাকে কখনো

তুচ্ছ মনে করবেন না। আল্লাহর কসম! যদি আমার কাছে এর চাইতে আরও অধিক দিরহাম থাকত, তাহলে পবিত্র কুরআনের সম্মানে সেগুলো সব আপনার জন্য হাদিয়া দিতাম। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৩

ঘটনা : ২৫
নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য পরে

দুনিয়াতে অভাবগ্রস্তদের সাহায্যকারী অনেকেই আছেন। কিন্তু এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম যারা নিজেদের প্রয়োজনের ওপর উলামায়ে কেরামের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দেন।

মিসআর ইবনে কিদাম রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজ পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেন ঠিক সে পরিমাণ অর্থই উলামায়ে কেরামের জন্য ব্যয় করতেন। যখন নিজের জন্য কোনো কাপড় ক্রয় করতেন তখনো এমন করতেন এবং যখন নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য কোনো খাদ্যবস্তু ক্রয় করার প্রয়োজন হতো তখন প্রথমে তিনি উলামা-মাশায়েখের জন্য তা খরিদ করতেন। তারপর নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য। -*উকূদুল জুমান*, পৃ. ২২৪

দানশীলতা

ঘটনা : ২৬
ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছাত্রকে দান করলেন ১০ হাজার রুপি

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন বড় দানশীল এবং উদার। ছাত্রদের প্রতি ছিলেন অধিক দয়ালু ও কল্যাণকামী। অভাবগ্রস্তদের বিবাহ করিয়ে তাদের সব খরচ বহন করতেন। প্রত্যেকের মর্যাদা অনুপাতে হাদিয়া পাঠাতেন। একদিন এক ছাত্রকে ছেঁড়া কাপড় পরা দেখে তাকে মজলিস শেষে বসতে বললেন। সবাই চলে গেলে তাকে কাছে ডেকে বললেন, এই জায়নামাযের নিচে যা আছে তা সব নিয়ে যাও। সে জায়নামায উঠাতেই দেখল তার নিচে রয়েছে ১০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৩

ঘটনা : ২৭

আল্লাহ্ তাআলা নিজ নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভ্যাস ছিল তাঁর শাগরিদদের কাউকে দরিদ্র ও অসহায় দেখলে মজলিস শেষে তাকে বসতে বলতেন। সবাই চলে গেলে তাকে ডেকে আর্থিক সাহায্য করতেন। একদিন এক ছাত্রকে পুরোনো ও ছেঁড়া কাপড় পরা অবস্থায় দেখে তাকে মজলিস শেষে বসে থাকার নির্দেশ দিলেন। সবাই চলে গেলে বললেন, এই জায়নামাযের নিচে রৌপ্যমুদ্রা রাখা আছে, এগুলো নিয়ে যাও এবং তোমার অবস্থা পরিবর্তন করো।

সে বলল, হযরত, আমি অনেক সচ্ছল। প্রচুর নিয়ামত ও আরাম আয়েশের মাঝে জীবন যাপন করি। আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার কথা শুনে বললেন, তোমার কি এই হাদীস জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

অর্থ : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার ওপর নিজ নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন। -*মুসতাদরাক লিল হাকীম*, ৫/৪০৬৩

তোমার যখন অর্থ-সম্পদ রয়েছে, তাহলে নিজের অবস্থা পরিবর্তন করো। যাতে তোমার প্রিয়জনেরা তোমার অসহায় অবস্থা দেখে পেরেশান না হয়। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৭৮

ঘটনা : ২৮

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মজলিস হৃদয়জগতে বিপ্লব ঘটাল

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ছাত্রজীবনের অবস্থা বর্ণনা করেন—আমি বেশ অভাব-অনটনের মধ্য দিয়েই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট ইলম অর্জন করতে থাকি। একদিন আমার পিতা আমাকে তাঁর মজলিস থেকে উঠিয়ে নিয়ে যান এবং বললেন, আবূ হানীফা অর্থনৈতিকভাবে অনেক সচ্ছল। আর তুমি ভীষণ অভাবী। নিজেকে তাঁর সমান ভেবো না। এরপর আমি তাঁর মজলিসে যাওয়া ছেড়ে দিই।

কিছুদিন পর তিনি বিভিন্নজনের কাছে আমার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। এটা শুনে আমি পুনরায় তাঁর মজলিসে হাজির হই। তিনি অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে বললাম, অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছি। তিনি আমাকে মজলিস শেষে বসতে বললেন। সকলেই চলে গেলে আমাকে মুদ্রাভর্তি একটি থলে দিয়ে বললেন, এ থেকে নিজ প্রয়োজনে খরচ করো এবং দরসে নিয়মিত উপস্থিত থাকো। এগুলো শেষ হলে আমাকে জানাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, সেই থলেটিতে ছিল একশো রৌপ্যমুদ্রা। কিছুদিন পর এগুলো শেষ না হতেই তিনি আমার কাছে পাঠালেন আরেকটি থলে। এভাবেই তা জারি থাকল। আমি স্বাচ্ছন্দ্যে ইলম শিক্ষা করতে থাকি এবং ঈদের দিনগুলো ছাড়া দীর্ঘ ১৭ বছর আমি তাঁর খেদমতে কাটাই।

কবি কী সুন্দর বলেছেন :

کسی کی بزم نے دنیائے دل بدل ڈالی ☆ خودی کے ساتھ گیا بے خودی کے ساتھ آیا

অর্থ : কারও ছোঁয়ায় হৃদয়টা মোর তুমুল বাজা বাজল
গর্বভরা হৃদয়ে গেলেও খর্ব হয়েই ফিরল।

-*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৬৫

ঘটনা : ২৯
মুহূর্তেই মাফ করে দিলেন চার হাজার দিরহাম

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. পথে চলছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁকে দেখামাত্র নিজেকে আড়াল করে নিল এবং লুকিয়ে আরেক রাস্তায় চলতে লাগল। এটা টের পেয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন করলে কেন?

সে বলল, আপনি আমার কাছে চার হাজার দিরহাম পাবেন। অভাবের কারণে সেই ঋণ এখনো পরিশোধ করতে পারিনি। এ কারণে আপনার মুখোমুখি হতে লজ্জা পাই।

দান-দক্ষিণার সেই মূর্তপ্রতীক তার ওযর শুনতেই মাফ করে দিলেন চার হাজার দিরহামের ঋণ। বললেন, ভবিষ্যতে আমার কারণে নিজেকে

লুকিয়ে চলবে না। আমার পক্ষ থেকে তোমার অন্তরে যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দাও। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৫

ঘটনা : ৩০

একাই পরিশোধ করে দিলেন চার হাজার দিরহামের ঋণ

ইবরাহীম ইবনে উতবা চার হাজার দিরহাম শোধ করতে না পারার কারণে গ্রেপ্তার হলেন। তাকে মুক্ত করতে ভাইয়েরা মানুষের দুয়ারে চাঁদা ওঠাতে ওঠাতে আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট গেলে তিনি বললেন, মানুষের কাছে থেকে সংগৃহীত সকল অর্থ ফেরত দিয়ে দাও। তিনি একাই ঋণের সমুদয় অর্থ পরিশোধ করে দিলেন। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৬

ঘটনা : ৩১

ঋণ পরিশোধের আরেকটি ঘটনা

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এক হজের সফরে আবদুল্লাহ সাহমী রহ.-এর সঙ্গে ছিলেন। হঠাৎ এক বেদুঈন তাঁকে পাকড়াও করে সামনে এসে বলল, তার কাছে আমার অনেক টাকা পাওনা রয়েছে কিন্তু সে তা শোধ করছে না। আবূ হানীফা রহ. জিজ্ঞাসা করলেন কত পাবে? সে বলল, ৪০ দিরহাম। তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, মানুষের আত্মসম্মানবোধ কোথায় গেল। এত সামান্য টাকার জন্য এত বড় অপমান! তারপর তিনি নিজের থেকে তা আদায় করে দিলেন। *-সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৬০

ঘটনা : ৩২

একটি হাদীসের কারণে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ত্যাগ

একদিন এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে কিছু হাদিয়া পেশ করলে বিনিময়ে তিনি তাকে হাদিয়া দিলেন তার কয়েকগুণ। সে বলল, আপনি আমাকে এত অধিক পরিমাণ হাদিয়া দেবেন এটা জানলে আমার এ তুচ্ছ হাদিয়া আপনার খেদমতে পেশ করতাম না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এটা উচিত নয়। কারণ, ফযিলত প্রথম আগমনকারীর জন্য। তুমি কি এ হাদীস শোনোনি যে, 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কেউ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করলে তার বিনিময় দাও। কিছু না দিতে পারলে কমপক্ষে তার প্রশংসা করো।'

তারপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এ হাদীস আমার নিকট আমার যাবতীয় মালিকানাধীন বস্তু অপেক্ষা প্রিয়। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৬

ঘটনা : ৩৩

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রতিপালনে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ছিলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শ্রেষ্ঠ শাগরিদদের একজন। ইমাম আবূ হানীফার পর তিনিই ফিকহে হানাফীর বড় ইমামের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তাঁর জ্ঞান-গবেষণার সিংহভাগই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অবদান। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর স্বভাব-চরিত্র এবং তাঁর অভ্যাসগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. কাউকে কিছু হাদিয়া দেওয়ার পর সে তাঁর প্রশংসা এবং শুকরিয়া করলে তিনি খুব রাগ করতেন এবং বলতেন, তুমি আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করো। এগুলো তাঁর প্রদত্ত রিযিক। তিনি তোমার জন্য আমার হাতে এগুলো দান করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, দীর্ঘ বিশ বছর পর্যন্ত ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন আমার ও আমার পরিবারের ভরণপোষণের জিম্মাদার। একদিন আমি তাঁকে বললাম, আপনার চাইতে বড় দানশীল আর কাউকে দেখিনি। তিনি বললেন, 'আমার উস্তাদ হাম্মাদকে দেখলে তোমার কী অবস্থা হতো! আমি তাঁর চেয়ে উত্তম গুণাবলির অধিকারী আর কাউকে দেখিনি।' মানুষেরা বলত, আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে ইলম, আমল, তাকওয়া, দান-দক্ষিণা এবং কুরআনী আখলাক দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৫

ঘটনা : ৩৪

কোনো ফকীহ দরিদ্র থাকতে পারেন না

হযরত হাসান ইবনে যিয়াদ ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিশিষ্ট শাগরিদদের একজন। তিনি আবূ হানীফা রহ.-এর দরসে শরীক

হলে তার পিতা ইমাম আবূ হানীফার নিকট অভিযোগ করল যে, আমার কয়েকজন কন্যাসন্তান রয়েছে, তাদের ভরণপোষণ এবং সংসারের আয়-উপার্জনের জন্য হাসান ছাড়া আমার আর কেউ নেই। আমি তাকে নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় ভুগছি।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাসানকে ডেকে বললেন, তোমার পিতা তোমার ব্যাপারে দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। তুমি আমার নিকট থেকে যাও। আমি আজ পর্যন্ত কোনো ফকীহকে দরিদ্র অবস্থায় দেখিনি। এরপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাসান ইবনে যিয়াদের জন্য নির্ধারিত অজিফা জারি করে দিলেন। যা তার লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৬৪

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিনয়

ঘটনা : ৩৫

আমাকে সরদার বানানোর অর্থ হলো আমার প্রতি জুলুম করা

এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার উত্তর দিলেন। উত্তর শুনে অপর এক ব্যক্তি বলল, যতদিন পর্যন্ত কূফা শহরে আপনার উপস্থিতি থাকবে ততদিন পর্যন্ত তাতে নিরাপত্তা বিরাজ করবে। তার কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এই কবিতা পাঠ করলেন :

خَلَتِ الدِّيَارُ فَسُدْتُّ غَيْرَ مُسَوَّدِ

وَ مِنَ الْعَنَاءِ تَفَرُّدِيْ بِالسُّؤْدَدِ

অর্থ : দুনিয়া সরদারশূন্য হয়ে পড়েছে ফলে আমাকে সরদার বানানো হয়েছে।

অথচ আমাকে সরদার বানানোর অর্থ হলো আমার প্রতি জুলুম করা।

-*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৫২

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দুনিয়াবিমুখতা

ঘটনা : ৩৬

কাজীর পদ গ্রহণ না করার এক চমৎকার কৌশল

একবার খলীফা মানসুর কাজীর দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেশ্যে কয়েকজন আলেমকে তার দরবারে উপস্থিত করলেন। সেখানে ছিলেন সুফিয়ান ছাওরী, মিসআর, শরীক ও আবূ হানীফা রহ.। তাঁরা সকলেই চাইলেন এ দায়িত্ব গ্রহণ না করতে। সুফিয়ান, মিসআর ও আবূ হানীফা পরস্পর পরামর্শ করলেন, যেকোনো উপায়ে এ বিপদ থেকে বাঁচতে হবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আমি কোনো কৌশলে বেঁচে যাব, সুফিয়ান ইস্তিঞ্জার জন্য গিয়ে সেখান থেকে পালাবে আর মিসআর পাগলের বেশ ধরবে। অবশেষে শরীককেই নিয়োগ দেওয়া হবে কাজীর পদে।

দরবারে প্রবেশ করতেই সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, ইস্তিঞ্জার জন্য আমাকে বাইরে যেতে হবে। খলীফা তাঁর সঙ্গে একজন সিপাহী পাঠালেন। তিনি চলতে চলতে সমুদ্রের কিনারে অবস্থিত একটি দেয়ালের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। ঘটনাক্রমে সেখান দিয়ে একটি নৌকা অতিক্রম করছিল। তিনি নৌকার আরোহীদের উদ্দেশ্য করে বললেন, এই দেয়ালের পেছনে এক ব্যক্তি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে।[১] দয়া করে আমাকে নৌকায় আরোহণের সুযোগ দিন। নৌকার যাত্রীরা তাঁকে নৌকায় তুলে লুকিয়ে চলতে লাগল। একপর্যায়ে সেই সিপাহীর পাশ দিয়েই নৌকাটি অতিক্রম করল। কিন্তু সে বুঝতে পারল না যে, তাতেই তার আসামি লুকায়িত।

সুফিয়ান ছাওরীর আসতে বিলম্ব হলে সিপাহী তাঁকে ডাকতে লাগল কিন্তু কোনো উত্তর নেই। অনেক তালাশের পরও কোনো হদিস পাওয়া গেল না সুফিয়ানের। অবশেষে সে নিরাশ হয়ে ফিরে এল তার

---

১. হয়তো তিনি এ কথার দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের দিকে ইঙ্গিত করলেন আর তা হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّيْنٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْدَاوُدَ অর্থ : যাকে কাজী বানানো হলো, তাকে যেন ছুরি ছাড়াই জবেহ করে দেওয়া হলো। (*তিরমিযী*, আহকাম পর্ব, *আবু দাউদ*, কিতাবুল কাযা)

অফিসারের কাছে। বিষয়টি শুনে অফিসার তার প্রতি চরম ক্ষুব্ধ হলো। তাকে ভীষণ গালমন্দ শুরু করল।

বাকি তিনজন খলীফার কাছাকাছি পৌঁছলে মিসআর খলীফার সঙ্গে মুসাফাহা করে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি কেমন আছেন? আপনার দাসীগুলোর অবস্থা কী? চতুষ্পদ জন্তুগুলো কেমন আছে? হে আমিরুল মুমিনীন, আমাকে কাজীর পদে নিয়োগ দিন। তার পাশ থেকে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, এ তো দেখি পাগল। খলীফা বললেন, তুমি ঠিক বলেছ। তাকে এখান থেকে বের করে দাও।

তারপর আবূ হানীফা রহ.-কে ডাকা হলো। তিনি খলীফার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি রেশমি কাপড় বিক্রেতা সাবিতের পুত্র নুমান। কূফাবাসী এটা কখনো মেনে নেবে না যে, একজন রেশমি কাপড় বিক্রেতা হবে তাদের বিচারক। খলীফা বললেন, তুমি সত্যই বলেছ।

অবশেষে শরীক রহ. অগ্রসর হলেন এবং তিনিও কিছু ওযর পেশ করলেন খলীফার সামনে। তখনই শুরু হলো উভয়ের মাঝে এক আকর্ষণীয় বাকযুদ্ধ।

মানসুর : চুপ থাকো। তুমি ছাড়া আর কে বাকি আছে? তোমার দায়িত্ব তুমিই গ্রহণ করো।

শরীক : আমার মধ্যে ভুলে যাওয়ার প্রবণতা খুব বেশি।

মানসুর : লুবান (একজাতীয় আঠা যা আগুনের মধ্যে রাখলে তা থেকে সুগন্ধি বের হয়) চিবিয়ে খাবে।

শরীক : আমার মেধা খুব দুর্বল।

মানসুর : কোর্ট-কাচারিতে যাওয়ার পূর্বে ফালুদা বানিয়ে খাবে। (দই, বরফ, জেলি ও চিনির সংমিশ্রণে তৈরি একপ্রকার পানীয়)

শরীক : প্রত্যেক আসামির ওপর কর্তৃত্ব চালাব?

মানসুর : আমার ছেলে হলে তার ওপরও চালাবে তোমার কর্তৃত্ব।

এ দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরপর্বের পর অবশেষে শরীক রহ.-ই গ্রহণ করলেন কাজীর দায়িত্ব। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০৫

ঘটনা : ৩৭
সারা মাসের খরচ মাত্র দুটি দিরহাম

একদিন এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, আপনার সম্মুখে দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ পেশ করলে আপনি তা কবূল করেন না কেন? অথচ আপনার পরিবার আছে এবং অর্থ-সম্পদের প্রয়োজনও রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আমার পরিবার-পরিজনের জিম্মাদার হলেন আল্লাহ তাআলা। আমার মাসিক খরচ মাত্র দুটি দিরহাম। যখন সন্তানদের আনুগত্য ও নাফরমানী সম্পর্কে আমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তাদের জন্য অর্থ-সম্পদ জমা করার মধ্যে কী ফায়দা? আর আল্লাহ তাআলার রিযিক তাঁর বাধ্য ও অবাধ্য উভয়প্রকার বান্দার জন্যই সকাল-সন্ধ্যায় নাযিল হয়। তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন :

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

অর্থ : আসমানেই রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়। –সূরা যারিয়াত (৫১) : ২৩ –*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯৯

ঘটনা : ৩৮
রাজা-বাদশাদের জবানে তাঁর বেনিয়াযী

খলীফা মানসুর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে একাধিকবার ৩০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা হাদিয়া দেন। একবার এই পরিমাণ হাদিয়া দেওয়ার সময় আবূ হানীফা বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, বাগদাদে আমি একজন অপরিচিত ব্যক্তি। আমার কাছে অনেক মানুষের আমানত রয়েছে। কোনো সংরক্ষিত জায়গাও আমার নেই। অতএব দয়া করে এই রৌপ্যমুদ্রাগুলো বাইতুল মালে রেখে দিন। খলীফা মঞ্জুর করলেন তাঁর এ প্রস্তাব।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের পর বাইতুল মাল থেকে সকলের আমানত বের করা হলো। দেখা গেল খলীফা মানসুরের সেই হাদিয়াকৃত রৌপ্যমুদ্রাগুলো আপন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাতে হাত পর্যন্ত লাগাননি। এটা দেখে খলীফা মানসুর

বললেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. তো অসাধারণ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। আমার মুদ্রাগুলো তিনি আমাকেই ফেরত দিয়ে গেছেন।

খাজা ইবনে মুসআব রহ. উল্লেখ করেছেন, একবার খলীফা মানসুর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে ১০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা হাদিয়াপ্রদানের ঘোষণা দিলেন। তিনি চিন্তা করলেন হাদিয়া ফেরত দিলে খলীফা অসন্তুষ্ট হবেন। আবার খলীফার হাদিয়া নেওয়াটাও তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। অবশেষে তিনি আমার নিকট পরামর্শ চাইলে আমি বললাম, খলীফার দৃষ্টিতে এটা অনেক বড় অঙ্কের হাদিয়া। অতএব তিনি আপনাকে এগুলো গ্রহণের আহ্বান জানালে আপনি বলবেন, আমিরুল মুমিনীনের নিকট এত স্বল্প পরিমাণ হাদিয়ার আশা করিনি। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তা-ই করলেন। এতে খলীফা রাগান্বিত হয়ে তার হাদিয়া ফেরত নিলেন। খাজা ইবনে মুসআব বলেন, এরপর থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রত্যেক বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

کہاں سے تونے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی
کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا

কার কাছে শিখেছ হে ইকবাল এই দরবেশী
রাজা-বাদশাদের মুখে শুনি তোমার বেনিয়াযী।

-*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৪৫

ধৈর্য ও সহনশীলতা

ঘটনা : ৩৯

ধৈর্য ও সহনশীলতার এক মূর্তপ্রতীক

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. কূফার জামে মসজিদে দরস দিচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় মসজিদের এক কোনায় দাঁড়িয়ে এক ব্যক্তি তাঁকে গালমন্দ করা শুরু করল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর কোনো কথার উত্তর না দিয়ে দরসদান অব্যাহত রাখলেন। ছাত্রদেরও নিষেধ করলেন তার প্রতিবাদ জানাতে। দরস শেষে তিনি বাড়ির দিকে রওনা

হলে সেও গালমন্দ করতে করতে চলল তাঁর পিছে পিছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ঘরের দরজায় পৌঁছে তাকে বললেন, এটা আমার ঘরের দরজা। যদি এখনো তোমার কথা বাকি থাকে নির্বিঘ্নে ভেতরে প্রবেশ করে তা শেষ করো। এ কথা শুনে সে ব্যক্তি চরম লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮১

ঘটনা : ৪০

অশ্লীল ভাষার গালিগালাজ সহ্য করলেন তবু হাদীস ছাড়লেন না ইমাম আবূ হানীফা

আবদুর রাজ্জাক সান'আনী রহ. বর্ণনা করেন, আমি আবূ হানীফা রহ.-এরচেয়ে অধিক সহনশীল আর কাউকে দেখিনি। একবার আমরা তাঁর সঙ্গে মসজিদে খাইফে বসে ছিলাম। হঠাৎ বসরার এক হাজী সাহেব সেখানে উপস্থিত হয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার উত্তর দিলে সে বলল, এ মাসাআলার সমাধানে হযরত হাসান বসরী এরূপ বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, হাসান বসরী ভুল করেছেন। এটা শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল উপস্থিত আরেকজন। অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ শুরু করল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে। আপত্তি ও অবজ্ঞার সুরে বলল, আপনি কীভাবে এটা বললেন যে, হাসান বসরী ভুল করেছেন! তার এ কথা শোনামাত্র মারাত্মক ক্ষুব্ধ হলো উপস্থিত মানুষেরা। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সবার মাঝে প্রতিশোধের আগুন। একপর্যায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল সকলেই লোকটির ওপর। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহ. বাধা দিলেন। শেষে সম্পূর্ণ শান্তস্বরে বললেন, এ মাসআলার সমাধানে হযরত হাসান বসরীর ভুল হয়ে গেছে। আমার মতের সমর্থনে রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীস, যা তাঁর থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮১

ঘটনা : ৪১
নিন্দার কুফল অনেক দিন পর্যন্ত থাকে

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এক প্রতিপক্ষ তাঁর সঙ্গে তর্ক শুরু করল। একপর্যায়ে সে ইমাম আবূ হানীফাকে বলল, হে বেদআতী (ইসলামের নামে কুপ্রথা আবিষ্কারকারী) যিনদীক (নাস্তিক)।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। নিশ্চয় তিনি জানেন তুমি ভুল করছ। আল্লাহর পরিচয়লাভের পর আমার আর কোনো কিছুর পরোয়া নেই। তবে আমি তাঁর ক্ষমার আশাবাদী এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করি।

সে তখন বলল, আমাকে ক্ষমা করুন। আবূ হানীফা রহ. বললেন, কোনো জাহেল ব্যক্তি আমাকে যা-ই বলুক আমি তাকে ক্ষমা করে দিই। কিন্তু কোনো আলেম আমার ব্যাপারে মিথ্যা ও অবাস্তব কিছু বললে তার বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ। কারণ, নিন্দার কুফল উলামায়ে কেরামের ওপর অনেকদিন পর্যন্ত থাকে। *-মালফুযাতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.*, পৃ. ০৪

ঘটনা : ৪২
ধৈর্যের শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.

খলীফা মানসুর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে কাজীর দায়িত্বপালনের জন্য তলব করেন। তার ইচ্ছা ছিল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে প্রধান বিচারপতি বানাবেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। ফলে খলীফা শপথ করে বললেন, এ দায়িত্ব কবূল না করলে আপনাকে কারাগারে আবদ্ধ করে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপরও তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁকে কারাবন্দী করে এই ঘোষণা দেওয়া হলো যে, কারামুক্তির ইচ্ছা থাকলে কাজীর পদ গ্রহণ করুন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. একইভাবে অস্বীকার করতে থাকলেন। যখন খলীফা দেখলেন যে, কোনোভাবেই তিনি এ দায়িত্বগ্রহণে রাজি নন, তখন তাকে জেলখানা থেকে বের করে প্রতিদিন ১০টি করে কোড়া মারার নির্দেশ দিলেন। এবং হাট-বাজারে ও জনসম্মুখে বিষয়টি প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। তাঁকে জেলখানা থেকে বের করে এমনভাবে কোড়া মারা হয়

যে, তাঁর উভয় পায়ের টাখনু পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। এবং ওই অবস্থায় হাট-বাজারে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাঁকে অপদস্থ করা হয়।

তারপর পুনরায় তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ রেখে অল্প অল্প খাবার দিয়ে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণা দেওয়া হয়। একাধারে দশদিন পর্যন্ত এই অবস্থাতেই অতিবাহিত হয়। ধৈর্যের শেষ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. আল্লাহ পাকের সমীপে দুআ ও ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। এ অবস্থাতেই পঞ্চম দিনে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে তাঁর সামনে বিষের পেয়ালা পেশ করায় তিনি তা পান করতে অস্বীকার করে বলেন, পেয়ালাতে কী রয়েছে তা আমি ভালো করেই জানি। আমি নিজেকে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারীর সাহায্য করতে রাজি নই। ফলে তাঁকে জোরপূর্বক বিষ পান করিয়ে হত্যা করা হয়। সকল ঐতিহাসিক এ ব্যাপারে একমত যে তিনি ১৫০ হিজরীতে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৬১-১৬৩

কোমলতা

ঘটনা : ৪৩

ইমাম ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন ছাত্রদের প্রতি সহানুভূতিশীল

ওয়ালিদ ইবনে কাসিম বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন স্বভাবগত দানশীল। নিজ ছাত্রদের প্রতি যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। এবং তাদের প্রতি ছিলেন অধিক সহানুভূতিশীল।

কাসিম রহ. বলেন, ছাত্রদের প্রতি কোনো উস্তাদের ততটুকু খেয়াল ছিল না যতটুকু ছিল ইমাম আবূ হানীফার। কোনো ছাত্রের শরীরে মাছি বসাও তিনি বরদাশত করতে পারতেন না।

একবার তাঁর এক শাগরিদ ছাদের ওপর থেকে পড়ে গেল। এটা শুনে তিনি এত জোরে চিৎকার দিলেন যে, মসজিদে অবস্থানকারী সকলেই শুনতে পেল সেই আওয়াজ। তারপর তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় খালি

পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, যদি এ বিপদ সরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো, তাহলে অবশ্যই তা সরিয়ে নিতাম। শাগরিদ সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তিনি সকাল-বিকাল তাকে দেখতে যেতেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৩৯

বীরত্ব ও সাহসিকতা

ঘটনা : ৪৪

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বাহাদুরী

রবী বলেন ইরাকের গভর্নর ইবনে হুবাইরা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে বাইতুল মাল দেখাশোনার দায়িত্বগ্রহণের আবেদন জানালে তিনি তা অস্বীকার করলেন। ফলে তাঁকে নির্মমভাবে কোড়া মারা হলো। বিস্তারিত ঘটনা নিম্নরূপ :

বনু উমাইয়ার সর্বশেষ খলীফা মারওয়ান ইবনে মুহাম্মাদের পক্ষ থেকে ইরাকের গভর্নর ছিলেন ইবনে হুবাইরা। ইরাকে ফিতনা শুরু হলে তিনি সেখানকার ফুকাহায়ে কেরামকে ডেকে এক একজনকে এক একটি দায়িত্ব অর্পণ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে এই দায়িত্বগ্রহণের প্রস্তাব দিলেন যে, তাঁর কাছে থাকবে ইবনে হুবাইরার সীলমোহর, যা ছাড়া কোনো ফায়সালাই কার্যকর হবে না। সেই সঙ্গে বাইতুল মাল থেকে কোনো টাকা-পয়সাও ইমামের দস্তখত ছাড়া বের হতে পারবে না। এ দায়িত্বগ্রহণে ইমাম আবূ হানীফা রহ. অস্বীকৃতি জানালে ইবনে হুবাইরা তাঁকে কসম দিয়ে বললেন, আপনি এ দায়িত্ব গ্রহণ না করলে হুকুমতের পক্ষ থেকে আপনাকে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। ইরাকের ফুকাহায়ে কেরাম তাঁকে বললেন, আপনি নিজেকে ধ্বংসের মধ্যে ফেলে দেবেন না। আমরা নিজেরাও এটা পছন্দ করি না। অতএব দয়া করে আমাদের ন্যায় বাধ্য হয়েই এ দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তারপরও দায়িত্বগ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন। এবং বললেন, খলীফা আমাকে মসজিদের দরজাগুলো গণনা করার দায়িত্ব দিলেও আমি তা গ্রহণ করব না। সুতরাং এত বড় দায়িত্ব কীভাবে

পালন করতে পারি। কারণ এ দায়িত্ব গ্রহণ করলে কখনো আমার নিকট চিঠি আসবে এই মর্মে যে, অমুক মুসলমান হত্যা করা হবে অতএব আপনি আপনার সীল মেরে দিন। আল্লাহর কসম! আমি কখনো নিজেকে এ ধরনের বিপদে জড়াতে চাই না।

এ দায়িত্ব গ্রহণ না করার কারণে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে দু-সপ্তাহ জেলখানায় বন্দী রাখা হয়। এবং চৌদ্দটি কোড়া মারা হয়। তারপর তাঁকে নানারকম শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়। এই অস্বাভাবিক নির্যাতন দেখে এক ব্যক্তি ইবনে হুবাইরাকে বলল, এভাবে শাস্তি দিলে তো তিনি মারা যাবেন। ইবনে হুবাইরা বলল, তাঁকে বলো আমার কসম থেকে আমাকে মুক্ত করতে। তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব কবূল করতে। সে বলল, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বক্তব্য হলো, যদি আমাকে খলীফা এই দায়িত্ব দেন যে, মসজিদের দবজাগুলো গণনা করো, আমি সেটাও করব না। আমাকে ছেড়ে দিন আমি আমার ভাইদের সঙ্গে এ ব্যাপারে পরামর্শ করব। এটা শুনে ইবনে হুবাইরা তাঁর মুক্তির ফায়সালা দিলেন। কারামুক্তি পেয়ে তিনি ১৩০ হিজরীতে মক্কায় গমন করে সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। বনু উমাইয়্যার খেলাফতকাল শেষ হলো। আব্বাসী খেলাফত শুরু হলো। ইমাম আবূ হানীফা রহ. কূফাতে তাশরীফ আনলেন। তখন ছিল খলীফা মানসুরের যুগ। মানসুর তাঁকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন।

একবার তিনি ১০ হাজার রৌপ্যমুদ্রা এবং একটি দাসী ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে হাদিয়াপ্রদানের নির্দেশ দিলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

আল্লামা খতীব বাগদাদী রহ. উল্লেখ করেছেন, ইবনে হুবাইরার ইচ্ছা ছিল আবূ হানীফা রহ.-কে কূফার গভর্নর নিযুক্ত করা। কিন্তু তিনি তাতে রাজি না হওয়ায় ইবনে হুবাইরা তাঁকে প্রতিদিন ১০টি করে মোট ১১০টি কোড়া মারেন। তারপরও তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। তাঁর প্রবল অস্বীকৃতিতে নিরাশ হয়ে ইবনে হুবাইরা অবশেষে তাঁকে মুক্ত করে দেন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ইবনে হুবাইরার কাজীর পদ গ্রহণের আবেদন তিনি অস্বীকার করেন। ফলে তাঁকে জেলখানায় আবদ্ধ করে বলা হয়, খলীফা কসম করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত কাজীর পদ গ্রহণ না করবেন,

ততক্ষণ জেলখানা থেকে মুক্তি হবে না। ইবনে হুবাইরা একবার বিল্ডিং-নির্মাণের ইচ্ছে করলে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে ইট গণনার দায়িত্ব অর্পণ করতে চাইলেন। তখন তিনি শপথ করে বললেন, যদি আমাকে মসজিদের দরজাগুলো গণনার চাকরি দেওয়া হয় তবুও তা করব না।

কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, প্রশাসনের কোড়ার আঘাত আমাকে যতটা কষ্ট দিয়েছে তারচেয়ে ঢের বেশি কষ্ট দিয়েছে আমার মায়ের পেরেশানি। আমার নিকট তাঁর পেরেশানির কষ্ট ছিল কোড়ার আঘাতজনিত কষ্টের তুলনায় অনেক বেশি।

বর্ণিত আছে যে, ইবনে হুবাইরাকে স্বপ্নে দু-জাহানের সরদার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমার অন্তরে কি আল্লাহর ভয় নেই? আমার উম্মতের এক সম্মানিত ব্যক্তিকে বিনা অপরাধে কষ্ট দিচ্ছ! এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আরও অনেক তিরস্কার করেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে মুক্তি দিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চান।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ. কুরআন মাখলুক হওয়া না-হওয়ার মাসআলায় জেলখানায় আবদ্ধ হন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হলে তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কথা স্মরণ করে তাঁর জন্য রহমতের দুআ করেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৫২-১৫৫

ঘটনা : ৪৫

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সততা ও নির্ভীকতা

একবার খলীফা মানসুর ও তাঁর স্ত্রী হাররা বেগমের মাঝে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। স্ত্রীর অভিযোগ খলীফা তার প্রতি ইনসাফ করেন না। খলীফা বললেন, একজন সালিস নিযুক্ত করো। তিনি আবূ হানীফা রহ.-কে সালিশ বানানোর প্রস্তাব দিল। সঙ্গে সঙ্গে খলীফা তাঁকে উপস্থিত করলেন। ইমামের ফায়সালা নিজ কানে শুনতে খলীফার স্ত্রী পর্দার কাছাকাছি এসে বসলেন। আলোচনা শুরু হলো :

খলীফা : শরীয়তের দৃষ্টিতে একজন পুরুষ কতজন নারীকে বিবাহ করতে পারে?

আবূ হানীফা : চারজন।

খলীফা : (স্ত্রীকে সম্বোধন করে) শুনলে তো?

খলীফার স্ত্রী : জি হ্যাঁ, শুনেছি।

আবূ হানীফা : তবে এটা তার জন্য যে ইনসাফ করতে সক্ষম। নতুবা একের অধিক বিবাহ উচিত নয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً

অর্থ : আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে, তাদের মাঝে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না তবে একটিই। -সূরা নিসা (০৪) : ০৩

এ কথা শুনে খলীফা চুপ হয়ে গেলেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বাড়ি চলে গেলে খলীফার স্ত্রী নিজ খাদেমের মারফতে ৫০ হাজার রৌপ্যমুদ্রার একটি থলে হাদিয়া পাঠালেন এবং বললেন, আপনার দাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে সালাম। উত্তম ফায়সালার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

আবূ হানীফা রহ. সম্পূর্ণ রৌপ্যমুদ্রা ফেরত দিয়ে খাদেমকে বললেন, খলীফার স্ত্রীকে বলবে, আমি দুনিয়া অর্জনের জন্য কিছুই বলিনি বরং এটা ছিল আমার জন্য অবশ্যপালনীয় এক দায়িত্ব। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৫৮

হাস্য-কৌতুক

ঘটনা : ৪৬

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর রসিকতা

ইমাম আবূ হানীফা রহ. যদিও অত্যন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ও মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন তবুও কখনো কখনো তিনি রসিকতা করতেন। (নির্দোষ রসিকতা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়) একদিন তিনি চুল কাটানোর সময় নাপিতকে বললেন, সাদা চুলগুলো বেছে ফেলুন। নাপিত বলল, যে চুল বেছে ফেলা হয় তা আরও অধিক পরিমাণে গজায়। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, যদি এটাই নিয়ম হয় তাহলে কালো চুলগুলো বেছে ফেলুন যাতে তা অধিক পরিমাণে গজায়। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৮৬

ঘটনা : ৪৭

হযরত উসমান রাযি.-এর এক দুশমনের তাওবার কাহিনি

কূফাতে এক ব্যক্তি হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুকে ইহুদী বলত (নাউযুবিল্লাহ)। আবূ হানীফা রহ. একদিন তার নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমার মেয়ের জন্য বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি—ছেলে অত্যন্ত ভদ্র, সম্পদশালী, কুরআনের হাফেয, বড় দানশীল, ইবাদতগুজার, খোদাভীরু এবং নামায রোযার খুব পাবন্দি করে।

সব শুনে সে বলল, এর চেয়ে কম গুণের অধিকারী হলেও তো রাজি হতাম। এ তো দেখি সোনায় সোহাগা।

আবূ হানীফা বললেন, তবে একটি কথা—ছেলেটি কিন্তু ইহুদী। এটা শুনেই সে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে কঠোরভাবে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলল, তুমি কি ইহুদীর সঙ্গে আমার মেয়ে বিয়ে দিতে চাও?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তোমার ধারণা মতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কলিজার টুকরো দুই কন্যাকে ইহুদীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন।

এ কথা শুনতেই আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরকে হক কথা গ্রহণের জন্য খুলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে ইসতেগফার করল এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কথা না বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। -*তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৬৪

বিতর্ক ও মুনাযারা

ঘটনা : ৪৮

রাফে ইয়াদাইন (নামাযে রুকুর আগে ও পরে হাত উঠানো) সম্পর্কে ইমাম আওযায়ী রহ. ও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মধ্যে এক চমৎকার মুনাযারা

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে ইমাম আওযায়ীর রাফে ইয়াদাইন-এর মাসআলা নিয়ে মুনাযারা সংঘটিত হয়, নিম্নে পাঠকদের সামনে তা পেশ করা হলো :

ইমাম আওযায়ী : কী কারণে আপনি রুকুতে যেতে এবং রুকু হতে উঠে রাফে ইয়াদাইন করেন না?

ইমাম আবূ হানীফা : এ জন্যই করি না যে, এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই।

ইমাম আওযায়ী : আপনি কীভাবে বললেন যে, এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস নেই? অথচ যুহরী সালেম থেকে আর সালেম তাঁর পিতা ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন, তখন রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে উঠে রাফে ইয়াদাইন করতেন।

ইমাম আবূ হানীফা : আমার নিকট হাম্মাদ এবং হাম্মাদ থেকে ইবরাহীম ও তাঁর থেকে আলকামা এবং আসওয়াদ আর তাঁরা উভয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমল উল্লেখ করেছেন যে, তিনি শুধু নামাযের শুরুতে হাত উঠাতেন এরপর আর উঠাতেন না।

ইমাম আওযায়ী : আমি আপনার নিকট زُهْرِيٌّ عَنْ سَالِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করছি আর আপনি বর্ণনা করছেন حَمَّادٌ عَنْ ابْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সূত্রে।

ইমাম আবূ হানীফা : হাম্মাদ যুহরীর চেয়ে বড় ফকীহ। ইবরাহীম সালেম অপেক্ষা বড় ফকীহ। আর আলকামা ফিকাহতে ইবনে উমরের চেয়ে কম যোগ্য নয়। যদিও সাহাবী হওয়ার মর্যাদা তাঁর নেই। আসওয়াদও একজন বড় বুযুর্গ ব্যক্তি আর আবদুল্লাহ তো আবদুল্লাহই তাঁর কথা আর কী বলব। *-তা'লীকুল বুখারী*, শাইখ আহমাদ আলী রহ., ১/১০২

ঘটনা : ৪৯
একটি সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ

একবার ইমাম কাতাদাহ রহ. কূফায় এলেন। কূফাবাসীর উদ্দেশে বললেন, হালাল-হারাম সম্পর্কে আমাকে যেকোনো প্রশ্ন করতে পারো।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর নিকট একটি প্রশ্ন পাঠালেন—কোনো নিরুদ্দেশ স্বামীর স্ত্রী কয়েক বছর পর স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করল। এবং এই দ্বিতীয় স্বামী থেকে তার একটি সন্তানও হলো। ইতিমধ্যে প্রথম স্বামী ফিরে এসে সেই সন্তানকে অস্বীকার করল। কিন্তু দ্বিতীয় স্বামী তাকে নিজের সন্তান বলে দাবি করল। এ অবস্থায় স্ত্রীকে যিনার অপবাদ দিল কে? উভয় স্বামী নাকি শুধু প্রথম স্বামী? প্রশ্নটি পাঠানোর সময় ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, যদি আপনি এর উত্তর হাদীস দ্বারা দেন তাহলে ভুল করবেন। আর যদি যুক্তির আলোকে দেন তবুও ভুল করবেন।

হযরত কাতাদাহ রহ. এ প্রশ্ন শুনে বললেন, এ ধরনের ঘটনা কি কোথাও সংঘটিত হয়েছে? কূফাবাসী বলল, না ঘটেনি। তিনি বললেন, যে ঘটনা এখনো ঘটেনি সে সম্পর্কে কেন জিজ্ঞাসা করছ? এর উত্তরে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, উলামায়ে কেরামের জন্য উচিত কোনো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তা ভালোভাবে বুঝে নেওয়া, যাতে করে তাতে জড়িয়ে পড়া এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি জানা যায়।

কাতাদাহ রহ. বললেন, এগুলোর পরিবর্তে আমাকে কুরআনের তাফসীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো।

ইমাম আবূ হানীফা : পবিত্র কুরআনের আয়াত قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (কিতাবের জ্ঞান যার ছিল সে বলল) [সূরা নামল (২৭) : ৪০] উল্লেখ করে জানতে চাইলেন, এতে কার কথা বলা হয়েছে?

কাতাদাহ : হযরত সুলাইমান আ. এর কাতিব (লিপিকার) আসিফ ইবনে বারখিয়া। যিনি ইসমে আযম জানতেন।

ইমাম আবূ হানীফা : হযরত সুলাইমান আ. কি ইসমে আযম জানতেন?

কাতাদাহ : না, জানতেন না।

ইমাম আবূ হানীফা : কোনো নবীর যুগে অন্য কেউ তাঁর চাইতে বড় আলেম ছিল, এটা কি সম্ভব?

কাতাদাহ : না, এটা সম্ভব না। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের তাফসীর সম্পর্কে আর কিছুই বলব না। তোমরা আমার নিকট মতভেদপূর্ণ মাসআলা জিজ্ঞাসা করো।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. আরও কিছু প্রশ্ন করলেন, যেগুলোর উত্তর দিতে সক্ষম হননি কাতাদাহ। এভাবেই তাঁদের এই আকর্ষণীয় ইলমী আলোচনার সমাপ্তি ঘটল। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১১৬-১১৭

ঘটনা : ৫০

এক নাস্তিকের সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মুনাযারা

دنیامیں جو بے خبر ہے پروردگار سے ☆ زندہ ہے شاید اپنے ہی وہ اختیار سے

অর্থ : দুনিয়াতে স্রষ্টার ব্যাপারে যে জন উদাসীন
তার জীবিত থাকাটা যেন কেবল তারই অধীন

একবার এক বস্তুবাদী নাস্তিক খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে এসে বলল, হে আমিরুল মুমিনীন, আবূ হানীফাসহ অন্যান্য আলেম-উলামা এই মত পোষণ করেন যে, অবশ্যই জগতের সৃষ্টিকর্তা আছেন। আপনি তাঁদের মধ্যে যাঁরা বড় বড় জ্ঞানী তাঁদের আপনার দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দিন। আমি তাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে মুনাযারা করে প্রমাণ করতে চাই যে, জগতের স্রষ্টা বলতে কেউ নেই।

খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট চিঠি পাঠিয়ে বললেন, হে মুসলমানদের ইমাম, আপনাকে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের নিকট এক বস্তুবাদী নাস্তিক এসে দাবি করছে জগতের সৃষ্টিকর্তা বলতে কেউ নেই। এবং এ বিষয়ে সে মুনাযারা করার জন্য আপনাকে দাওয়াত দিয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আমি জোহরের পর আসব ইনশাআল্লাহ।

বেলা গড়িয়ে গেল, পার হয়ে গেল নির্ধারিত সময় কিন্তু অনুপস্থিত মুসলিমসমাজের নেতা—ইমাম আবূ হানীফা।

ফুটে উঠল উপস্থিত মুসলিম জনতার কপালে দুশ্চিন্তার ছাপ।

বিদ্রুপের হাসি ফুটে উঠছিল নাস্তিকদের মুখে।

অবশেষে, যথেষ্ট বিলম্বে উপস্থিত হলেন ইমাম আবূ হানীফা।

শুরু হলো মুনাযারা।

প্রথমেই বলল নাস্তিক : আবূ হানীফা, আপনি কথা ঠিক রাখলেন না কেন, বিলম্ব করলেন কেন আসতে?

হয়তো নাস্তিক ভেবেছিল এভাবে প্রশ্ন শুরু করলে সে ইমাম আবূ হানীফাকে মিথ্যাশ্রয়ী এবং মুনাযারায় ভীতু সাব্যস্ত করতে পারবে, সহজেই নিশ্চিত হবে তার জয় এবং ইমাম আবূ হানীফার পরাজয়।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন এমন প্রশ্নেরই অপেক্ষায়। সুযোগ পেয়ে বলতে শুরু করলেন :

আমি এক আশ্চর্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলাম। তাই একটু বিলম্ব হয়ে গেল। ঘটনাটা হলো—দাজলা নদীর অপরপ্রান্তে আমার বাড়ি। আমি নদী পার হওয়ার উদ্দেশ্যে নদীর পাড়ে এলে দেখতে পেলাম একটি পুরোনো ও ভাঙা নৌকা। যার তক্তাগুলো খসে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। তাতে আমার দৃষ্টি পড়ামাত্রই তক্তাগুলো নড়াচড়া করতে লাগল এবং সবগুলো তক্তা এক জায়গায় একত্র হয়ে একটির সঙ্গে অপরটি জোড়া লাগতে শুরু করল। তারপর একটি নিখুঁত নৌকা তৈরি হলো। আমি তাতে উঠে নদী পার হলাম। পথের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার কারণে আমি ঠিক সময়ে মজলিশে উপস্থিত হতে পারিনি, বিলম্ব হয়ে যায় আসতে।

নাস্তিক : হে নেতৃবর্গ, তোমাদের নেতা ও ইমাম—যিনি সমকালীন ব্যক্তিদের শ্রেষ্ঠ—তিনি যা কিছু বললেন, এর চাইতে অধিক মিথ্যা তোমরা কখনো শুনেছ কি? এত ডাহা মিথ্যা কথা, যা তোমাদের সবচেয়ে সম্মানিত আলেম থেকে প্রকাশ পেল।

আবূ হানীফা : আপনাদের কি ধারণা আমি ভুল বলেছি?

নাস্তিক : জি হ্যাঁ! ভুল নয় তো কী? এটা কি সত্য হওয়া সম্ভব যে, কোনো নির্মাণকারী ছাড়াই নৌকা তৈরি হয়ে যাবে? আজ পর্যন্ত এমন ঘটনা কখনো কি ঘটেছে?

আবূ হানীফা : হে বেঈমান কাফের, যদি কোনো মিস্ত্রি ছাড়া সাধারণ একটি নৌকা তৈরি হতে না পারে, তাহলে এটা কীভাবে সম্ভব যে, এই বিশাল পৃথিবী কোনো সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং কোনো পরিচালক ছাড়াই তা চলছে? তুমি কীভাবে স্রষ্টার অস্বীকারকারী হলে?

گر نہ ممکن کشتی رفتن خود بخود ☆ کئے بے موجد خلق آید در وجود

নৌকা যদি নিজ ক্ষমতায় না চলতে পারে,
স্রষ্টাবিহীন সৃষ্টিজগৎ কেমনে চলতে পারে!

فلسفی کی بحث کے اندر الہ ملتا نہیں ☆ ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں

ফালসাফীদের যুক্তি-তর্কে পাবে না তো আল্লাহ খুঁজে,
সমাধান দেন যে তারা সমস্যার জট না বুঝে।

-*মাখযানে আখলাক*, পৃ. ১১৭

ঘটনা : ৫১
একটি চমৎকার মুনাযারা

একদিন কিছু মানুষ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সঙ্গে ইমামের পেছনে মুক্তাদীর কিরাত পড়া বিষয়ে মুনাযারা করতে এলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এত মানুষের সঙ্গে আমি একা কীভাবে আলোচনা করব। আপনাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচন করুন যিনি সকলের প্রতিনিধি হয়ে কথা বলবেন। যার বক্তব্যকেই সকলের বক্তব্য বলে মেনে নেওয়া হবে। সকলে এ প্রস্তাব মেনে নিলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, যখন আপনারা এটা মেনে নিলেন তো আজকের মুনাযারাও শেষ। এ নিয়ে আর আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেননা, যেমনিভাবে আপনাদের সকলের পক্ষ থেকে কথা বলার জন্য একজনকে মনোনীত করা হলো, একইভাবে নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেব সকল মুক্তাদীর পক্ষ থেকে কিরাতপাঠের ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হয়ে থাকেন। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৭০

এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. শুধু যুক্তি দ্বারাই একটি শরঈ মাসআলার সমাধান দিলেন বরং আসলে তিনি এ হাদীসের

ব্যাখ্যা পেশ করলেন যা তিনি নিজেই সহীহ্ সনদে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নে বর্ণিত হলো :

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ والْإِمَامُ مُحَمَّدٌ فِي الْمُوَطَّأِ

অর্থ : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়বে, ইমামের কেরাতই তার কেরাত বলে গণ্য হবে। -*বাইহাকী*, হাদীস নং ৩০১১; *মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মাদ*, হাদীস নং ১১৭

ঘটনা : ৫২
এক খারেজীর সঙ্গে মুনাযারা

যাহহাক নামে এক প্রসিদ্ধ খারেজী নেতা ছিল। (খারেজী বলা হয় ওই সম্প্রদায়কে যারা সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী রাযি.-এর পক্ষ ত্যাগ করে তৃতীয় পক্ষ অবলম্বন করেছিল) বনু উমাইয়্যার খেলাফতকালে কূফায় তার কর্তৃত্ব ছিল। একদিন সে নাঙা তরবারি দেখিয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে বলল, তাওবা করুন। তিনি বললেন, কোন বিষয়ে তাওবা করব? সে বলল, তোমাদের বিশ্বাস হলো হযরত আলী রাযি. ও হযরত মুআবিয়া রাযি.-এর মধ্যে মতপার্থক্যের সময় আলী রাযি. সালিশ মেনেছিলেন, অথচ তিনি ছিলেন হকের ওপর। আর কেউ হকের ওপর থাকলে তার জন্য সালিশ মানার কী প্রয়োজন?

এ কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আমাকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু যদি হক জানার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আমাকে কথা বলার সুযোগ দিন। যাহহাক বলল, আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে মুনাযারা করতে চাই। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আমরা পরস্পর কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে এর সমাধান কী হবে? যাহহাক বলল, আমরা উভয়ে একজনকে সালিশ নিযুক্ত করব। যিনি আমাদের মাঝে হক-বাতিল জেনে মীমাংসা করবেন। এই বলে সে তার সঙ্গীদের মধ্যে থেকে একজনকে সালিশ বানাল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এটাই তো হযরত আলী রাযি. করেছিলেন।

তাহলে তাঁর ওপর আপত্তি কিসের? এ কথা শুনে যাহহাক নিশ্চুপ হয়ে গেল এবং বোবার মতো কথা না বলে উঠে গেল। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৭০

জবানের হেফাজত

ঘটনা : ৫৩

গীবত ও অনর্থক বিষয় থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বেঁচে থাকতেন

ফুযাইল ইবনে দুকাইন রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন খুব গম্ভীর। কোনো প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কথা বলতেন। অনর্থক কথায় মনোযোগ দিতেন না এবং তা শুনতেন না। একবার কেউ তাঁকে বলল, আল্লাহকে ভয় করুন। এটা শুনে তিনি ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং বলেন, হে প্রিয় ভাই, আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। অনেক মানুষ উপদেশদাতার মুখাপেক্ষী। যদিও তাদের অন্তর থেকে প্রবাহিত হয় ইলমের মহা কল্যাণধারা। এবং এ নিয়ে তারা আনন্দিত। সেই সঙ্গে নিজেদের আমলগুলো তারা কেবল আল্লাহর জন্য করে। আমি জানি, আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। আমি তাঁর নিকট নাজাত ও নিরাপত্তার আশাবাদী।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অভ্যাস ছিল কেউ তাঁর কাছে অনর্থক কথা এবং কাজের সমালোচনা করলে তিনি বলতেন, মানুষের সেসব বিষয়ের আলোচনা থেকে বেঁচে থাকো যেগুলো তারা পছন্দ করে না। যে আমার ব্যাপারে খারাপ কিছু বলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আর যে ভালো বলে আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। দীনী জ্ঞানার্জন করো এবং মানুষকে সে কাজের মাঝে থাকতে দাও যা তারা নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে। যদি তোমরা মানুষের মানহানির মাঝে লিপ্ত হও, তাহলে জেনে রাখো আল্লাহ তাআলা তোমাদের লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন এবং তোমাদের বানাবেন অন্যের মুখাপেক্ষী।

একবার আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সুফিয়ান ছাওরী রহ.-কে বললেন, আবূ হানীফা রহ. মোটেও কারও গীবত করতেন না। আমি

তাঁকে তাঁর দুশমনের গীবত করতেও দেখিনি। সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, আবূ হানীফা রহ. অনেক বড় জ্ঞানী মানুষ, তিনি চান না তাঁর আমলগুলো বরবাদ করতে।

যামরা ইবনে রবীআ বলেন, এতে কারও দ্বিমত নেই যে, আবূ হানীফা রহ. ছিলেন জবানকে অধিক সংযতকারী। তিনি কারও দোষচর্চা করতেন না। তাঁকে বলা হলো, মানুষ আপনার গীবত করে কিন্তু আপনি কারও গীবত করেন না। তিনি বললেন, এটা আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৯২-৯৩

বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা

ঘটনা : ৫৪

মসজিদে হারামের আঙিনা প্রশস্ত করার এক চিত্তাকর্ষক কাহিনি

খলীফা মানসুর হজে গিয়ে মসজিদে হারামকে অপ্রশস্ত মনে করলেন। ফলে হারামের আঙিনা আরও বড় ও প্রশস্ত করার ইচ্ছা করলেন। আশপাশের জমিনগুলো কিনে মসজিদে হারামের সীমানাভুক্ত করার উদ্দেশ্যে জমিনগুলোর মালিকদের মোটা অঙ্কের হাদিয়া পেশ করলেন। কিন্তু তারা মসজিদে হারামের প্রতিবেশীত্ব ছাড়তে কোনোমতেই রাজি হলো না। খলীফা পেরেশান হয়ে পড়লেন। জবরদখল করেও তো জমিনগুলো নেওয়া যাবে না।

ঘটনাক্রমে সেই বছর ইমাম আবূ হানীফা রহ.ও হজে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা অনেকেই জানত না। এ ছাড়া তখন পর্যন্ত তাঁর ফিকহ ও ফতোয়াশাস্ত্রের দক্ষতার তেমন পরিচিতিও ঘটেনি। তিনি বিষয়টি জেনে খলীফার নিকট গিয়ে বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, বিষয়টির সমাধান অতি সহজ। আর তা এভাবে যে, আপনি জমিনের মালিকদের জিজ্ঞাসা করুন, কাবা শরীফ তোমাদের আবাসভূমির পাশে অবতীর্ণ হয়েছে নাকি তোমরাই কাবার সন্নিকটে এসে বসতি স্থাপন করে কাবার প্রতিবেশী হয়েছ? এর উত্তরে যদি তারা বলে কাবা শরীফ আমাদের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে তাদের কথা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ, আবহমানকাল

থেকে কাবা তার যথাস্থানে বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি তারা বলে আমরাই কাবার পাশে এসে তার প্রতিবেশীত্ব গ্রহণ করেছি, তাহলে তাদের বলুন, এখন কাবা শরীফের যিয়ারতকারী ও হাজীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহর মেহমানদের জন্য এর আঙিনা প্রশস্ত করার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আর কাবাই তার সম্মুখস্থ জমিনগুলোর বেশি হকদার। অতএব তোমাদের জমিগুলো কাবার জন্য খালি করে দাও।

এ পরামর্শ মোতাবেক খলীফা মানসুর জমিনের মালিকদের ডেকে প্রশ্ন করলে হাশেমী প্রতিনিধিগণ এ কথা স্বীকার করলেন যে, আমরাই কাবা শরীফের নিকটে এসে তার প্রতিবেশী হয়েছি। তারপর সকলেই নিজ নিজ জমিগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্রি করতেও রাজি হয়ে গেলেন।-
আহসানুততাফসীর ফি মারিফাতিল আকালীম, পৃ. ৭৫; *সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮৪

ঘটনা : ৫৫
এক চমৎকার উপায়ে মাটির নিচে পুঁতে রাখা বস্তুর সন্ধান

একবার এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট এসে বলল, আমি আমার ঘরে মাটির নিচে একটি জিনিস পুঁতে রাখার পর সে জায়গাটি ভুলে গেছি। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তুমি নিজে পুঁতে রেখে যা বলতে পারছ না, সেটা আমি কীভাবে বলব।

তারপর আবূ হানীফা রহ. পাঁচজন শাগরিদ নিয়ে তার ঘরে প্রবেশ করে বললেন, তোমরা এ ঘরে কোনো জিনিস পুঁতে রাখার ইচ্ছা করলে কোথায় পুঁতে রাখতে? প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তা ও গবেষণা করে পাঁচটি জায়গা চিহ্নিত করল। আবূ হানীফা রহ. সে জায়গাগুলো খননের নির্দেশ দিলেন। দু'টো জায়গার খনন শেষে তৃতীয় জায়গাটি খনন করতেই হঠাৎ বেড়িয়ে এল সেই পুঁতে রাখা বস্তুটি। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮৫

ঘটনা : ৫৬
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অসাধারণ দূরদর্শিতা

এক অজানা ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় লোকটির দিকে শুধু তাকিয়েই বলে দিলেন যে, সে মুসাফির, তার

জামার আস্তিনে মিষ্টিজাতীয় কিছু রয়েছে এবং সে বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানা গেল তিনটি কথাই সঠিক। কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমি দেখলাম সে ডানে-বায়ে দেখে দেখে চলছে। মুসাফির এভাবেই চলে। তারপর দেখলাম মাছি উড়ে উড়ে তার জামার আস্তিনে বসছে। আর এটাই আলামত যে, তাতে মিষ্টিজাতীয় কিছু আছে। এরপর তাকে দেখলাম সে বাচ্চাদের দিকে মুরব্বিসুলভ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। তখন বুঝতে পারলাম যে, সে বাচ্চাদের পড়ায়। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০৬

ঘটনা : ৫৭

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে তাঁর এক দুশমন একটি জটিল প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দিয়ে তাকে লা-জবাব করে দেন। প্রশ্নটি ছিল— সেই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী মতামত, যে জান্নাতের আশা রাখে না, জাহান্নামকে ভয় করে না, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারেও তাঁর ভয় নেই, মৃত জন্তু খায়, রুকু-সেজদা ছাড়া নামায পড়ে, না দেখে সাক্ষ্য দেয়, হককে পছন্দ করে না, ফিতনাকে ভালোবাসে, রহমত থেকে দূরে যায় এবং ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের সমর্থন করে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে বললেন, কোথাও 'এ ব্যক্তির' সন্ধান পেয়েছ? সে বলল না, সন্ধান পাইনি। তবে তারচেয়ে নিকৃষ্ট কোনো মানুষ আছে বলে জানা নেই। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এবার শাগরিদদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ওই ব্যক্তির' সম্পর্কে তোমরা কী বলো? তারা বলল, সে চরম নিকৃষ্ট, কাফের, বেঈমানদের গুণবিশিষ্ট। ইমাম আবূ হানীফা রহ. মুচকি হেসে বললেন, আমার মতে সে আল্লাহর খাঁটি বন্ধু। দুশমন বলল, এর ব্যাখ্যা করুন দ্রুত, অন্যথায় তা আপনার লাঞ্ছনার কারণ হবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর কথার ব্যাখ্যায় বললেন, সে ব্যক্তি জান্নাতের আশা রাখে না বরং তার মালিকের আশা রাখে। জাহান্নামকে ভয় করে না বরং তার মালিককে ভয় করে। আল্লাহর ব্যাপারে এই ভয় করে না যে, তিনি কারও প্রতি জুলুম করবেন। সে মরা মাছ খায়, জানাযার নামায পড়ে। (যাতে রুকু-সেজদা নেই)। না দেখে সাক্ষ্য দেয়

বলতে এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। সে মৃত্যুকে পছন্দ করে না অধিক ইবাদতের আশায় (যা একটি হক বিষয়), ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি হলো ফিতনা—যেগুলোকে সে ভালোবাসে। আল্লাহর রহমত বলতে বৃষ্টি। সে ইহুদীদের এ কথার সমর্থন করে যে, لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ অর্থ : খ্রিষ্টানদের ধর্মের কোনো ভিত্তি নেই। এবং খ্রিস্টানদের সমর্থন বলতে তাদের এ কথার সমর্থন করে যে, لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ অর্থ : ইহুদীধর্মের কোনো ভিত্তি নেই।

এ ব্যাখ্যা শুনে সে দাঁড়িয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাথা চুম্বন করে বলল, নিশ্চয় আপনি হক পথে রয়েছেন। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০৬-১০৮

ঘটনা : ৫৮

বাদী ফিরে পেল চুরি হওয়া মাল, তালাক হলো না স্ত্রীও

এক ব্যক্তির ঘরে চোর ঢুকে তার সব কাপড়-চোপড় নিয়ে চলে যাওয়ার সময় তার নিকট এই শপথ নিল যে, চোরের পরিচয় কাউকে জানালে তার স্ত্রী তিন তালাক। মালিক বাধ্য হয়ে কসম করল। এবং সকালবেলা সে তার কাপড়গুলো বাজারে বিক্রি হতে দেখল। কিন্তু কসম করার কারণে কাউকে কিছু বলতে সক্ষম হলো না।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট চোরের পরিচয় গোপন রেখে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, যাদের ব্যাপারে তোমার সন্দেহ হয় বা যাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে তাদের সবাইকে একটি ঘরে উপস্থিত করো। সকলে উপস্থিত হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট একটি দরজা দিয়ে বের হতে বললেন। এবং যার ঘরে চুরি হয়েছিল তাকে সেই দরজার পাশে দাঁড় করিয়ে বললেন, এ দরজা দিয়ে যারা বের হবে তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে চোর কি না? না হলে পরিষ্কার বলে দেবে, না। আর হলে কিছু না বলে চুপ থাকবে। তা-ই করা হলো। এক এক করে সকলেই বের হতে লাগল আর প্রত্যেকের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে চোর কি না? সে

প্রত্যেকের ব্যাপারেই না জওয়াব দিল। একপর্যায়ে চোর বের হওয়ার সময় যখন তাকে প্রশ্ন করা হলো তখন সে নীরব হয়ে রইল। এভাবেই চোর ধরা পড়ল এবং সে ব্যক্তির কসমও ভাঙল না। কারণ, সে চোরের পরিচয় কাউকে জানায়নি। ইমাম আবূ হানীফা রহ. চোর থেকে চুরির মালগুলো ফেরত নেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২২

ঘটনা : ৫৯
ময়ূরের মালিক ফিরে পেল ময়ূর

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এক প্রতিবেশীর একটি ময়ূর চুরি হলে সে ইমামের নিকট এর অভিযোগ নিয়ে এল। তিনি বললেন, এখন যাও বিষয়টি নিয়ে পরে চিন্তা করব।

তারপর তিনি নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে যান। নামায শেষে সকলকে সমবেত করে বললেন, মানুষের লজ্জা-শরম একেবারেই চলে গেছে। একে তো প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি করেছে, তারপর আবার মাথার মধ্যে ময়ূরের পশম নিয়ে নামায পড়তে এসেছে।

এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে এক ব্যক্তি চুপে চুপে নিজ মাথায় হাত ফেরাতে লাগল। তখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে কাছে ডেকে বললেন, তোমার প্রতিবেশীকে তার ময়ূর ফিরিয়ে দাও। সে নিজের ভুল স্বীকার করল এবং ময়ূর ফিরিয়ে দিল। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২৭

ঘটনা : ৬০
ইমাম আ'মাশ রহ.-এর একটি জটিল অবস্থার সমাধান

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আ'মাশ রহ.-এর কঠোর মেজাযের কারণে মানুষেরা থাকত পেরেশান। একবার তিনি কসম করে স্ত্রীকে বললেন, যদি তুমি আমাকে আটা শেষ হওয়ার খবর দাও, চাই সেটা মুখে বলো বা লিখিতভাবে অথবা দূতের মাধ্যমে কিংবা এমন কোনো ব্যক্তির সম্মুখে তা সরাসরি বা ইঙ্গিতে আলোচনা করো যে আমার নিকট সেটা বলে দেবে, তাহলে তোমাকে তালাক।

এটা শুনে চরম হতাশায় পড়ে গেল তাঁর স্ত্রী। সকলে তাকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিল। সে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে বিষয়টি জানালে তিনি বললেন, যখন তোমার স্বামী ঘুমিয়ে থাকে তখন আটার থলে তার কাপড়ের সঙ্গে বেঁধে দেবে যাতে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে বুঝতে পারেন—আটা শেষ হয়ে গেছে।

তাঁর স্ত্রী এমনই করল। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, আটা শেষ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এটাও অনুভব করলেন, তার স্ত্রী এ কৌশল শিখল কার থেকে। তিনি কসম করে বলতে লাগলেন, নিশ্চয় এটা ইমাম আবূ হানীফার শেখানো কৌশল। তিনি জীবিত আছেন এ অবস্থায় আমরা কীভাবে আমাদের উদ্দেশ্যে সফল হব। তিনি আমাদের স্ত্রীলোকদের সামনে আমাদের অপমানিত করছেন। তুলে ধরছেন তাদের সামনে আমাদের অক্ষমতা ও বুঝশক্তির দুর্বলতা। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২৮

ঘটনা : ৬১
আরেকটি জটিলতার সমাধান

একবার এক মুসাফির তার পরমা সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে কূফায় আগমন করলে সেখানকার এক ব্যক্তি সেই স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। স্ত্রীও তার প্রতি আকৃষ্ট হলো। একপর্যায়ে কূফার লোকটি দাবি করে বসল যে, এটা আমার স্ত্রী। স্ত্রীও নিজ স্বামীকে অস্বীকার করতে লাগল। অবশেষে প্রকৃত স্বামী তাকে নিজের স্ত্রী সাব্যস্ত করতে অপারগ হয়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট বিষয়টি পেশ করা হলো।

তিনি কাজী ইবনে আবী লাইলাসহ আরও কিছু উলামায়ে কেরামকে নিয়ে প্রকৃত স্বামীর বাড়িতে গেলেন এবং অজানা কয়েকজন মহিলাকে সেই বাড়িতে ঢুকতে বললেন। তাদের দেখেই বাড়ির কুকুরটি ঘেউ ঘেউ শুরু করল। এবার সেই প্রকৃত স্ত্রীকে ভেতরে যেতে বললে কুকুর তাকে দেখামাত্র লেজ নাড়াতে নাড়াতে তার পিছে পিছে চলতে লাগল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, সত্য প্রকাশ পেয়ে গেছে। সকলের সামনে এমন পরিস্থিতিতে স্ত্রীও তার স্বামীকে স্বীকার করতে বাধ্য হলো। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৩২

ঘটনা : ৬২

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ফায়সালায় রুদ্ধ হলো সুযোগসন্ধানীর পথ

একবার এক ব্যক্তি কাউকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে দিয়ে অসিয়ত করল যে, আমার ছেলে বড় হলে এর মধ্য হতে তোমার যা পছন্দ তাকে দিয়ে দেবে।

ছেলেটি বড় হলে সে তাকে কেবল খালি থলেটি দিল এবং সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা নিজের জন্য রেখে দিল। ছেলেটি নিরুপায় হয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টি জানালে ইমাম আবূ হানীফা ওই ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, এ ছেলেটিকে সম্পূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিতে হবে। কারণ, সেগুলো তোমার পছন্দনীয়। কেননা, কোনো ব্যক্তির যা পছন্দ তা-ই সে নিজের জন্য রেখে দেয়। আর যা অপছন্দ তা অন্যকে দিয়ে দেয়। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৩৫

ঘটনা : ৬৩

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন মনোবিজ্ঞানী

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মহল্লায় এক ভিস্তি (পানি বহনকারী) বাস করত। সে ছিল চরমপন্থী শিয়া। (শিয়া বলা হয় ওই সম্প্রদায়কে যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর হযরত আলী রাযি.-এর খিলাফতকে বৈধ মনে করে।)

তার দুটি খচ্চর ছিল। সে গোঁড়ামি করে খচ্চরদুটোর একটির নাম রেখেছিল আবূ বকর আর অপরটির নাম রেখেছিল উমর। ঘটনাক্রমে একদিন তার একটি খচ্চর তাকে এত জোরে লাথি মারল যে, তার মাথা ফেটে গেল এবং এই আঘাতেই সে মারা গেল। মহল্লার মানুষদের মুখে ঘটনাটির চর্চা হচ্ছিল। আবূ হানীফা রহ. ঘটনাটি শুনে বললেন, সম্ভবত তাকে সেই খচ্চরটিই লাথি মেরেছিল যেটার নাম সে রেখেছিল 'উমর'।

খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ইমামের ধারণা সম্পূর্ণ সত্য। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৮৬

ঘটনা : ৬৪

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অন্তর্দৃষ্টি

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর বাল্যকালেই তাঁর পিতা ইবরাহীম মারা যান। তাঁর মা জীবিকানির্বাহের উপায় হিসেবে তাঁকে সোপর্দ করেন এক ধোপার নিকটে। কিন্তু তাঁর মাঝে লেখাপড়ার আগ্রহ ছিল প্রবল। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দরসে শরীক হতে লাগলেন। এটা জানতে পেরে মা তাঁকে বাধা দিলেন। এ কারণে তিনি কয়েকদিন দরসে অনুপস্থিত থাকেন। মেধাবী ও আগ্রহী শাগরিদের প্রতি উস্তাদের বিশেষ দৃষ্টি থাকে। কয়েকদিন পর আবার দরসে হাজির হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন অনুপস্থিত ছিলে? তিনি বিস্তারিত ঘটনা উল্লেখ করলেন। দরস শেষে ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁকে ডেকে ১০০ দিরহামের একটি থলে দিয়ে বললেন, এ থেকে খরচ করো এবং এগুলো শেষ হলে আমাকে জানাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, এরপর আর কখনো এই সুযোগ হয়নি যে, আমি তাঁকে মুদ্রা শেষ হওয়ার খবর দেব। বরং শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি আরেকটি থলে পাঠিয়ে দিতেন। মনে হতো মুদ্রা শেষ হওয়ার বিষয়টি যেন তাঁর অন্তরে ইলহাম হতো। (ইলহাম বলা হয় আল্লাহর পক্ষ থেকে কারও অন্তরে কোনো বিষয় ঢেলে দেওয়া)

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. নিজেই বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে এই ইলমের বদৌলতে এত সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী করেন যে, আমি একপর্যায়ে কাযিউল কুযাত বা চিফ জাস্টিসের পদ লাভ করি। এবং সে সময় আমাকে খলীফা হারূনুর রশীদের দস্তরখানে খুব বেশি বেশি আমন্ত্রণ করা হতো।

একদিন খলীফার পাশে বসা ছিলাম। তিনি আমার সম্মুখে একটি পেয়ালা পেশ করে বললেন, এটা বিশেষ খাবার যা কখনো কখনো আমাদের জন্য তৈরি করা হয়। আমি এ খাবারের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এটা পেস্তার তেল দ্বারা তৈরি বিশেষ ফালুদা।

এ কথা শুনে আমি হাসতে লাগলাম। খলীফা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, একদিন আমি এই খাবার খাব বলে ইমাম আবূ

হানীফা রহ. অনেক আগেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। খলীফা আশ্চার্যান্বিত হয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রতি রহম করুন। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা এমন কিছু দেখতেন যা চর্মচোখে দেখার নয়। -*তারীখে বাগদাদ*, ১৪/২৫৪

ঘটনা : ৬৫

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেম

ইমাম আবূ হানীফা রহ. একজন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন আলেম ছিলেন। কারও চেহারা ও হাবভাব দেখে তার চরিত্র নির্ণয় করতে পারতেন। একবার তিনি শাগরিদদের সম্মুখে কয়েকটি ভবিষ্যদ্বাণী করলে সেগুলো অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়। যেমন তিনি যুফার ও দাউদ তাঈকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, তোমরা উভয়ে নির্জনে ইবাদত বন্দেগী করবে। আবূ ইউসুফ সম্পর্কে বলেছিলেন, তুমি ধন-সম্পদের প্রাচুর্য লাভ করবে। তাঁর এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়েছিল।

তিনি বলতেন. তোমরা কোনো ব্যক্তিকে দীর্ঘকায় দেখলে মনে করবে সে নির্বোধ। কারও স্মৃতিশক্তি প্রখর দেখলে তার হাদীসগুলোকে দলিল বানাবে। কারও দাড়ি অস্বাভাবিক লম্বা দেখলে বুঝে নেবে সে একজন বোকাচণ্ডী। কোনো দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন দেখলে তাকে গনিমত মনে করবে। কারণ, দীর্ঘকায় ব্যক্তি সাধারণত বুদ্ধিমান হয় না।

-*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০৪

ঘটনা : ৬৬

আপন পুত্রকে নামাযের ইমামতি থেকে বাধাপ্রদান

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পুত্র হাম্মাদ নামাযের ইমামতি করতে সম্মুখে অগ্রসর হলে আবূ হানীফা রহ. তার কাপড় ধরে টেনে পেছনে এনে অন্য একজনকে ইমামতির জন্য আগে বাড়িয়ে দিলেন। বাড়িতে গিয়ে হাম্মাদ তাঁর পিতাকে বললেন, আপনি কি আমাকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছেন? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, না বরং তুমি নিজেকে লাঞ্ছিত করতে চেয়েছিলে, আমি তা থেকে তোমাকে রক্ষা

করেছি। কেননা, যদি তুমি নামায পড়াতে আর অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের কারণে কেউ বলত তার পেছনে যারা নামায পড়েছে তারা যেন পুনরায় নামায পড়ে নেয়। পরে ঘটনাটি কিতাবে বর্ণিত হতো এবং কিয়ামত পর্যন্ত এটা একটা লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াত। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৫২

ঘটনা : ৬৭

ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করার চমৎকার পদ্ধতি

একবার এক ব্যক্তি নিজের মাল পুঁতে রাখার জায়গাটি কিছুতেই স্মরণ করতে পারছিল না। কোনো উপায় না পেয়ে এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট পরামর্শ চাইল। তিনি বললেন, এটা তো কোনো ফিকহী মাসআলা নয় যে এর সমাধান বলে দেব। তবে তুমি আজ রাতে ফজর পর্যন্ত নামায পড়তে থাকবে। হয়তো এতেই তোমার সে জায়গাটির কথা স্মরণ হয়ে যাবে।

সে বাড়ি গিয়ে নামায পড়া শুরু করল। রাতের মাত্র এক-চতুর্থাংশ সময় অতিবাহিত হলো। এরই মধ্যে তার মনে পড়ে গেল সেই জায়গাটির কথা। তখন সে আর নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করলে তিনি বললেন, আমার এই বিশ্বাস ছিল যে, শয়তান তোমাকে সারা রাত নামায পড়তে দেবে না। তবে তোমার প্রতি আফসোস! তুমি আল্লাহ তাআলার শুকরিয়াস্বরূপ সারা রাত কেন নামায পড়লে না। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২১

ঘটনা : ৬৮

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জবাবে রাফেযী লা-জবাব

একবার এক রাফেযী (রাফেযী একটি সম্প্রদায় যারা সিফফীন যুদ্ধে হযরত আলী রাযি.-এর দল ত্যাগ করেছিল) ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী কে? তিনি বললেন, আমাদের মতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হলেন হযরত আলী রাযি.। যিনি জানতেন যে, খেলাফতের অধিক উপযুক্ত হযরত আবূ বকর রাযি. তাই তিনি আবূ

বকরকে তা অর্পণ করেছিলেন। আর তোমাদের মতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হলেন হযরত আবূ বকর। যিনি তোমাদের ধারণামতে হযরত আলীর কাছ থেকে জোরপূর্বক খেলাফতকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। হযরত আলী রাযি. তাঁর নিকট থেকে খেলাফত নিতে সক্ষম হননি। এ জবাব শুনে রাফেযী একেবারে বোবা হয়ে গেল। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২৯

উপস্থিত জবাব

ঘটনা : ৬৯

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এক বিস্ময়কর উপস্থিত-জবাব

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমাম লাইস ইবনে সা'দ রহ. বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর গুণাগুণ শুনে অনেকদিন ধরে তাঁর সাক্ষাতের অপেক্ষায় ছিলাম। হঠাৎ একদিন মক্কাতে এক ব্যক্তির চারপাশে অনেক মানুষের ভিড় দেখতে পেলাম। একজন তাঁকে সম্বোধন করে বলছে, হে আবূ হানীফা..., আমি বুঝতে পারলাম তিনিই সেই আবূ হানীফা। তারপর দেখলাম এক ব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করছে, আমি একটি সমস্যায় ভুগছি। আর তা হলো, আমি একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা আমাকে যথেষ্ট সম্পদ দিয়েছেন। আমি আমার একমাত্র ছেলেকে অনেক অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে বিবাহ করালে সে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। এতে আমার প্রচুর সম্পদ নষ্ট হয়। এর কোনো সমাধান আছে কি?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তাকে কোনো দাসী বেঁচা-কেনার বাজারে নিয়ে যাও। এবং তার পছন্দনীয় কোনো দাসী কিনে তার সঙ্গে বিবাহ দাও। এরপর যদি তোমার ছেলে তাকে তালাকও দেয় তবুও সে তোমার দাসী হিসেবে থেকে যাবে। আর যদি আযাদ করে দেয় তবুও আযাদ হবে না, কেননা সে তোমার মালিকানাধীন দাসী।

হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. বলেন, আল্লাহর কসম! তাঁর উত্তর প্রদান আমাকে ততটুকু আশ্চার্যান্বিত করেনি যতটুকু আশ্চার্যান্বিত করেছিল তাঁর উপস্থিত-জবাব। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২৫

ঘটনা : ৭০

আরেকটি বিস্ময়কর উপস্থিত-জবাব

একবার রোমসম্রাট তার উজিরের মারফত খলীফা মানসুরকে বললেন, তিনি যেন তার এলাকার আলেম-উলামা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমবেত করে তাদের তিনটি প্রশ্ন করেন। তারা এর সঠিক ও আশানুরূপ উত্তর দিতে পারলে ভালো, নতুবা খলীফাকে আগামীতে রাজস্ব কর আদায় করতে হবে।

চিঠি পেয়ে খলীফা জ্ঞানী-গুণীদের ডাকলেন। তাতে উলামায়ে কেরামও উপস্থিত ছিলেন। রোমীয় উজির মিম্বরে বসে তার প্রশ্নগুলো পেশ করলেন। উলামায়ে কেরাম সেগুলোর উত্তর দিতে থাকেন। কিন্তু কোনো ফায়সালায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলো না। অবশেষে ইমাম আবূ হানীফা রহ. উত্তর প্রদানের অনুমতি পেলেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. রোমীয় উযিরকে বললেন, আপনি এই মুহূর্তে প্রশ্নকারী আর আমি উত্তর দানকারী। মিম্বর প্রশ্নকারীর জন্য নয় বরং তা উত্তরদাতার জন্য।

খলীফা বললেন, হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।

এরপর রোমীয় উযির মিম্বর থেকে নিচে নামলে আবূ হানীফা রহ. সে স্থানে বসে গেলেন। এই অভিনব দৃশ্য দেখে মজলিসের রূপ পাল্টে গেল।

আবূ হানীফা রহ. উযিরকে বললেন, আপনার প্রশ্নগুলো পেশ করুন।

উযির : আমার প্রথম প্রশ্ন হলো আল্লাহর পূর্বে কী ছিল?

ইমাম আবূ হানীফা : আপনি এক, দুই, তিন এরূপ সংখ্যা তো গণনা করতে পারেন। কিন্তু বলুন তো একের পূর্বে কোন সংখ্যা রয়েছে?

উযির : একের পূর্বে কোনো সংখ্যা নেই। এটাই প্রথম সংখ্যা।

আবূ হানীফা : যখন হিসাব করার একটি সংখ্যা 'এক' এর অবস্থা হলো, তার পূর্বে কোনো সংখ্যা কল্পনা করা যায় না, তবে সেই খোদা যিনি বাস্তবেই একক তাঁর পূর্বে কোনো কিছু কীভাবে থাকতে পারে?

উযির : আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, খোদার মুখ কোন দিকে রয়েছে?

আবূ হানীফা : আগে বলুন প্রদীপের আলোর মুখ কোন দিকে?

উযির : সবদিকেই।

আবূ হানীফা : চিন্তা করুন.. আগুন যা একটি অস্থায়ী নূর বা আলো। যার বিশেষ কোনো দিক নির্দিষ্ট করা যায় না; বলা যায় না তার মুখ অমুক দিকে। তাহলে আসল এবং স্থায়ী নূর আল্লাহর জন্য কীভাবে তাঁর দিককে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হবে যে, তিনি অমুক দিকে চেয়ে রয়েছেন।

উযির : আমার তৃতীয় প্রশ্ন হলো, আল্লাহ এখন কী কাজ করছেন?

ইমাম আবূ হানীফা : এই মুহূর্তে তিনি তাঁর অন্যান্য কাজের পাশাপাশি এ কাজটিও আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তিনি আপনাকে মিম্বর থেকে নামিয়ে আমাকে সে স্থানে বসিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উত্তরগুলো শুনে রোমীয় উযির একদম নির্বাক হয়ে গেল। অবনত হয়ে গেল তার মস্তক। খলীফা মানসুরসহ উপস্থিত উলামায়ে কেরাম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উপস্থিত-জবাব শুনে হতবাক হয়ে গেলেন। -*গুলহায়ে রঙ্গারঙ্গ*, পৃ. ৭৯, *ইসলামী বিশ্বকোষ* (মুন্সী মাহবুব আলম)

ঘটনা : ৭১
'বুদ্ধিমান' দাবিদার এক নির্বোধ

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. মক্কাতে কোনো এক নামাযের ইমামতি করলেন। তখন তিনি মুসাফির ছিলেন। এ জন্য দু-রাকাত পড়ে সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি মুসাফির সুতরাং আপনারা সবাই নিজ নিজ নামায পুরা করে নিন। এ কথা শুনে এক নির্বোধ বলে উঠল, জি হ্যাঁ, এ মাসআলা আপনার চেয়ে আমার ভালো জানা আছে। আমাকে তা বলার প্রয়োজন নেই।

তার কথা শুনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাসতে লাগলেন এবং বললেন, আমার চাইতে মাসআলা ভালো জানো তো কথা বললে কেন? এতে তো তোমার নামায নষ্ট হয়ে গেল। এখন তোমাকে নতুনভাবে নামায পড়তে হবে। -*মিরকাত শরহে মিশকাত*, ৩/২২৪

ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.

কুরআন-সুন্নায় ফিকহের ভিষণ গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমেই পরিষ্কার হয়ে ওঠে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের বিধিমালা। আল্লাহ তাআলা বান্দাদের ওপর যেসব বিধান আরোপ করেছেন তার রূপরেখা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ফিকহের সাহায্যেই। জগৎ সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত-আনুগত্য। কেননা, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

অর্থ : আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

ফিকহের দিক-নির্দেশনা ব্যতীত এ উদ্দেশ্য সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাই ইসলামে ফিকহ-বিশেষজ্ঞ আলেমের গুরুত্ব অপরিসীম। হাদীস শরীফে এসেছে :

فَقِيْهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

অর্থাৎ শয়তানের মোকাবেলায় একজন ফকীহ এক হাজার আবেদের চেয়ে প্রবল।

ফিকহের বুনিয়াদ রচিত হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর যুগেই। যতই দিন যায় সৃষ্ট হয় নতুন নতুন সমস্যা। সেগুলো নিরসনের জন্য শরঈ সমাধান দিতে থাকেন উলামায়ে কেরাম। এভাবেই ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হতে থাকে ইলমে ফিকহের পরিসর।

ফিকহের এই ক্রমোন্নতি উলামায়ে কেরাম সংক্ষেপে এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

أَلْفِقْهُ زَرَعَهُ ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَسَقَاهُ عَلْقَمَةُ وَحَصَدَهُ ابْرَاهِيْمُ النَّخْعِيُّ وَدَاسَهُ حَمَّادٌ وَطَحَنَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَعَجَنَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ وَخَبَزَهُ مُحَمَّدٌ فَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُوْنَ مِنْ خُبْزِهِ

অর্থাৎ : ফিকহের বীজ বপন করেছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. তাতে পানি সিঞ্চন করেছেন আলকামা রহ., এর ফসল কেটেছেন ইবরাহীম নাখঈ রহ., শস্য মাড়াই করেছেন হাম্মাদ রহ., শস্য পিষে চূর্ণ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা রহ., খামির তৈরি করেছেন ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এবং রুটি প্রস্তুত করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. আর তা ভক্ষণ করছে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ। -*দুররুল মুখতার*, ১/৩৪

আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম রহ. পবিত্র কুরআনের শব্দ أُوْلِى الْأَمْرِ এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, أُوْلِى الْأَمْرِ হলো ওইসকল ফুকাহায়ে ইসলাম যাঁদের মাসায়েল বের করার নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে। যাঁরা হালাল-হারামের নীতিমালা তৈরির প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। ভূপৃষ্ঠে এ সকল ফকীহের মর্যাদা তেমনই যেমন আকাশে তারকারাজির মর্যাদা। এঁদের দ্বারাই অন্ধকারে নিমজ্জিত পথিক পথ খুঁজে পায়। মানুষের পানাহার অপেক্ষা তাঁদের প্রয়োজন অনেক বেশি। এমনকি কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের আনুগত্য পিতা-মাতার আনুগত্য অপেক্ষা অগ্রগামী। -*ই'লামূল মুআক্কিঈন*, ১/৪

হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফকীহ আলেমের ফযীলত ও মর্যাদা সম্পর্কে ইরশাদ করেন, একজন আলেমের ফযীলত ইবাদতগুজার সাধকের ওপর ঠিক তেমনই যেমন তোমাদের একজন সাধারণ লোকের ওপর আমার ফযীলত। -*মুসনাদে দারেমী*

একবার মসজিদে নববীতে দু'টো মজলিস চলাকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন, উভয় মজলিসই ভালো কাজে নিয়োজিত। তবে একটি অপরটি হতে উত্তম। যিকির, মোরাকাবা ও দুআয় লিপ্ত দলটি আল্লাহকে ডাকছে ও তাঁর রহমত কামনা করছে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের দান করবেন অথবা বঞ্চিত করবেন। কিন্তু দ্বিতীয় দল ফিকহ ও ইলম অর্জনে লিপ্ত, তারা অজ্ঞ লোকদের শরঈ

মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা দিচ্ছে এরাই উত্তম। আর আমি শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি। এরপর তিনি তাদের মধ্যে বসে পড়লেন। -*সুনানে দারেমী*

যারা কেবল হাদীস শুনেছেন এবং তার সংরক্ষণ করেছেন অতঃপর যেভাবে শুনেছেন হুবহু সেভাবে অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুআ করেছেন—যেন আল্লাহ তাআলা তাদের চেহারাকে উজ্জ্বল ও সজীব করেন। -*ইবনে মাজাহ*

তাহলে ফকীহ—যিনি শুধু হাদীসের হেফাযতই করেন না বরং তা হতে মাসআলা-মাসায়েল বের করে দীনের সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার করেন, মহান আল্লাহর কাছে তাদের যে কী মর্যাদা এবং সম্মান হবে তা বলাবাহুল্য। প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আ'মাশ বলেছেন, মুহাদ্দিসের উদাহরণ হলো ওষুধ বিক্রেতা আর ফকীহের উদাহরণ হলো চিকিৎসক। -*খায়রাতুল হিসান*, ১৪৪

ইমাম তিরমিযী রহ. তার *সুনানে তিরমিযীতে* উল্লেখ করেছেন, اَلْفُقَهَاءُ هُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيْثِ অর্থাৎ ফকীহগণই হাদীসের মর্ম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত।

ফিকহের কাজ

১. যদিও শরীয়তের বিধি-বিধানের কোনোটি অতি আবশ্যকীয় (ফরয-ওয়াজিব) এবং কোনোটি সৌন্দর্যবর্ধক, ফরযের সম্পূরক (সুন্নাত-মুস্তাহাব) কিন্তু কুরআন-হাদীসের কোথাও ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব মোবাহ ইত্যাদিকে স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি।

ফিকহের কাজ হলো—এগুলো সুনির্দিষ্ট করে বর্ণনা করা। উদাহরণস্বরূপ নামাযে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব ইত্যাদি বিষয়াবলি সুনির্দিষ্ট করে উম্মতকে উপহার দেওয়া।

অথচ এসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা নামাযীর জন্য জরুরি। অন্যথায় নামাযে কোনো বিষয় ছুটে গেলে কখন নামায নষ্ট হবে, কখন হবে না; কখন সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে, কখন হবে না; কখন কীভাবে ক্ষতিপূরণ করতে হবে—এসব বিষয়ে অজ্ঞতা থেকে যাবে।

২. কুরআনুল কারীমের হুকুম-আহকাম অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ আকারে বিন্যস্ত করা নেই। হাদীসসমূহকে মুহাদ্দিসগণ অধ্যায়-অনুচ্ছেদ হিসাবে বিন্যস্ত করলেও ইবাদতের সকল শাখা-প্রশাখা একত্র করা নেই। যার ফলে কেউ সরাসরি কুরআন-হাদীস থেকে কোনো ইবাদত করতে চাইলে অবশ্যই পূর্বে তাকে পূর্ণ কুরআন-হাদীস থেকে অনুসন্ধান করে ইবাদতটির নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জেনে নিতে হবে। কোনো হাদীস পাওয়ার পরও তাকে এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, উক্ত হাদীসের বিপরীত ভাষ্য অন্য কোনো রিওয়ায়াতে নেই।

নিঃসন্দেহে ইজতেহাদের জ্ঞানহীন সাধারণ মুসলমানদের জন্য এটা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, বরং দুঃসাধ্য ও অসম্ভব পন্থা।

ফিকহ এই বিপদসঙ্কুল অসম্ভব অবস্থা থেকে উম্মতকে পরিত্রাণ দিয়ে ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে সুন্দর সরল পন্থা কুরআন ও হাদীস থেকে চয়ন করে বিন্যস্তভাবে উপস্থাপন করেছে।

৩. কুরআন ও হাদীসের অনেক 'নস' তথা ভাষ্য বাহ্যত পরস্পরবিরোধী। এসব ক্ষেত্রে সাধারণত বাহ্যিক অর্থ ধর্তব্য নয়, বরং অন্তর্নিহিত অর্থই মুখ্য থাকে। স্বল্প জ্ঞানের অনেকেই এ-জাতীয় ক্ষেত্রে কোনো একটি 'নস'-কে সামনে এনে তদনুযায়ী আমল করে ভাবতে পারে কুরআন-সুন্নাহ মানছে। প্রকৃতপক্ষে তারা বিপরীত বক্তব্য সম্বলিত অন্য আয়াত ও হাদীসসমূহকে অমান্যকারী বলে গণ্য হবে।

ফিকহ এসব ক্ষেত্রে সবগুলো 'নস'-কে সামনে রেখে কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে বৈপরীত্য নিরসন করে।

ইসলামী বিধি-বিধান চয়নের ক্ষেত্রে এই বাহ্যিক বৈপরীত্য নিরসন একান্ত অপরিহার্য। এই বৈপরীত্য নিরসনে সাধারণত ৩টি পন্থা অবলম্বন করা হয়। যথা :

(ক) 'নস' অর্থাৎ শরীয়তের কোন হুকুম পূর্ববর্তী এবং কোন হুকুম পরবর্তী তা সঠিকভাবে সনাক্ত করে পরবর্তীটি অনুযায়ী আমল করা।

(খ) 'তারজীহ' অর্থাৎ সাহাবী-তাবেঈনদের আমাল ও আছার বা ভিন্ন কোনো দলিলের মাধ্যমে কোনো একটিকে প্রাধান্য দেওয়া।

(গ) 'তাতবীক' অর্থাৎ বাহ্যত বিরোধপূর্ণ নসগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করে আমলের সহীহ তরীকা পেশ করা।

বিষয়টি আরও স্পষ্ট হওয়ার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যাচ্ছে :

ইমামের পেছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা ও কিরাতপাঠ :

এ বিষয়ে শরীয়তের 'নস' তথা ভাষ্যগুলোতে বাহ্যত বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। হাদীসসমূহের মধ্য হতে কেবল দুটি উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ, এখানে বিপরীতমুখী হাদীসসমূহের জটিলতা নিরসনের পদ্ধতি বোঝানো উদ্দেশ্য, মাসআলা নয়। যেমন :

(ক) *বুখারী* ও *মুসলিম শরীফের* হাদীস : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতেহা পাঠ করে না তার নামায হয় না।"

(খ) *মুসলিম শরীফে* হযরত আবূ মূসা আশআরী রাযি. হতে বর্ণিত, "একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ওয়াজ করলেন, তিনি সুন্নাত শিক্ষা দিলেন এবং নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করে বললেন, ...আর ইমাম যখন কিরাত পড়বে তখন তোমরা নীরব থাকবে।"

বর্ণিত উভয় হাদীসই সহীহ। তবে প্রথম হাদীসের কারণে মনে হয়, যেহেতু ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে যে, সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে নামায হবে না, সেহেতু ইমাম ও মুনফারেদ (একাকী নামায আদায়কারী)-এর মতো মুক্তাদীকেও অবশ্যই কিরাত পাঠ করতে হবে। অপরদিকে দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, ইমামের পেছনে মুক্তাদী নিজে কিরাত না পড়ে নীরব থাকবে।

উক্ত বিরোধ নিরসনকল্পে হানাফীসহ অধিকাংশ ফকীহ 'তাতবীক' তথা সমন্বয়সাধনের পন্থা অবলম্বন করেছেন। এভাবে যে, প্রথমোক্ত হাদীসটি একাকী নামায আদায়কারী ও ইমামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, মুক্তাদীর ক্ষেত্রে নয়। আর দ্বিতীয় হাদীসে মুক্তাদীর কথা বলা হয়েছে। এই সমাধানের স্বপক্ষে রয়েছে হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত রিওয়ায়াত। এবং এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধতম সমাধান।

অতএব, কেউ যদি ফিকাহকে অবজ্ঞা করে, ফকীহদের মতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে প্রথমোক্ত হাদীসের আলোকে মুক্তাদীর কিরাত পড়ার মত গ্রহণ করে, তাহলে সে ফিকহ বাদ দিয়ে হাদীসের অনুসারী হতে গিয়ে প্রকারান্তরে হয়ে গেল স্পষ্টভাবে দ্বিতীয় হাদীসের বর্জনকারী।

৪. কুরআন-হাদীসের কোনো কোনো 'নস' বাহ্যত দ্ব্যর্থবোধক হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলিমদের ভুলে নিপতিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।

ফিকহ নির্মোহ গবেষণা ও তত্ত্ব-উপাত্তের মাধ্যমে কোনো একটি অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে বাতলে দেয়। ফলে মুসলিম উম্মাহ রক্ষা পায় ভ্রান্তি ও বিভেদ থেকে। যেমন :

আল্লাহর বাণী, "তালাকপ্রাপ্তা নারীরা ইদ্দত পালন করবে তিন 'কুরু'"।

উক্ত আয়াতে 'কুরু' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। এই আরবী শব্দটির অর্থ কখনো 'হায়েয' আবার কখনো (দু-হায়েযের মধ্যবর্তী) পবিত্রতা। ফলে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, আয়াতে কোন অর্থটি ধর্তব্য? প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত কোনটি? তিন তুহ্‌র নাকি তিন হায়েয?

হানাফী ফকীহগণ বলেন, 'তিন কুরু' মানে 'তিন হায়েয'। কারণ, আয়াতে 'ছালাছাহ' (তিন) শব্দটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। 'কুরু' শব্দটিকে যদি 'তুহ্‌র' (পবিত্র) অর্থে ধরা হয় তাহলে 'ছালাছাহ' অংশটির আমল পরিত্যক্ত হয়ে যায়। কেননা, শরীয়তে নারীকে ঋতুস্রাবমুক্ত পবিত্র অবস্থায় তালাক দিতে বলা হয়েছে। তাহলে তার ইদ্দত তিন তুহ্‌র (পবিত্রতা) কীভাবে হবে? যে তুহ্‌রে তালাক দেওয়া হয়েছে সেটাকে গণনা করা হলে ইদ্দত হয়ে যাবে তিনের কম, আর গণনা না করা হলে ইদ্দত হয়ে যাবে তিন তুহ্‌রের বেশি। তাই হানাফী ফকীহগণ বলেন, আয়াতে 'ছালাছাহ' শব্দটিই প্রমাণ করে যে, এখানে 'কুরু' শব্দ দ্বারা তুহ্‌র নয়, হায়েযই উদ্দেশ্য।

৫. বর্তমান সময়ে মানবজাতির সম্প্রসারিত জীবনের কিছু শাখা-প্রশাখা এমনও রয়েছে, যেসব বিষয়ে কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট 'নস' নেই। খায়রুল কুরূনের যামানাতেও যার সদৃশ কোনো আমল পাওয়া যায়

না। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের সঠিক বিধান ও রূপরেখা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য সাধারণ মুসলমানরা অবশ্যই কোনো না-কোনো গবেষকের গবেষণার ওপর নির্ভরশীল।

ফিকহ এসব বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহর স্বীকৃত মূলনীতির আলোকে উম্মতের জন্য ইসলামের বিশুদ্ধ বিধান ও কর্মের সঠিক রূপরেখা উপস্থাপন করে। এসব ক্ষেত্রে যদি ফিকহকে অনুসরণ না করা হয়, তাহলে সমাজের যোগ্য-অযোগ্য সকলেই মুজতাহিদ সেজে যাবে। এমন হ-য-ব-র-ল অবস্থা থেকে ফিকহ তথা বিজ্ঞ মুজতাহিদগণের গ্রহণযোগ্য ইজতেহাদ জাতিকে রক্ষা করে।

বিজ্ঞ পাঠক মহোদয়কে ভেবে দেখার অনুরোধ রইল। বিচক্ষণ, ভাষাপণ্ডিত, শরঈ মূলনীতি সম্পর্কে অবগত ও ইজতেহাদ-ইস্তেম্বাতে সিদ্ধহস্ত ছাড়া অন্য কারও পক্ষে কি জটিল বিষয়গুলোতে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে এভাবে সমাধান দেওয়া সম্ভব?

নিঃসন্দেহে সম্ভব নয়।

তাহলে ফিকাহ মানতে আপত্তি কেন? কেনই বা মুজতাহিদদের অভিমত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গ্রহণ করতে এত অসুবিধা?

ভেবে দেখলে অস্পষ্ট থাকবে না যে, গ্রহণযোগ্য মুজতাহিদদের ইজতিহাদ ও ফকীহগণের অভিমত মানা ছাড়া দীনে ইসলামে আমরা নিরাপদ নই।

ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাকাম

এই ইলমে ফিকহের আকাশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর মাকাম অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয়। এ শিরোনামের অধীনে বর্ণিত ঘটনার দ্বারা হয়তো ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর মর্যাদার কিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া যাবে।

নিম্নে ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর মাকাম সম্পর্কে কিছু আলেমের উক্তি পেশ করা হলো :

১. ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন,

أَلْقِرَاءَةُ عِنْدِىْ قِرَاءَةُ عَاصِمٍ وَالْفِقْهُ فِقْهُ أَبِىْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ আমার মতে ইমাম আছেমের কিরাতই শ্রেষ্ঠ কিরাত এবং ইমাম আবূ হানীফার ফিকহই শ্রেষ্ঠ ফিকহ। -*ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*, আল্লামা ইবনে খাল্লিকান, ৫/৪০৯

২. ইমাম শাফেঈ রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম ওয়াকী ইবনুল জাররাহ রহ. বলেন,

مَا لَقِيْتُ أَحَدًا أَفْقَهَ مِنْ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَلَا أَحْسَنَ صَلَاةً مِنْهُ

অর্থাৎ আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চেয়ে বড় কোনো ফকীহ (ফিকাহবিদ) এবং তাঁর চেয়ে উত্তম নামায আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। -*তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৪৫

৩. ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন,

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْرِفَ الْفِقَهَ فَلْيَلْزَمْ أَبَا حَنِيْفَةَ وَأَصْحَابَهُ فَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَيْهِ فِى الْفِقَهِ

অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি ফিকাহশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে চায় তাহলে সে যেন ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শাগরিদদের আঁকড়ে ধরে। কারণ, সকল মানুষ ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট ঋণী। -*মানাকিবে ইমাম আবী হানীফা*, ইমাম যাহাবী, ৩০; *তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৪৬

ইমাম শাফেঈ রহ. আরও বলেন,

مَنْ لَمْ يَنْظُرْ فِىْ كُتُبِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ لَمْ يَتَبَحَّرْ فِىْ الْعِلْمِ وِلَا يَتَفَقَّهْ وَكَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَقَوْلُهُ فِى الْفَقْهِ مُسَلَّمًا لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাবাদি না পড়বে সে ফিকাহশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারবে না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর উক্তি ফিকাহশাস্ত্রে সর্বজনস্বীকৃত। -*উকূদুল জুমান*, ১৮৭

৪. বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ. বলেন,

أَلْفِقْهُ صَنَاعَةُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَصَنَاعَةُ أَصْحَابِه وَالْفَرَائِضُ كَأَنَّهُمْ خُلِقُوْا لَهَا

অর্থাৎ ইলমে ফিকহের চর্চা তো ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও তাঁর শাগরেদদের পেশা। আর তাদের যেন সৃষ্টিই করা হয়েছে ইলমে ফারায়েযের জন্য। -*উকূদুল জুমান*, ১৯৪

তিনি আরও বলেন,

أَفْقَهُ مَنْ رَأَيْتُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ আমার দেখা সবচেয়ে বড় ফকীহ হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। -*মানাকিবে ইমাম আবী হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, আল্লামা যাহাবী, ২৯

৫. আবদুল্লাহ ইবনে আবূ জা'ফর বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَفْقَهَ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمَا رَأَيْتُ أَوْرَعَ مِنْهُ

অর্থাৎ আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চেয়ে বড় ফকীহ এবং তাঁর চেয়ে বড় খোদাভীরু আর কাউকে দেখিনি। -*তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৩৯

৬. জা'ফর ইবনে রবী বলেন,

أَقَمْتُ عَلى أَبِيْ حَنِيْفَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ فَمَا رَأَيْتُ أَطْوَلَ صَمْتًا مِنْهُ فَإِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فِي الْفِقْهِ تَفَتَّحَ وَسَالَ كَالْوَادِي

অর্থাৎ আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ছোহবতে ছিলাম দীর্ঘ পাঁচ বছর। তাঁর চেয়ে অধিক নীরবতা পালনকারী আর কাউকে দেখিনি। তবে যখন তাঁকে ইলমে ফিকহের কোনো বিষয় জিজ্ঞাসা করা হতো তখন তাঁর জবান খুলে যেত। এবং প্রবাহিত উপত্যকার ন্যায় চলতে থাকত। *তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৪৭

৭. জারীর রহ. বলেন, ইমাম আ'মাশকে কেউ কোনো সূক্ষ্ম ও জরুরি বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাঁকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকটে পাঠিয়ে দিতেন। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ১৮

৮. আবূ বকর ইবনে আইয়াশ রহ. বলেন,

كَانَ النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أَفْقَهَ أَهْلِ زَمَانِهِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন আপন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ২৯

৯. আবূ নুআঈম রহ. বলেন, যখন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকাল হয় তখন আমি আলী ইবনে সালিহ ইবনে হুয়াইকে বলতে শুনলাম তিনি বলছেন, ইরাকের মুফতী চলে গেলেন। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ২৯

১০. আবদুল্লাহ ইবনে দাউদ খুরায়বী বলেন, যদি তুমি হাদীস জানতে চাও তাহলে সুফিয়ান ছাওরীর নিকট যাও, আর যদি হাদীসের সূক্ষ্ম বিষয়াদি জানতে চাও তাহলে এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ. -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ২৯

১১. আল্লামা হুলওয়ানী বলেন, আমি আবী আসেম আননাবীলকে জিজ্ঞাসা করলাম, আবূ হানীফা রহ. বড় ফকীহ নাকি সুফিয়ান ছাওরী? উত্তরে তিনি বললেন, আবূ হানীফা রহ.। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ৩০

১২. আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. বলেন,

إِنْ كَانَ الْاحْتِيَاجُ إِلَى الرَّأْيِ فَهُوَ أَسَدُّهُمْ رَأْيًا

অর্থাৎ যদি মতামতের প্রয়োজন হয় তাহলে তিনি (আবূ হানীফা) হলেন সর্বাধিক সঠিক মতামতের অধিকারী। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ৩০

তিনি আরও বলেন,

لَوْلَا أَنَّ اللهَ قَدْ أَدْرَكَنِيْ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ لَكُنْتُ بِدْعِيًّا

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা আবূ হানীফা এবং সুফিয়ান ছাওরীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ না ঘটাতেন তাহলে আমি বিদআতী হয়ে যেতাম। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ৩০

১৩. আহমাদ ইবনে সালেহ বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, একবার ইমাম মালেক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি কি আবূ হানীফাকে চেনেন? তিনি বললেন,

نَعَمْ رَأَيْتُ رَجُلًا لَوْ كَلَّمَكَ فِيْ هَذِهِ السَّارِيَةِ أَنْ يَجْعَلَهَا ذَهَبًا لَقَامَ بِحُجَّتِهِ

অর্থাৎ হ্যাঁ! আমি তাকে এমন যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছি যে, যদি তিনি পাথরের স্তম্ভকে স্বর্ণ বলে দাবি করেন, তাহলে দলিল-প্রমাণের দ্বারা তা সাব্যস্ত করতে পারেন। -*মানাকিবুল ইমাম আবূ হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ৩১

১৪. ইমাম আবূ হানীফা রহ. তিরাশি হাজার মাসআলা নিজ মুখে বর্ণনা করেন, যেগুলোর মধ্যে ৩৮ হাজার ইবাদতের এবং ৪৫ হাজার পারস্পরিক লেনদেনের মাসাইল। -*আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী*, ৪৪৯

শামসুল আইম্মা কারদারী লিখেছেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. যে পরিমাণ মাসআলা সংকলন করেছিলেন তার সংখ্যা হবে ছয় লক্ষ। -*সীরাতুন নুমান*, মাও. শিবলী নুমানী

ঘটনা : ৭২
ফুকাহায়ে কেরামের মর্যাদা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস সুলাইমান আল আ'মাশ রহ. ছিলেন ইমাম আবূ হানীফার হাদীসের উস্তাদ। একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে কয়েকটি জটিল প্রশ্ন করলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর উত্তর দিলেন। প্রশ্নগুলোর উত্তর শুনে ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন, তুমি এ সমাধানগুলো কোন দলিলের মাধ্যমে দিলে?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এগুলো সেই সকল হাদীস থেকে উদ্‌ঘাটন করেছি, যেগুলো আপনি নিজে আমার নিকট বর্ণনা করেছেন। এটা শুনে ইমাম আ'মাশ রহ. বললেন,

يَا مَعْشَرَ الْفُقَهَاءِ أَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ وَنَحْنُ الصَّيَادِلَةُ

অর্থাৎ হে ফুকাহায়ে কেরামের দল, তোমরাই মূলত ডাক্তার আর আমরা তো কেবল ওষুধ বিক্রেতা। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৪৫

ঘটনা : ৭৩
মজুরি বা ভাড়া সংক্রান্ত একটি দুর্লভ মাসআলা

একবার ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. অসুস্থ হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এ মানুষটি মারা গেলে জমিনে তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কেউ নেই। সুস্থ হওয়ার পর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. এ কথাটি শুনতে পেলে নিজেকে কিছুটা আত্মবিশ্বাসী মনে করলেন। ফলে ফিকহের দরস দেওয়ার জন্য আলাদা মজলিস কায়েম করলেন। মানুষেরা তাঁর দিকে মনোনিবেশ করল। শরীক হতে লাগল তাঁর মজলিসে।

খবর পেয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ. এক শাগরিদকে বললেন, আবূ ইউসুফের মজলিসে হাজির হয়ে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করবে। আর তা এই যে, কোনো ব্যক্তি ধোপাকে একটি কাপড় দিয়ে বলল, দুই দিরহামের বিনিময়ে কাপড়টি ধুয়ে দাও। কিছুদিন পর সে ধোপার নিকট কাপড় তলব করলে সে কাপড় গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করল। কয়েকদিন পর আবার কাপড়টি ফেরত চাইলে সে তা ধোয়ার পর ফেরত দিল। এ অবস্থায় কাপড়ের মালিকের ওপর ধোপাকে মজুরি প্রদান করা ওয়াজিব হবে কি না? যদি এর উত্তরে আবূ ইউসুফ বলে হ্যাঁ, ওয়াজিব হবে, তখন তুমি বলবে আপনি ভুল বলেছেন। আর যদি বলে ওয়াজিব হবে না, তখনো তুমি বলবে আপনি ভুল করছেন।

সে ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর মজলিসে গিয়ে মাসআলাটি জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হ্যাঁ, মালিকের ওপর পারিশ্রমিক দেওয়া ওয়াজিব। সে বলল, আপনি ভুল বলছেন। আবূ ইউসুফ রহ. কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, না, ওয়াজিব হবে না। সে এবারও বলল, আপনি ভুল বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে আবূ ইউসুফ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর খেদমতে হাজির হলেন। তাঁকে দেখেই তিনি বললেন, সম্ভবত ধোপার মাসআলার জন্য এসেছ। আবূ ইউসুফ রহ. বললেন, হ্যাঁ। তখন আবূ হানীফা রহ. বললেন, সুবহানাল্লাহ! যে ব্যক্তি মুফতী হয়েছে, মানুষদের ফতোয়া দিতে

বসেছে, দীনে এলাহীর পথপ্রদর্শকের মর্যাদা লাভ করেছে, অথচ তার অবস্থা এই যে, একটি মজুরি-সংক্রান্ত মাসআলাই তার জানা নেই।

ইমাম আবূ ইউসুফ আরজ করলেন, হযরত দয়া করে আপনি এর সমাধান বলে দিন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, যদি ধোপা কাপড় গ্রহণের বিষয়টি অস্বীকার করার পূর্বে কাপড়টি ধুয়ে থাকে তাহলে পারিশ্রমিক পাবে। কেননা এ অবস্থায় সে তা মালিকের জন্য ধুয়েছে। আর যদি সে কাপড়টি ছিনতাই বা অস্বীকার করার নিয়তে পরে ধুয়ে থাকে তাহলে পারিশ্রমিক পাবে না, কারণ সে তা নিজের মনে করে ধুয়েছে। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০৮-১০৯

ঘটনা : ৭৪
পরস্পর দুই ভাইয়ের বিবাহ এবং এতে এক জটিলতার সৃষ্টি

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. অন্যান্য আলেম-উলামার সঙ্গে এমন এক ব্যক্তির বাড়িতে ওলীমার দাওয়াতে গেলেন, যিনি নিজের দুই মেয়েকে বিবাহ দিয়েছিলেন দুই আপন ভাইয়ের সঙ্গে। অনুষ্ঠান চলাকালে হঠাৎ বাড়ির ভেতর থেকে এসে বিয়ের অলি বলতে লাগলেন, আমরা তো মহাবিপদে পড়ে গেছি। বিষয়টি হলো—রাতে ভুলবশত বধূ অদল-বদল হয়ে গেছে। দুই বরই অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছে। এটা শুনে সুফিয়ান ছাওরী রহ. বললেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। হযরত মুআবিয়া রাযি. একবার এ ধরনের সমস্যায় হযরত আলী রাযি.-এর কাছে চিঠি পাঠালে তিনি বলেছিলেন, এর সমাধান এই যে, উভয় স্বামীর জন্য সেই মহিলাকে মহর দেওয়া ওয়াজিব হবে, যার সঙ্গে সে রাত্রি যাপন করেছে। এবং প্রত্যেক মহিলা নিজ নিজ স্বামীর নিকট ফেরত চলে যাবে। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর এই সমাধান পছন্দ করলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. চুপ ছিলেন। হঠাৎ মিসআর রহ. তাঁকে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন? সুফিয়ান ছাওরী বললেন, এ ছাড়া আর তিনি কী বলবেন! ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রত্যেক বরকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, যেই মহিলার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছ তাকে কি তুমি পছন্দ করো? প্রত্যেকেই বলল, হ্যাঁ, আমি তাকেই পছন্দ করি, যার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছি। তারপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ

মাসআলার সমাধানে বললেন, প্রত্যেক বর নিজ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিবে এবং যার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেছে, তাকেই বিবাহ করবে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এ সমাধানকে সকলেই অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখলেন। মিসআর রহ. দাঁড়িয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাথায় চুম্বন করে বললেন, তোমরা কি আমাকে এমন ব্যক্তির মুহাব্বতের কারণে তিরস্কার করো? সুফিয়ান ছাওরী রহ.ও এ জবাব শুনে চুপ রইলেন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১০৯

সতর্কতা : মূলত এ মাসআলার সমাধান সেটাই, যেটা সুফিয়ান ছাওরী রহ. দিয়েছিলেন। কারণ, এখানে اَلْوَطْئُ بِشُبْهَةٍ (ভুলবশত সঙ্গম) পাওয়া গেছে। আর এতে মহর ওয়াজিব হয়, বিবাহ ফাসেদ হয় না। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা রহ. যে সমাধান দিয়েছিলেন তা ছিল একটি বিশেষ হেকমতের কারণে, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তরে ইলহাম (আল্লাহর পক্ষ থেকে কারও অন্তরে কিছু ঢেলে দেওয়া) করেছিলেন। তা হলো—উল্লিখিত মাসআলায় যদি প্রত্যেক স্ত্রী আপন আপন স্বামীর নিকট ফিরে যেত অথচ প্রত্যেকের সঙ্গে অপরজনের স্বামী ভুলবশত সঙ্গম করেছে এবং তার গোপন সৌন্দর্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে। ফলে এতে প্রবল আশঙ্কা ছিল যে, প্রত্যেক স্বামীর অন্তর গোপন কোনো সৌন্দর্যের কারণে সেই মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত—যার সঙ্গে সে ভুলবশত মিলিত হয়েছে। আর দিন দিন এই আকর্ষণ বাড়তে থাকত যা পরবর্তীতে হয়ে দাঁড়াত এক মহাবিপদের কারণ। হয়তো এই হেকমতের কারণেই সুফিয়ান ছাওরী রহ.-ও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমাধান শুনে চুপ ছিলেন। -*খাইরাতুল হিসান* এর টীকা, পৃ. ১০৯

ঘটনা : ৭৫

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিস্ময়কর সমাধান

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাশেম বংশীয় কোনো নেতার জানাযায় উপস্থিত হন, যাতে কুফার উলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গও শরীক ছিলেন। হঠাৎ মৃতব্যক্তির মা চেহারা ও

মাথা উন্মুক্ত করে ঘর হতে দৌড়ে বাইরে এল এবং মৃত লাশের ওপর তার কাপড় নিক্ষেপ করল। এটা দেখে তার স্বামী বলল, ঘরে ফিরে যাও নইলে তোমাকে তালাক। তখন মহিলা কসম খেয়ে বলল, যদি জানাযার নামায সম্পন্ন হওয়ার আগেই আমি ঘরে ফিরে যাই, তাহলে আমার গোলাম আযাদ।

উভয়ের কথা শুনে সকলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কারও মুখে কোনো কথা নেই। একপর্যায়ে মহিলার পিতা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি স্বামী-স্ত্রী উভয়কে তাদের কসম পুনরাবৃত্তি করতে বললেন। তারপর জানাযার নামায পড়ানোর নির্দেশ দিলেন। নামায শেষ হলে মহিলাকে বললেন ঘরে ফিরে যেতে। এভাবেই মহিলাটি তালাকপ্রাপ্তা হওয়া থেকে বেঁচে গেল, কেননা সে স্বামীর কথামতো ঘরে ফিরে গেল। লক্ষণীয় হচ্ছে, তার স্বামী কিন্তু তাকে নামাযের আগে ঘরে যেতে হবে অন্যথায় তালাক এমন কথা বলেনি। অন্য দিকে মহিলার কসমটিও পূর্ণ হলো। কেননা, নামাযের আগে তাকে ঘরে ফিরে যেতে হলো না। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১১০

ঘটনা : ৭৬

একটি চমৎকার বণ্টন

একবার আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোনো ব্যক্তির দুটি দিরহাম অপর এক ব্যক্তির একটি দিরহামের সঙ্গে মিশে গেল। তারপর মিশে যাওয়া দিরহাম তিনটির মধ্যে দুটি দিরহাম হারিয়ে গেল কিন্তু এটা জানা গেল না যে, দিরহাম দুটি কার ছিল। এখন অবশিষ্ট দিরহামটি কে পাবে? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, দুই দিরহামের মালিক এর দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক দিরহামের মালিক পাবে এক-তৃতীয়াংশ।

ইবনে মুবারক রহ. বলেন, আমি ইবনে শুবরুমা রহ.-এর নিকট এ মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সেই সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দেওয়া সমাধানটিও তাঁর সম্মুখে উল্লেখ করলাম। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমাধান শুনে বললেন, আল্লাহর বান্দা (আবূ হানীফা)

ভুল করেছেন। কেননা, হারিয়ে যাওয়া দিরহাম দুটির মধ্য হতে একটির ব্যাপারে তো এটা নিশ্চিত বলা যায় যে, তা দুই দিরহামের মালিকের। আর দ্বিতীয়টি উভয়ের। সুতরাং অবশিষ্ট দিরহামটির মালিক হবে তারা উভয়ে সমানভাবে।

আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, তাঁর এ সমাধান আমার নিকট যুক্তিসঙ্গত মনে হলো এবং আমার অন্তরে তা প্রভাব ফেলল। আমি পুনরায় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, যখন একজনের দুটি দিরহামের সঙ্গে অপরজনের একটি দিরহাম মিশে গেছে তখন প্রত্যেকটি দিরহামের মাঝে উভয়ের মালিকানা সাব্যস্ত হয়েছে তিন তিন অংশ হিসাবে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দিরহামের মাঝে রয়েছে এক দিরহামের মালিকের এক-তৃতীয়াংশ মালিকানা এবং দুই দিরহামের মালিকের রয়েছে দুই-তৃতীয়াংশ মালিকানা। সুতরাং কোনো দিরহাম হারিয়ে গেলে বুঝতে হবে প্রত্যেকের মালিকানা হিসাবে তার অংশ হারিয়ে গেছে। একইভাবে অবশিষ্ট দিরহামটির মাঝেও উভয়ের মালিকানা আপন আপন অংশ হিসাবে বাকি থাকবে। অর্থাৎ দুই দিরহামের মালিকের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ এবং এক দিরহামের মালিকের জন্য এক-তৃতীয়াংশ। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১১২

ঘটনা : ৭৭
মীরাস-সংক্রান্ত একটি মাসআলা

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট এক মহিলা এসে বলল, আমার ভাই মারা গেছে এবং পরিত্যক্ত সম্পদ হিসাবে রেখে গেছে ৬০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা)। আমি মীরাস হিসাবে তা থেকে পেয়েছি মাত্র একটি দিনার। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তোমার মীরাসের এ বণ্টন কে করেছে? সে বলল, দাউদ তাঈ রহ.। (দাউদ তাঈ ছিলেন ইমাম আবূ হানীফার বিশিষ্ট শাগরিদ) ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, মূলত এক দিনারই তোমার প্রাপ্য। কারণ, তোমার ভাই মারা যাওয়ার সময় রেখে গেছে তার দুই কন্যা, স্ত্রী, মা, ১২ ভাই ও এক বোন। আর এ অবস্থায় মাসআলার সমাধান এটাই যে তুমি পাবে এক দিনার। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১১৫

ঘটনা : ৭৮

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি

এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট এসে বলল, আমি মহাবিপদে পড়ে গেছি। আমার স্ত্রীকে কসম করে বলেছি, আমি তোমার সঙ্গে কোনো কথা বলব না, যতক্ষণ না তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে। আমার স্ত্রীও কসম করেছে যে, সে আমার সঙ্গে কথা বলবে না, যতক্ষণ না আমি তার সঙ্গে কথা বলি।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তোমাদের কারও কসমই ভঙ্গ হয়নি। সুফিয়ান ছাওরী রহ. এটা শুনে চরম রাগান্বিত হলেন। এবং ইমাম আবূ হানীফাকে বলতে লাগলেন, আপনি কি হারামকে হালাল করছেন? কোন যুক্তিতে এ ফায়সালা দিলেন?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, স্বামী কসম করার পর যখন তার স্ত্রী কসম করল, তখন স্বামীর কসম পূর্ণ হয়ে গেল। কারণ, স্ত্রী কসম করার মাধ্যমে কথা বলেছে। এখন যদি স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী কথা বলে তাহলে স্ত্রীর কসমও পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা, স্বামী তার সঙ্গে কথা বলল স্ত্রীর কসম করার পর।

এ জবাব শুনে সুফিয়ান ছাওরী বললেন, আপনার সামনে এমন সব ইলম প্রকাশিত হয়, যা থেকে আমরা উদাসীন। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২০

ঘটনা : ৭৯

আগুনে টগবগ করা পাত্রে পাখি পড়ে মারা গেলে

একসময় আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন, এক ব্যক্তির চুলার ওপর তরকারির টগবগ করা পাত্রে একটি পাখি পড়ে মারা গেল। এ অবস্থায় সেই তরকারি খাওয়া কি বৈধ হবে?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. শাগরিদদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের ধারণামতে এর হুকুম কী? তারা বলল, ঝোল ফেলে দিতে হবে। তবে গোশত খাওয়া বৈধ হবে।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এটা তো স্থির পানিতে পড়লে। কিন্তু টগবগ করা পানিতে পড়লে তখন গোশতও ফেলে দিতে হবে। ইবনে মুবারক রহ.-এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, টগবগে গোশতের পাত্রে পাখি পড়ে মারা গেলে 'নাপাকি' গোশতের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। কিন্তু স্থির পানিতে পড়লে তা কেবল বাহ্যিক অংশে পৌঁছে। কাজেই তখন গোশতগুলো পানি দ্বারা ধুয়ে খাওয়া বৈধ হবে। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৮৪

ঘটনা : ৮০
রমযান মাসে দিনের বেলা স্ত্রীসঙ্গম

এক ব্যক্তি কসম করল যে, রমযানে দিনের বেলায় স্ত্রীসহবাস করবে। মানুষেরা তাকে কসম থেকে মুক্ত করতে চরম দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বিষয়টি শুনে বললেন, এটা সহজ বিষয়, সে স্ত্রীকে নিয়ে সফরে চলে যাবে। সফরে থাকা অবস্থায় তার সঙ্গে সহবাস করে নেবে। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২৮

ঘটনা : ৮১
তিন তালাক সংক্রান্ত কয়েকটি জটিল মাসআলা

১. এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, যদি কেউ এই কসম করে যে, যদি আমি আজ অপবিত্রতার গোসল করি বা আজ কোনো নামায ছেড়ে দিই অথবা আজ আমার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করি, তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক। এ অবস্থায় তার জন্য এই কসম থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা আছে?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, সে আসরের নামায পড়ার পর স্ত্রীসহবাস করে সূর্যাস্তের পর গোছল করবে এবং মাগরিব ও ঈশার নামায আপন আপন ওয়াক্ত মোতাবেক আদায় করবে। এতে তার কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১২৮

২. এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, আমার স্ত্রী সিঁড়ির ওপর ছিল, এমন সময় আমি তাকে বললাম, যদি তুমি ওপরের

সিঁড়িতে আরোহণ করো বা নিচের সিঁড়িতে অবতরণ করো, তাহলে তোমাকে তিন তালাক। এ অবস্থায় তার স্ত্রী কী করবে?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, স্ত্রী সিঁড়ির ওপর থাকা অবস্থায় সিঁড়িটিকে নিচে নামিয়ে আনবে। অথবা স্ত্রীর ইচ্ছা ছাড়াই কেউ তাকে উঁচু করে তুলে জমিনে রেখে দেবে।

৩. এক ব্যক্তির স্ত্রীর হাতে পানির পেয়ালা ছিল এমন সময় সে তাকে বলল, যদি তুমি এই পানি পান করো বা ফেলে দাও অথবা কাউকে দিয়ে দাও কিংবা রেখে দাও তাহলে এ সকল অবস্থায় তোমাকে তালাক। এ অবস্থায় তালাকপ্রাপ্ত না হওয়ার জন্য স্ত্রী কী করবে?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, সেই পানির মাঝে একটি কাপড় ডুবিয়ে দেবে যেন সব পানি চুষে নেয়। এরপর কাপড়টি শুকিয়ে ফেলবে। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৩০

ঘটনা : ৮২

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইলমী যোগ্যতা

ইমাম ওয়াকী রহ. বলেন, আমার একজন প্রতিবেশী ছিলেন হাফেযুল হাদীস। তাঁর স্ত্রীও ছিল খুব ভালো। এ কারণে স্ত্রীর প্রতি তাঁর অগাধ ভালোবাসা ছিল।

হঠাৎ তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মলোমালিন্য হলো। তিনি স্ত্রীকে বলে ফেললেন, যদি তুমি আজ রাতের মধ্যে আমার নিকট তালাক চাও আর আমি তোমাকে আজ রাতের মধ্যেই তিন তালাক না দিই, তাহলে তুমি তালাক। স্ত্রী বলল, যদি আমি আজ রাতে তোমার কাছে তালাক না চাই, তাহলে আমার সকল গোলাম আযাদ এবং আমার সকল মাল সদকা বলে গণ্য হবে।

ইমাম ওয়াকী রহ. বলেন, এরপর তাঁরা দুজনে আমার নিকট এসে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটি বলে আফসোস করতে লাগল, জানাল তারা বিচ্ছেদ চায় না, চায় একসঙ্গে বসবাস করতে।

আমি বললাম, আমার কাছে এর কোনো সমাধান নেই। তোমরা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট গেলে হয়তো এর সমাধান পাবে। লোকটি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সম্পর্কে ভালো আকীদা পোষণ করত না। তাঁর সমালোচনা করত। বিষয়টি ইমাম আবূ হানীফা রহ.ও জানতেন। এ কারণে সে তাঁর নিকট যেতে রাজি হলো না।

আমি বললাম, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলো। তাতেও সে অসম্মতি জানাল।

তারপর আমি তাঁকে সঙ্গে করে কূফার কাজী ইবনে আবী লাইলা রহ.-এর নিকট গেলাম। তিনি সমাধান দিতে পারলেন না। তখন সবাই মিলে সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর নিকট গেলে তিনিও বললেন, আমার কাছে এর কোনো সমাধান নেই।

অবশেষে কোনো উপায় না পেয়ে তারা আমার সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট যেতে রাজি হলো। আমরা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বললাম। আরও জানালাম, এর সমাধানের জন্য আমরা ইবনে আবী লাইলা ও সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর নিকটে গিয়েছিলাম কিন্তু তাঁরা এর সমাধান দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

সব শুনে ইমাম আবূ হানীফা রহ. আমার ওই প্রতিবেশীকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি যদিও আমার সমালোচক তথাপি আমি তোমার এই সমস্যার সমাধান দেওয়াকে নিজ দায়িত্ব মনে করছি। তারপর তিনি তাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি একে অপর থেকে পৃথক না হয়ে কসম থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও? উভয়ই বলল, হ্যাঁ। তারপর তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি তোমার স্বামীর কাছে তালাক চাও। সে বলল, আমাকে তালাক দিন। স্বামীকে বললেন, তুমি তাকে বলো, তোমাকে তিন তালাক যদি তুমি তা চাও। সে তা-ই বলল। তারপর স্ত্রীকে বললেন, তুমি বলো, আমি তালাক চাই না। সে তা-ই বলল। এরপর ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁদের উভয়কে বললেন, তোমরা তোমাদের কসম থেকে মুক্ত হয়ে গেছ, তোমাদের বৈবাহিক সম্পর্কও ঠিক

আছে। এবং স্বামীকে বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে সামান্য জ্ঞানও শিক্ষা দিয়েছে তার সমালোচনা করা থেকে তওবা করো।

ইমাম ওয়াকী রহ. বলেন, এ ঘটনার পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে প্রত্যেক নামাযের পর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জন্য দুআ করত। -*আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ*, আল্লামা খতীব বাগদাদী রহ., ২/৮৭

কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ

কূফার শ্রেষ্ঠ ফকীহ হযরত আলী রাযি. ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.। তাঁদের উভয়ের শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আলকামা। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ ইবরাহীম নাখঈ। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হাম্মাদ। হাম্মাদের শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবূ হানীফা। আবূ হানীফার শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ আবূ ইউসুফ। তাঁর শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ মুহাম্মাদ ইবনে হাসান। মুহাম্মাদ ইবনে হাসানের শাগরিদদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফকীহ হলেন আবূ আবদুল্লাহ আশ শাফেঈ রহ. (ইমাম শাফেঈ রহ.)। -*সিয়ারু আলামিন নুবালা*, আল্লামা াহাবী, ৫/২৩৬

ঘটনা : ৮৩
একটি বিস্ময়কর যুক্তি

রৌপ্যের প্রলেপকৃত পানপাত্রে পান করা যাবে কি না এ নিয়ে আবূ জাফর দাওয়ানেকী রহ.-এর মজলিসে একদিন আলোচনা শুরু হলো। মজলিসে উপস্থিত ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ., সুফিয়ান ছাওরী রহ. এবং তাঁদের সমকালীন অনেক আলেম-উলামা। সকলেই বললেন, এ ধরনের পাত্রে পান করা মাকরূহ হবে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. চুপ ছিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, রুপার স্থানে মুখ লাগিয়ে পান করলে মাকরূহ হবে নতুবা নয়। এ শুনে সবাই তার সঙ্গে তর্ক শুরু করলেন এবং বললেন, আপনি কোন ভিত্তিতে এ মাসআলা বললেন? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, যদি কারও হাতের আঙুলে রুপার আংটি থাকে এমতাবস্থায় সে তার হাতের অঞ্জলি দ্বারা পানি পান

করলে কি তা মাকরূহ হবে? সবাই তাঁর এ যুক্তি শুনে থমকে গেলেন। স্বয়ং আবূ জাফর রহ.ও আশ্চর্যান্বিত হলেন। *-নসবুর রাইয়াহ/হেদায়ার* টীকা, পৃ. ৪৩৭ খণ্ড : ০৪ টীকা নং ০৬

ঘটনা : ৮৪
একটি মাসআলার ফায়সালা

একদিন ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. ও ইমাম যুফার রহ. উভয়ে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ.-এর সম্মুখে একটি মাসআলা নিয়ে তুমুল তর্কে লিপ্ত হন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের পক্ষে দলিল পেশ করতে থাকেন। জোহরের নামাযের সময় হলো, ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুফারকে সম্বোধন করে বললেন, যেখানে আবূ ইউসুফ উপস্থিত থাকে সেখানে নিজের বড়ত্বের কথা ভুলে যাও। এই বলে তিনি আবূ ইউসুফের মতের পক্ষে ফায়সালা দিয়ে দিলেন। *-তারীখে বাগদাদ*, ৪/২৪৭

ঘটনা : ৮৫
সফর অবস্থাতেও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট ইলমপিপাসুদের ভিড়

একবার ইমাম আবূ হানীফা রহ. মক্কায় তাশরীফ আনলেন। তাঁকে দেখতেই ইলমপিপাসুরা তাঁর কাছে ছুটে এল। এক বিশাল ইলমী মজলিসের সৃষ্টি হলো। হাদীস ও ফিকহ দুই বিষয়ের ছাত্রই সেখানে উপস্থিত ছিল। সবাই ছিল ইলমের তীব্র পিপাসায় কাতর। একজনের ঘাড় টপকে আরেকজন আসতে লাগল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বিরক্ত হয়ে বললেন, আমাদের মেযবানদের নিকট গিয়ে কে এই অশান্ত পরিবেশকে শান্ত করার আবেদন জানাবে? একজন ছাত্র দাঁড়াল। তার নাম ছিল আবূ আছেম। সে বলল, আমি যাচ্ছি। তবে এর আগে কয়েকটি মাসআলার সমাধান অতি জরুরি হয়ে পড়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার মাসআলাগুলোর সমাধান দিতেই একই উদ্দেশ্যে আরেকজন ছাত্র দাঁড়াল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তার দিকে মনোযোগ দিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে তার মাসআলাগুলোর সমাধান দিলেন। মেযবানের নিকট

যাওয়ার বিষয়টি একেবারেই ভুলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর স্মরণ হলে বললেন, হে আবূ আছেম, মেজবানদের নিকট এখনো যাওনি? আবূ আছেম কৌশল অবলম্বন করে বলল, আমি তো এটা বলিনি এখনি যাচ্ছি, বরং সুযোগ বুঝে যাব। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, তোমার ওই কথা থেকে এ ধরনের ব্যাখ্যাগ্রহণের অবকাশ নেই। বরং তোমার কথার মর্ম ঠিক সেটাই বুঝতে হবে যা মানুষ সাধারণ কথাবার্তায় বুঝে থাকে।

মূলত এটা ছিল একটি ফেকহী মাসআলা যা সাধারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়েই বলে দিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। -*সীরাতুন নু'মান*, পৃ. ৩৮

ঘটনা : ৮৬

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইজতেহাদ

একজন আলেম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো ইজতেহাদ বা গবেষণার ওপর কি আপনার কখনো আফসোস এবং লজ্জাবোধ হয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, একবার মানুষেরা আমার নিকট জিজ্ঞাসা করল, কোনো গর্ভবতী মহিলা মারা যাওয়ার পর তাঁর গর্ভস্থ সন্তান যদি নড়াচড়া করে, তাহলে কী করণীয়? তখন আমি বলেছিলাম, মহিলার পেট চিরে বাচ্চাটি বের করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই ইজতেহাদের ওপর আমার আফসোস হয়েছিল। কারণ, মাতৃগর্ভ থেকে বাচ্চাটি জীবিত অবস্থায় বের হওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চিত ছিল না অথচ এ কারণেই একজন মৃত মহিলাকে পেট ফেড়ে কষ্ট দেওয়ার ফতোয়া প্রদান করেছিলাম। এ জন্য আমার আফসোস হয়েছিল। জিজ্ঞাসাকারী আলেম বললেন, এ ইজতেহাদ দুঃখজনক নয়, বরং এতে আল্লাহর রহমত শামিল রয়েছে। কারণ, আপনার ইজতেহাদের বরকতে জীবিত অবস্থায় মৃত মায়ের পেট থেকে নির্গত সেই বাচ্চাটিই হলাম আমি। -*হাদাইকুল হানাফিয়্যাহ*, পৃ.৭০

আসার বা হাদীসের সূক্ষ্ম বিষয়াদি জানার জন্য ইমাম আবূ হানীফা রহ.

আবদুল্লাহ বিন দাউদ রহ. বলেন, যদি কেউ আসার (সাহাবায়ে কেরামের উক্তি) অথবা হাদীস জানার ইচ্ছা করে, তো তার জন্য রয়েছেন সুফিয়ান ছাওরী রহ.। আর যখন সেই আসার ও হাদীসগুলোর সূক্ষ্মতা সম্পর্কে জানার ইচ্ছা হয় তার জন্য রয়েছেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। -*সীয়ারুল আহনাফ*, পৃ. ২৯; *আসারুল হাদীস*, ড. খালিদ মাহমুদ, ২/২৭৬

ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক কী?

এক ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করল, ইলমে ফিকহ অর্জনের জন্য সবচেয়ে বড় সহায়ক কী? তিনি বললেন, একাগ্রতা। সে জিজ্ঞাসা করল, একাগ্রতা কীভাবে হাসিল হবে? তিনি বললেন, নিজের সঙ্গে যা সম্পৃক্ত এবং যা সম্পৃক্ত নয় উভয় প্রকার বস্তু কমানোর দ্বারা। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, এগুলো কমানোর উপায়? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, যে জিনিস যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি গ্রহণ করবে না। -*মালফূযাতে আবূ হানীফা রহ.*, পৃ. ০৬

ফিকহশূন্য মুহাদ্দিসের পরিণতি

সাধারণ ব্যক্তি তো দূরের কথা হাদীস বর্ণনাকারীদের অনেকে এমন রয়েছেন, যাদের মাঝে ফিকহের নেয়ামত না থাকায় তারা কোনো কোনো হাদীসের এমন অর্থ গ্রহণ করেছেন, যা শুধু হাস্যকরই নয় বরং অনেকটা আশ্চর্যের।

কেউ তো ইস্তিঞ্জা থেকে ফারেগ হয়ে ওযু না করেই বিতরের নামায পড়েছেন!! আর এ আমলের দলিল প্রদান করেছেন مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ হাদীস দ্বারা! অথচ এ হাদীসের মর্ম হলো, যে ব্যক্তি ইস্তিঞ্জাতে ঢিলা ব্যবহার করতে চায়, সে যেন বেজোড়সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে[১]। এখানে فَلْيُوْتِرْ বিতরের নামায পড়া নয়। বরং বিজোড়সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করা।

---

১. *সুনানে আবী দাউদ*, হাদীস : ৩৫

কেউ আবার نَهَى عَلَى الحَلَقِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ [1] এ হাদীস দ্বারা বুঝেছেন জুমআর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা মুণ্ডন করতে নিষেধ করেছেন। তাই চল্লিশ বছর জুমআর নামাযের পূর্বে মাথা মুণ্ডন করেননি!! এ আমলের দলিল প্রদান করেছেন পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা। অথচ الحَلَق এর মধ্যে লামের ওপর যবর হবে এবং হাদীসের মর্ম হলো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমআর দিন নামাযের পূর্বে মসজিদে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। মাথা মুণ্ডন করার সঙ্গে এর বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই।

আবার কোনো হযরত نَهَى أَنْ يَسْقَى الرَّجُلُ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِه এ হাদীস দ্বারা বুঝেছেন, প্রতিবেশীর বাগানে পানি সিঞ্চন করা নিষেধ। অথচ হাদীসের মর্ম হলো অন্যের গর্ভবতী স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়া নিষেধ।[2]

প্রতিবেশীর বাগানে পানি সিঞ্চন করার সঙ্গে এ হাদীসের অর্থের আকাশ-পাতাল ব্যবধান।

কোনো একজন বড় শাইখকে হাদীস বর্ণনা করার সময় মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একটি কুয়ার মধ্যে মুরগি পড়েছে, কুয়ার পানির হুকুম কী? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, কুয়া ঢেকে রাখলে না কেন? ঢেকে রাখলে কুয়ার মধ্যে কিছুই পড়ত না।

অপর আরেকজনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কুয়ার মধ্যে ইঁদুর পড়েছে, কুয়ার পানির হুকুম কী? তিনি উত্তরে বলেন, اَلْبِئْرُ جُبَارٌ [3] অর্থাৎ কুয়ায় পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তার কোনো ক্ষতিপূরণ নেই। হায়! প্রশ্ন কী আর উত্তর কী!

এ হলো ফিকহশূন্য হাদীস বর্ণনাকারীদের অবস্থা! যাদের হাদীসের উস্তাদ ছিল এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে তারা হাদীসের উস্তাদদের নিকট হাদীস অধ্যয়ন করেছিলেন।

---

১. *সুনানে আবী দাউদ*, *মিরকাত শরহে মিশকাত*, ২/২১৬
২. *সুনানে আবী দাউদ*, ২/২১৪, *বাইহাকী*, ২/২৩৫
৩. *সহীহ ইবনে খুযাইমা*, ৪/৪৬

আর যাদের হাদীসের উস্তাদ নেই বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস অধ্যয়ন করেননি তাদের অবস্থা কী? বিশেষ করে আমাদের সময়ে যারা কোনো উস্তাদের কাছে হাদীস বা ফিকহ অধ্যয়ন না করে মুহাদ্দিস বা মুজতাহিদ সেজেছেন তাদের অবস্থা কী হতে পারে?

অথচ যেকোনো জ্ঞান অর্জনের জন্য উস্তাদ আবশ্যক। তাই তো হযরত উমর রাযি. বলেন,

إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ

অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ইলম শুধু সেটাই যা উস্তাদের মাধ্যমে শেখা হয়।

ইমাম শাফী রহ. বলেন,

مَنْ تَفَقَّهَ مِنْ بُطُوْنِ الْكُتُبِ ضَيَّعَ الْأَحْكَامَ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কিতাব পড়ে ফকীহ হলো, সে শরীয়তের হুকুমকে মাটি করে দিল।

ইমাম আবূ যুরআ রহ. বলেন, শুধু বই পড়ে কেউ ফতোয়া দেবে না এবং শুধু কুরআন পড়ে কেউ কারী হবে না।

কামালুদ্দীন সামআনী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি তার শাইখের নিকট থেকে সরাসরি ইলম শিক্ষা করে, সে বিকৃতি ও জালিয়াতি থেকে পবিত্র থাকে। আর যে ব্যক্তি উস্তাদ ছাড়া নিজে নিজে কিতাব পড়ে ইলম অর্জন করে আলেমদের নিকট তার ইলম মূল্যহীন। কারণ, শিক্ষক ছাড়া শুধু কিতাবই যদি শরঈ ফাহমের জন্য যথেষ্ট হতো তাহলে কুরআন নাযিলের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের জরুরত হতো না। আর উলামায়ে উম্মতকেও দেওয়া হতো না ওরাসাতে রাসূলের দায়িত্ব।

ইমাম শাওকানী রহ. লিখেছেন, কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে জ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় অভিজ্ঞজনদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করে।

-*মাযহাব ত্যাগের শেষ পরিণাম ইসলাম ত্যাগ*, মূল : আল্লামা যাহিদ কাউসারী, পৃ. ৮৪, ৮৫, ১০৩, ১০৪

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইলমে ফিকহ, ইলমে কালাম ছাড়াও বিশেষভাবে ইলমে হাদীসও অর্জন করেছিলেন। হাদীসের জন্য তিনি বিভিন্ন শহর ও দেশে সফর করেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম যাহাবী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *সিয়ারু আলামিন নুবালাতে* আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেন,

وَعُنِيَ بِطَلَبِ الْآثَارِ وَارْتَحَلَ فِيْ ذٰلِكَ

অর্থ : আবূ হানীফা রহ. হাদীস অর্জনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং এর জন্য বিভিন্ন স্থানে সফরও করেন। -*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৬/৩৯৬

ইমাম যাহাবী আরও বলেন,

إِنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيْفَةَ طَلَبَ الْحَدِيْثَ وَأَكْثَرَ مِنْهُ سَنَةَ مِاْءَةٍ وَبَعْدَهَا

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাদীস অর্জন করেন বিশেষ করে একশো হিজরী ও তার পরে। -*সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, ৬/৩৯৬

কিন্তু কিছু পক্ষপাতদুষ্ট বিদ্বেষী মহলে এ কথাটি প্রচলিত আছে যে, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই, তিনি হাদীস জানতেন না, মাত্র ১৭টি হাদীস তাঁর জানা ছিল ইত্যাদি।

এগুলো ইমাম আযমের বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপবাদ, ভিত্তিহীন অভিযোগ এবং স্পষ্ট ষড়যন্ত্র যা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। তাই বক্ষ্যমাণ কিতাবটিতে হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মর্যাদা ও অবদান সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

হাদীসের খোঁজে ২০ বারেরও অধিক বসরাতে

একসময় ইলম অন্বেষণের জন্য সফর করা প্রত্যেক আলেমের অতি পরিচিত একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এ কাজে অন্যদের

থেকে আরও দু-কদম এগিয়ে ছিলেন। তাঁর সফরের এমন সব কথা ইতিহাসে পাওয়া যায় যা আজও পাঠককে শিহরিত করে তোলে।

সদরুল আইম্মা মুআফ্ফাক ইবনে আহমাদ রহ. বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাদীস অন্বেষণের কাজে ২০ বারেরও অধিক বসরা শহরে গমন করেছেন। -*মানাকিবিল ইমাম আ'যম*, ১/৫১, আল্লামা সদরুল আইম্মা মুআফ্ফাক ইবনে আহমাদ

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইলমে ফিকহ্ চর্চার পূর্বে কালামশাস্ত্র (ইসলামী আকীদা) নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তাকদীর অস্বীকারকারীদের সঙ্গে মুনাযারা করতেন। এবং এ উদ্দেশ্যেই তিনি বসরায় গমন করেছিলেন প্রায় বিশ বার। -*তানীবুল খ্বীব*, ৪৪

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর বিশ্ববিখ্যাত রিজালশাস্ত্রে লিখিত *তাহযিবুত তাহযীব* কিতাবে লিখেছেন, **ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন** ছিলেন জারাহ-তা'দীলের (হাদীস বর্ণনাকারীদের দোষ-গুণ বর্ণনাসংক্রান্ত বিষয়ে) ইমাম। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম আবূ দাউদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইমাম আবূ হাতেম রাযি., ইমাম আবূ যুরআ রাযি., ইমাম আবূ যুরআ দিমাশকী রহ.-সহ অন্যান্য বড় বড় ইমামগণ তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. (যিনি সাড়ে সাত লক্ষ হাদীসের হাফিয ছিলেন) বলেন, **ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন** আমাদের মধ্যে রিজালশাস্ত্রে সর্বাধিক জ্ঞাত। তিনি আরও বলেন,

كُلُّ حَدِيْثٍ لَمْ يَعْرِفْهُ يَحْيَ فَلَيْسَ بِحَدِيْثٍ

অর্থাৎ যে হাদীস সম্পর্কে ইয়াহইয়া জানেন না তা হাদীসই নয়। তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন ছয় লক্ষ হাদীস। -*ফিকহু আহলিল ইরাক ওয়া হাদীসুহুম*, ৭৭

ইমাম ইজলী রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলা হাদীসশাস্ত্রে **ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের** চেয়ে বড় কোনো ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেননি। ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের কাছ থেকে হাদীস রিওয়ায়াতকালে জনৈক মুহাদ্দিস বলেন,

حَدَّثَنِيْ مَنْ لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ عَلٰى أَكْبَرَ مِنْهُ

অর্থাৎ ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের চেয়ে বড় কোনো মুহাদ্দিসের ওপর আসমানের সূর্য উদিত হয়নি। -*কাউয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস* এর টীকা, শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ., পৃ. ৩১৭

হাদীসশাস্ত্রে যিনি এমন উজ্জ্বল নক্ষত্র, যাকে পৃথিবীর সকল হাদীসগবেষক মাথার তাজ মনে করেন, সেই **ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ.** ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেছেন,

أَبُوْ حَنِيْفَةَ ثِقَةٌ فِيْ الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব।
-*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ৯০

ইমাম বুখারী রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ হযরত আলী ইবনুল মাদীনী রহ.। যার সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, আলী ইবনুল মাদীনী রহ. ব্যতীত অন্য কারও সামনে আমি নিজেকে ছোট মনে করিনি। তিনি তাঁর যুগের সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। -*তাহযীবুত তাহযীব*, ২/৩৫১

ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, মহান আল্লাহ তাআলা আলী ইবনুল মাদীনী রহ.-কে ইলমে হাদীসের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। -*কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীস* এর টীকা, ৩২৪

এই আলী ইবনুল মাদীনী রহ. আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেন,

أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَوٰى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَهُوَ ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِه

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে সুফিয়ান ছাওরী এবং ইবনে মুবারক রহ. হাদীস বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি (ইমাম আবূ হানীফা রহ.) নির্ভরযোগ্য, তার থেকে হাদীস বর্ণনাতে কোনো অসুবিধা নেই। -*জামি'উ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী*, আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ., ৪৩২

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন হাদীসশাস্ত্রের ইমাম

হাদীসশাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থ *সুনানে আবী দাউদ* এর সংকলক ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন,

رَحِمَ اللّٰهُ أَبَا حَنِيْفَةَ كَانَ إِمَامًا

অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রতি রহম করুন, তিনি ছিলেন ইমাম। -*তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, আল্লামা যাহাবী, ১/১৬০

প্রিয় পাঠক, কোন ব্যক্তিকে ইমাম বলা হয় বা ইমামের ব্যাখ্যা কী?

ইমাম বায়হাকী রহ. ইমামের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, ইমাম হলো, যারা আল্লাহর শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করেন এবং তা সংরক্ষণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদআতকে প্রতিহত করেন। -*দালাইলুন-নুবুওয়া ওয়া মা'রেফাতু আহওয়ালি ছাহিবিস-শরীয়া*, ১/৪৩

এখন কথা হলো, যিনি কুরআন-হাদীস এবং কুরআন-হাদীসের নির্যাস তথা ফিকহে ইসলামীতে যথাযথ যোগ্যতা রাখেন না, তিনি কি শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করতে পারেন? তিনি কি শরীয়ত সংরক্ষণ করতে পারেন? কুরআন-হাদীসে যে ব্যক্তি অজ্ঞ তার মাধ্যমে কি বিদআত দূর হবে, না প্রতিষ্ঠিত হবে?

এতে বোঝা যায় যিনি ইমাম হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন তিনি কুরআন-সুন্নাহর ক্ষেত্রেও ইমাম হিসেবে বিবেচিত।

যাই হোক, ইমাম আবূ দাউদ রহ.-এর মতো একজন জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস যার সংকলিত *সুনানে আবী দাউদ* কিতাব পৃথিবীময় পঠিত, তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপক যোগ্যতা এবং তৎকালীন মুসলিম জাহানের যোগ্য ইসলামী ব্যক্তিত্বদের তাঁকে অনুসরণ, সর্বোপরি একজন ইমাম হতে হলে যে সকল গুণের অধিকারী হতে হয়, তা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেই বলেছিলেন। إِنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ كَانَ إِمَامًا অর্থাৎ নিশ্চয় আবূ হানীফা ইমাম ছিলেন। -*তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/১৬০

ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাফিযুল হাদীসও ছিলেন

পৃথিবীবিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে হাফিযুল হাদীসের মধ্যে গণ্য করেছেন। এবং ইসলামী ইতিহাসে যুগে যুগে বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিসগণ হাফিযুল হাদীসগণের যে জীবনচরিত রচনা করেছেন, সে সকল জীবনচরিতের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নাম শ্রদ্ধা ও তাযীমের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলো :

১. *তাযকিরাতুল হুফফায* : আল্লামা হাফেয যাহাবী রহ. তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রচুর প্রশংসা করেছেন। তিনি তাঁর এ গ্রন্থের শুরুতে বলেন, এ কিতাবটিতে ইলমে নববীর ওই সমস্ত ন্যায়পরায়ণ বিশেষজ্ঞদের আলোচনা রয়েছে, যাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয় হাদীস বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতা ও হাদীস সহীহ বা যঈফের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তাঁরা ইজতেহাদ বা গবেষণা করে কোনো হাদীস বর্ণনাকারীকে গ্রহণযোগ্য বা অগ্রহণযোগ্য বললে তা গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে হাদীস সহীহ বা যঈফ বললে তাও গ্রহণ করা হয়।

২. *তাবাকাতুল হুফফায* : মুহাদ্দিস জামালুদ্দীন ইউসুফ আস সালেহী আলহাম্বলী রহ. তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবনচরিত তুলে ধরেছেন।

৩. *তারাজিমুল হুফফায* : আল্লামা ইবনে রুস্তম তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবনচরিত তুলে ধরেছেন।

৪. *আলমুখতাসারু ফি তবাকাত উলামায়িল হাদীস* : আল্লামা হাফিয শামসুদ্দীন আলমাকদেসী আলহাম্বলী রহ. তাঁর এ গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উত্তম প্রশংসা করেছেন। এ কিতাবের শুরুতে তিনি বলেন,

এই সংক্ষিপ্ত কিতাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের পরবর্তী যামানার অনেক হাফিযুল হাদীসের জীবনী আলোচিত হয়েছে। যাঁরা হাদীস অধ্যয়নে লিপ্ত, তাঁদের এ সকল হাফিযুল হাদীসের জীবনচরিত অজানা থাকা উচিত নয়।

প্রিয় পাঠক, *তবাকাতুল হুফফায*, *তাযকিরাতুল হুফফায* ইত্যাদি কিতাবগুলোতে ওই সকল মুহাদ্দিসের জীবনচরিত আলোচিত হয়েছে, যাঁরা হাদীসের হাফিয ছিলেন। কিতাবগুলোর নামের প্রতি লক্ষ করলেও বিষয়টি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়।

কেননা, *তাযকিরাতুল হুফফায* এর মধ্যে তাযকিরা অর্থ স্মৃতিচারণ বা আলোচনা। আর হুফফায, হাফিয এর বহুবচন। তাই *তাযকিরাতুল হুফফায* অর্থ হাফিযগণের স্মৃতিচারণ। *তাবাকাতুল হুফফায* অর্থ বিভিন্ন যুগের হাফিযগণের জীবনচরিত।

ইলমী পরিভাষার সঙ্গে যিনি কিঞ্চিৎ পরিচিত তিনি জানেন, এখানে হাফিয বলতে কুরআনের হাফিয উদ্দেশ্য নয়, বরং হাদীসের হাফিয উদ্দেশ্য। তাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. যে হাদীসের হাফিয ছিলেন তা সকলের সামনেই সুস্পষ্ট।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. জারাহ্-তা'দীলের ইমাম ছিলেন

আল্লামা হাফিয আবদুল কাদের কুরাইশী তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আলজাওয়াহিরুল মুদিয়্যাহ ফি তবাকাতিল হানাফিয়্যাহ*তে বলেন, নিশ্চয় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উক্তি জারাহ-তা'দীলের ক্ষেত্রে গ্রহণীয়। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বিষয়ে তাঁর উক্তিগুলো ঠিক তেমনিভাবে গ্রহণ করেছেন, যেমনিভাবে গ্রহণ করেছেন ইমাম আহমাদ, ইমাম বুখারী, ইমাম ইবনে মাঈন, ইমাম ইবনে মাদীনী ও অন্যান্যদের উক্তিসমূহ।

যেমন ইমাম তিরমিযী রহ. তাঁর *কিতাবুল ইলালে* ইয়াহইয়া আল হিম্মানীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ مَارَأَيْتُ أَكْذَبَ مِنْ جَابِرِنِ الْجُعْفِيِّ وَلَا أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ

অর্থাৎ আমি আবূ হানীফা রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, জাবের জু'ফীর চেয়ে অধিক মিথ্যুক এবং আতা ইবনে আবী রাবাহের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কাউকে দেখিনি। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ৭১/৭২

আবূ সা'দ সাগানী রহ. বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সুফিয়ান ছাওরীর থেকে হাদীসগ্রহণের ব্যাপারে কী বলেন? তিনি বললেন, তাঁর থেকে হাদীস গ্রহণ করো; কেননা, তিনি হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য। তবে জাবের, জু'ফীর হাদীস ছাড়া এবং আবূ ইসহাকের সেই হাদীসগুলো ছাড়া যা তিনি হারেস থেকে বর্ণনা করেন। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ৭২

আবূ সা'দ আরও বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেছেন, তলক্ব ইবনে হাবীব কাদারিয়্যাহ (যারা মনে করে মানুষ সবকিছু নিজেই করতে সক্ষম) সম্প্রদায়ের ধ্যান-ধারণা পোষণ করতেন এবং যাইদ ইবনে আইয়্যাশ হাদীস বর্ণনায় দুর্বল। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ৭২

আল্লামা যাহাবী রহ. লিখেছেন,

قَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَأَيْتُ رَبِيْعَةَ وَأَبَاالزِّنَادِ وَأَبُوْ الزِّنَادِ أَفْقَهُ الرَّجُلَيْنِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, আমি রবীআ ও আবূয যিনাদকে দেখেছি, আবূয যিনাদই বড় ফকীহ। -*তাযাকিরাতুল হুফফায*, ১/১২৭

মুহাদ্দিসীনে কেরামের আবূ হানীফা রহ.-এর সম্পর্কে এ ধরনের মতামত উল্লেখ করাই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন রিজালশাস্ত্রের ইমাম।

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট হাদীসের ব্যাপক সংকলন ছিল

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট হাদীসের ব্যাপক সংকলন ছিল। যার প্রমাণ ইলমী ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

আল্লামা আবূ ইয়াহইয়া যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া আননিশাপুরী রহ. তার *মানাকিবে আবী হানীফা* কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে সনদসহ এ কথা উল্লেখ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, আমার নিকট হাদীসের ভাণ্ডার জমা রয়েছে, আমি সে হাদীসগুলো থেকে অল্প হাদীসই উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ যে হাদীসগুলো মানুষের উপকারী হবে সে হাদীসগুলোই উল্লেখ করেছি। - *মানাবিকুল ইমাম আযম রহ.*, মুয়াফফাক বিন আহমাদ, ১/৯৫

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ রহ. থেকেই বর্ণনা করেছেন দুই হাজার হাদীস

আল্লামা লু'লুঈ লিখেছেন, "ইমাম আবূ হানীফা রহ. চার হাজার হাদীস বর্ণনা করেন। তার মধ্যে দুই হাজার হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন কেবল তাঁর উস্তাদ হাম্মাদ রহ. থেকে এবং বাকি দুই হাজার অন্যান্য উস্তাদ থেকে। *-মানাকিবুল ইমাম আ'যম*, ছদরুল আইম্মা মুয়াফ্ফাক ইবনে আহমাদ

ইমাম আবূ হানীফা রহ. চার হাজার তাবেঈদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফযীলত এই যে, তিনি চার হাজার তাবেঈ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। *-শরহু মুসনাদি আবী হানীফা*, মোল্লা আলী কারী, খণ্ড : ০১, পৃষ্ঠা : ০৭

ইমাম আবূ হানীফা রহ. *কিতাবুল আছার* সংকলন করেন ৪০ হাজার হাদীস থেকে

আল্লামা মুআফ্ফাক বিন আহমাদ রহ. লিখেছেন, 'ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর *কিতাবুল আসার* সংকলন করেন ৪০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে।' *-মানাকিবুল ইমাম আ'যম রহ.*, ১/৭০

ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন ইলমে হাদীসে সহপাঠীদের অগ্রগামী

ইলমে হাদীসের তালিবে ইলমদের নিকট মিসআর ইবনে কিদাম রহ. একজন সর্বজনপরিচিত ব্যক্তিত্ব। হাদীস সম্রাট শু'বা রহ. বলেন, আমি মিসআরের নাম রেখেছিলাম মুসহাফ (কুরআন)।

ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান (যিনি শু'বার সোহবতে ছিলেন দীর্ঘ ২০ বছর এবং সর্বপ্রথম তিনিই জারাহ-তা'দীলের ব্যাপারে কিতাব লিখেছেন) বলেন, আমি হাদীসশাস্ত্রে তাঁর চেয়ে মজবুত আর কাউকে দেখিনি।

এই মিসআর ইবনে কিদাম রহ. ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সহপাঠী। তিনি বলেন,

طَلَبْتُ مَعَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ الْحَدِيْثَ فَغَلَبَنَا وَأَخَذْنَا فِيْ الزُّهْدِ فَبَرَعَ عَلَيْنَا
وَطَلَبْنَا مَعَهُ الْفِقْهَ فَجَاءَ مِنْهُ مَا تَرَوْنَ

অর্থ : আমি এবং আবূ হানীফা একত্রে হাদীস পড়া শুরু করলাম। তো তিনি আমাদের সবার ওপর অগ্রগামী হয়ে গেলেন। তাকওয়া ও খোদাভীরুতার চর্চা আরম্ভ করলে তাতেও তিনি পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছলেন। এরপর ইলমে ফিকাহ পড়া শুরু করলাম, এ ক্ষেত্রেও তিনি সেই মর্যাদায় পৌঁছলেন যা তোমরা তাঁর মাঝে দেখতে পাচ্ছ। -*মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা*, আল্লামা যাহাবী, পৃ. ২৭; *আসারুল হাদীস*, ড. খালিদ মাহমুদ, ২/২৭৬

ঘটনা : ৮৭
সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে হাদীসের মসনদে বসালেন

হাদীসের তালিবে ইলমদের নিকট সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা নামটি অপরিচিত নয়। ইমাম শাফেঈ রহ. বলেছেন, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. ছিলেন হাদীসশাস্ত্রে ইমাম মালেক রহ.-এর সমমর্যাদার অধিকারী। তিনি ছিলেন একাধারে ৪০ বছর হাদীসের ইমাম। সেই মহান ব্যক্তিত্ব সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. নিজেই বলছেন,

সর্বপ্রথম যিনি আমাকে হাদীসের মসনদে বসালেন তিনি হলেন, আবূ হানীফা রহ.। (ঘটনাটি হলো) আমি কূফা নগরীতে গেলে, ইমাম আবূ হানীফা মানুষদের বললেন, এ ব্যক্তি আমর ইবনে দিনারের হাদীস সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত। তখন মানুষেরা আমার নিকট ভিড় করে আর আমি তাদের হাদীস শিক্ষা দিতে থাকি।

-*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ৭২

স্বপ্ন ও সুসংবাদ

ঘটনা : ৮৮

স্বপ্নে আল্লাহ্ পাকের যিয়ারত

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *খাইরাতুল হিসানের* ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. স্বপ্নে ১৯৯ বার মহান আল্লাহ পাকের যিয়ারতলাভে ধন্য হন। একদিন তিনি মনে মনে বললেন, ভবিষ্যতে আবার এ নিয়ামতলাভে ধন্য হলে মাওলার কাছে জিজ্ঞাসা করব যে, আপনার বান্দা আপনার আযাব থেকে কীভাবে নাজাত পাবে?

তা-ই হলো, তিনি আরেকবার ধন্য হলেন আল্লাহ তাআলার যিয়ারতলাভে। এবং তিনি আল্লাহ পাকের সামনে প্রশ্নটি পেশ করলে, আল্লাহ তাআলা তার উত্তর প্রদান করেন। -*খাইরাতুল হিসান*, ১৬৮

ঘটনা : ৮৯

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর একটি বরকতময় স্বপ্ন

একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবর খনন করছেন। আল্লামা মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন রহ.-এর ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহকে প্রকাশ করবেন এবং তাঁর দ্বারা এমন সব ইলমের প্রচার-প্রসার ঘটবে যা ইতিপূর্বে কারও দ্বারা ঘটেনি।

হিশাম রহ. বলেন, এরপর থেকেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. কোনো বিষয়ে গভীর চিন্তা, কুরআন-হাদীসের আলোকে কোনো বিষয়ের সমাধান এবং দীনী মাসআলাসমূহে গবেষণায় রত হন।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর এক শাগরিদ তাঁকে স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর খনন করছেন অথচ লোকজন তাঁকে এ অবস্থায় দেখেও কোনো আপত্তি করছে না। তারপর দেখা গেল তিনি কবর হতে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে চারদিকে ছিটিয়ে দিচ্ছেন।

ইবনে সিরীন রহ.-কে এর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের এমন প্রচার-প্রসার করবেন যা আজ পর্যন্ত কেউ করেনি। এবং অচিরেই গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়বে তাঁর সুনাম-সুখ্যাতি। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৬৯

ঘটনা : ৯০

হাউযে কাওসারের পেয়ালা

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাউযে কাউসারের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর ডান পাশে ছিলেন ইবরাহীম আ. এবং বাম পাশে ছিলেন আবূ বকর রাযি.। এভাবে পর পর প্রায় ৭০ জন বুযুর্গকে দেখতে পেলাম। সেখানে আমার এক প্রতিবেশীকে দেখলাম। তাঁর সম্মুখে রাখা ছিল হাউযের পানপাত্রগুলো। আমি তাঁর কাছে পানিপানের আবেদন করলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি নিতে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দিলেন এবং এক পেয়ালা পানি আমাকে ও তাঁর সকল সাহাবায়ে কেরামকে পান করালেন। এতে হাউযের পানি একটি আঙুলের অগ্রভাগের সমানও হ্রাস পেল না। আর সে পানি ছিল দুধের চাইতে সাদা, বরফের চাইতে ঠান্ডা এবং মধুর চাইতে মিষ্টি। *-খাইরাতুল হিসান*, ১৭০

ঘটনা : ৯১

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেম

একবার মুকাতিল ইবনে সুলাইমান রহ.-এর মজলিসে এক ব্যক্তি আগমন করে বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম সাদা কাপড় পরা এক ব্যক্তি আসমান থেকে অবতরণ করলেন এবং বাগদাদের সর্বাপেক্ষা উঁচু মিনারে আরোহণ করে এই আওয়াজ দিচ্ছেন—'কী মহামূল্যবান রত্ন যা মানুষ হারিয়ে ফেলল।'

মুকাতিল রহ. বললেন, যদি তোমার এ স্বপ্ন সত্য হয় তাহলে জেনে রাখো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় আলেমের ইন্তেকাল হবে। এর কিছুক্ষণ

পরেই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের সংবাদ শোনা গেল। মুকাতিল রহ. এ সংবাদ শুনে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন পড়লেন এবং বললেন, হায় আফসোস! দুনিয়া থেকে এমন এক ব্যক্তি বিদায় নিলেন যিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান দিতেন। -*খাইরাতুল হিসান*, ১৭১

সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর দর্শন

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাবেঈ ছিলেন

সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাবেঈ ছিলেন। তিনি তাঁর সময়ে জীবিত কতিপয় সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তবে তিনি তাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন কি না, এ ব্যাপারে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। তাবেঈ এর সংজ্ঞাতেও উলামায়ে কেরামের মাঝে সামান্য মতভিন্নতা পাওয়া যায়। কেউ বলেন, তিনিই তাবেঈ যিনি সাহাবীর দর্শন লাভ করে তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছেন এবং তাঁর থেকে উপকৃত হয়েছেন। এ সংজ্ঞামতে আবূ হানীফা রহ.-এর তাবেঈ হওয়াটা সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাঁর হাদীস রিওয়ায়াত প্রমাণিত হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে তাবেঈ হলেন, যিনি সাহাবীর দর্শন লাভ করেছেন—চাই তিনি তাঁর সান্নিধ্যে ধন্য হন বা না হন। আল্লামা ইবনে হাজার হায়ছামী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *খাইরাতুল হিসানে* উল্লেখ করেন :

وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ عَلى أَنَّ التَّابِعِيَّ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ وَإِنْ لَمْ يَصْحَبْهُ

অর্থ : অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে তাবেঈ হলেন, যিনি সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। চাই তাঁর সান্নিধ্য পান বা না পান। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৪৭

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা নববী রহ. এ মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ মতে শুধু সাহাবীর দর্শন দ্বারাই কোনো ব্যক্তি তাবেঈ হওয়ার মহান মর্যাদা লাভ করেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ. অবশ্যই তাবেঈদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

নিম্নে এ সম্পর্কে মনীষীদের কিছু উক্তি তুলে ধরা হলো :

আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বাল্যকালে হযরত আনাস রাযি.-কে দেখেছেন। *-তাযকিরাতুল হুফফায*, ১/১৬৮

কোনো বর্ণনায় আছে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি.-কে বার বার দেখেছি। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৪৭

ফাতওয়ায়ে শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার রহ.-এ রয়েছে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. একদল সাহাবীকে দেখেছিলেন। কারণ, তিনি কূফায় ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আর সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে আবী আউফাসহ অনেকেই জীবিত ছিলেন। সুতরাং তিনি তাবেঈ হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন। এবং তাঁর সমসাময়িক ইমামদের মাঝে ছিলেন সিরিয়ায় আওযায়ী, বসরায় হাম্মাদ, কূফায় ছাওরী, মদীনায় ইমাম মালিক, মিসরে লাইস ইবনে সাদ। তাঁদের কেউ সাহাবীদের দেখেছেন বলে প্রমাণিত নয়। *-উকূদল জুমান*, পৃ. ৪১৮

একদল আলেম বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. হযরত আনাস রাযি. ছাড়াও একদল সাহাবী রাযি. থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। *-খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৪৮

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলেন, তিনি সাহাবীর সাক্ষাৎলাভের বিবেচনায় তাবেঈ এবং হাদীস বর্ণনার বিচারে তাবে-তাবেঈ। *-ফয়যুল বারী*, ১/২০২

আল্লামা যাফর আহমদ উসমানী রহ. বলেন, বেশ কিছু সাহাবী থেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর হাদীস বর্ণনা প্রমাণিত আছে। এবং সাহাবীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিষয়টা বিশজনের অধিক মুহাদ্দিসের ঐকমত্যে প্রমাণিত, যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইবনে সাদ, আল্লামা যাহাবী, ইবনে হাজার আসকালানী, হাফিয ইরাকী, হাফিয ইবনে আবদিল বার, খতীব বাগদাদী, বদরুদ্দীন আইনী, মোল্লা আলী কারী রহ. প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। *-কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস*, ১৮৬-১৮৭

আল্লামা খতীব বাগদাদী লিখেছেন :

إِنَّ أَهْلَ الْكُوْفَةِ لَمْ يَكُنِ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَسْمَعُ الْحَدِيْثَ إِلَّا بَعْدَ اسْتِكْمَالِهِ عِشْرِيْنَ سَنَةً

অর্থাৎ কূফাবাসীর কেউ বিশ বছর বয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বে নিয়মতান্ত্রিকভাবে হাদীস বর্ণনা করত না।

এটা ছিল হাদীস রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে কূফাবাসীর স্বতন্ত্র একটি নিয়ম। এ অবস্থায় খুব সম্ভব ইমাম আবূ হানীফা রহ. হযরত আনাস রাযি.-সহ অন্যান্য সাহাবা থেকে হাদীস শুনেছেন বটে কিন্তু তাঁর বয়স বিশ বছরের কম হওয়ায় তা ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেননি। -*আসারুল হাদীস*, ড. খালিদ মাহমুদ, পৃ. ২৭৭

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. হযরত আয়েশা বিনতে আজরাদ রাযি. থেকে হাদীস শুনেছেন। আর আয়েশা বিনতে আজরাদ রাযি. সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস শুনেছেন বলে উল্লেখ করেন।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *লিসানুল মিযানে* উল্লেখ করেছেন :

إِنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ صَاحِبَ الرَّأْيِ سَمِعَ عَائِشَةَ بِنْتَ عَجْرَدٍ وَتَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ : নিশ্চয় ইমাম আবূ হানীফা রহ. আয়েশা বিনতে আজরাদ থেকে হাদীস শুনেছেন। আর তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি। -*আসারুল হাদীস*, পৃ. ২৭৮

মোটকথা আবূ হানীফা রহ. তাবেঈ ছিলেন। আর এ মর্যাদা আইম্মায়ে আরবাআসহ তাঁর সমকালীন ইমামদের কেউ লাভ করতে পারেননি।

উস্তাদ ও শাগরেদগণ

ইমাম আবূ হানীফা রহ. উস্তাদ ও শিষ্যগণ

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শায়েখ ও শিষ্যদের প্রতি দৃষ্টি করলে উলূমে শরীয়তে তাঁর মর্যাদা নির্ণয় করা যায়। হাফিয কামালুদ্দীন মিযযী রহ. তাঁর *তাহযীবুল কামাল* নামক গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ৭৬

জন শায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন। উলামায়ে কেরাম জানেন, হাফিয মিয্যী হাদীসের কোনো রাবীর সকল শায়েখের কথা উল্লেখ করেন না। বরং নমূনাস্বরূপ কিছু শায়েখের আলোচনা করেন।

মোল্লা আলী কারী রহ. *মুসনাদে আবী হানীফা*-এর ব্যাখ্যায় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শায়েখের সংখ্যা লিখেছেন চার হাজার।

আল্লামা সালেহী রহ. *উকূদুল জুমান* কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ২৫০ জন শায়েখের নাম উল্লেখ করেছেন।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শায়েখগণ ছিলেন সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈন। এর নিচের স্তরের কোনো শায়েখ তাঁর নেই। কাজেই তার পরবর্তী বিখ্যাত কোনো ফকীহ ও মুহাদ্দিসের ভাগ্যে জোটেনি এই মানের শায়েখ।

নিম্নে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রসিদ্ধ কয়েকজন শায়েখের নাম উল্লেখ করা হলো।

১. আমের শা'বী রহ.। যাঁর ব্যাপারে আল্লামা যাহাবী রহ. বলেছেন,

هُوَ أَكْبَرُ شُيُوْخِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শায়েখগণের মধ্যে সবচেয়ে বড়। যিনি পাঁচশো সাহাবীর দর্শন লাভ করেছিলেন। তার স্মরণশক্তি এতই প্রখর ছিল যে, জীবনে একটি হাদীসও লিখে মুখস্থ করেননি। স্বয়ং তিনি বলতেন, কবিতার সঙ্গে আমার তেমন সম্পর্ক নেই, কিন্তু যদি চাই পূর্ণ এক মাস কবিতা আবৃত্তি করতে পারব। এবং একটি পঙ্‌ক্তিও দুবার বলব না।

ইমাম বুখারীর বিশিষ্ট উস্তাদ হযরত আলী ইবনুল মাদীনি রহ. বলেছেন. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর উলূম একত্র হয়েছে পাঁচজনের মধ্যে। তারা হলেন : আলকামা, আসওয়াদ, হারিস, আমর ও উবায়দা ইবনে কায়স। আর তাদের সকলের উলূম একত্র হয়েছে দুই ব্যক্তির মধ্যে। ইবরাহীম নাখঈ ও আমের শা'বী। তারা উভয়ে ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিশিষ্ট শায়েখ।

২. হাম্মাদ ইবনে আবী সুলায়মান। যাঁর সোহবতে ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন দীর্ঘ ১৮ বছর। যিনি ছিলেন সর্বসম্মতিক্রমে হাদীস ও ফিকহের ইমাম। তাঁকে মনে করা হতো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর উলূমের হাফিয। *সহীহ মুসলিম, আবূ দাউদ* ও *তিরমিযী শরীফে* তাঁর রিওয়ায়াত বিদ্যমান।

৩. আতা ইবনে আবী রাবাহ। যিনি দুইশো সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর ব্যাপারে বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِيْ رَبَاحٍ

অর্থাৎ আতা ইবনে আবী রাবাহের চেয়ে উত্তম আর কাউকে দেখিনি।

৪. সিমাক ইবনে হারব। যিনি ৮০ জন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন।

৫. রবীআ ইবনে আবূ আবদির রহমান। যাঁর ব্যাপারে ইমাম মালেক রহ. বলেন,

ذَهَبَتْ حَلَاوَةُ الْفِقْهِ مُنْذُ مَاتَ رَبِيْعَةُ

অর্থাৎ রবীআর ইন্তেকালে ইলমে ফিকহের স্বাদ চলে গেছে।

৬. ইয়াহ ইবনে সাঈদ আল আনসারী। যাঁর ব্যাপারে আবদুর রহমান জুমাহী বলেন,

لَوْ لَا الزُّهْرِيُّ وَيَحْيَي بْنُ سَعِيْدٍ لَذَهَبَ كَثِيْرٌ مِنَ السُّنَنِ

অর্থাৎ যদি যুহরী এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ না হতো তাহলে অনেক হাদীস থেকে উম্মত বঞ্চিত থাকত। -*আল-কাশেফ*, আল্লামা যাহাবী; *খায়রাতুল হিসানের* টীকা, ৫৮, *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিশিষ্ট কয়েকজন শিষ্য

১. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শিষ্যদের তালিকায় দেখা যায় হাদীস ও ফিকহের বড় বড় ইমামগণের নাম। তাঁর বিশিষ্ট শিষ্যদের একজন

হলেন আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.। যাঁকে উলামায়ে কেরাম হাদীসজগতের সম্রাট বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি নিজে বলেন,

لَوْ لَا أَعَانَنِي اللهُ بِأَبِيْ حَنِيْفَةَ وَسُفْيَانَ لَكُنْتُ كَسَائِرِ النَّاسِ

অর্থাৎ যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে আবূ হানীফা ও সুফিয়ান ছাওরীর মাধ্যমে সাহায্য না করতেন, তাহলে আমি একজন সাধারণ লোকই থেকে যেতাম। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ৯১

২. ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান। যাঁর সম্পর্কে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী বলেছেন,

هُوَ أَوَّلُ مَنْ وَسَّعَ الْكَلَامَ فِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيْلِ وَاتِّصَالِ الْأَسَانِيْدِ وَانْقِطَاعِهَا وَنَقَبَ عَنْ دَقَائِقِ عِلْمِ الْعِلَلِ

অর্থাৎ জারাহ ও তা'দীল, সনদের বিচ্ছিন্নতা ও অবিচ্ছিন্নতা এবং ইলালুল হাদীসের সূক্ষ্ম বিষয়াদি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সর্বপ্রথম তিনিই করেন। -*শরহু ইলালিত তিরমিযী*, আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী, ১৭৭

এই ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল কাত্তান বলেন,

مَا سَمِعْنَا أَحْسَنَ مِنْ رَأْيِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَقَدْ أَخَذْنَا بِأَكْثَرِ أَقْوَالِه

অর্থাৎ আমরা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ফায়সালার চেয়ে উত্তম কোনো ফায়সালা শুনিনি। এবং তাঁর অধিকাংশ মতামতকে আমরা গ্রহণ করেছি। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ৯৩

৩. ওয়াকী ইবনুল জাররাহ। যিনি ছিলেন ইমাম শাফেঈ রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ। তাঁর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَوْعٰى مِنْهُ لِلْعِلْمِ وَلَا أَحْفَظَ وَكَانَ أَحْفَظَ مِنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ

অর্থাৎ ইলমের প্রতি তাঁর চেয়ে অধিক মনোযোগী ও ইলম সংরক্ষণকারী আর কাউকে দেখিনি। আর তিনি ছিলেন ইবনে মাহদীর চেয়ে অধিক হাদীস সংরক্ষণকারী। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে

নয়শো হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে তিনি বলেন, তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ ও তাঁর চেয়ে উত্তম নামায আদায়কারী আর কাউকে দেখিনি। *-খায়রাতুল হিসান*, ৮০

৪. মিসআর ইবনে কিদাম।

ইলমে হাদীসে অধিক মজবুতির কারণে ইমাম শু'বা তাঁর নাম রেখেছিলেন মুছহাফ (গ্রন্থ)। আল্লামা আবূ মুহাম্মাদ আররামা হুরমুযী রহ. লিখেছেন, হাদীসজগতের দুই সম্রাট সুফিয়ান ছাওরী ও শু'বার মাঝে কোনো হাদীসের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিলে, তাঁরা উভয়ে বলতেন আমাদের মিসআরের নিকট নিয়ে চলো। কারণ, তিনি ইলমে হাদীসের মীযান (মানদণ্ড)। *-আল মুহাদ্দিসুল ফাছেল বাইনার রাবী ওয়াল ওয়াঈ, ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, ১৬৬

৫. হাফিয আবূ আবদির রহমান আল মুকরী। যিনি ছিলেন ইমাম বুখারী ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ। তিনি ইমাম আবূ হানীফার সূত্রে কোনো হাদীস বর্ণনার সময় বলতেন :

أَخْبَرَنَا شَاهِنْشَاه

অর্থাৎ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন আলেমকুল শিরোমণি। *-ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, ১৬৬

৬. কাজী আবূ ইউসুফ। যিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সাহচর্যে ছিলেন দীর্ঘ ১৭ বছর। তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শীর্ষস্থানীয় শাগরেদদের অন্যতম। একবার তিনি অসুস্থ হলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাকে দেখতে গেলেন। ফিরে আসার সময় আবূ ইউসুফের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, যদি এই যুবকটির ইন্তেকাল হয় তাহলে মনে করবে জমিনের সবচেয়ে বড় আলেমের ইন্তেকাল হলো।

মুহাম্মাদ ইবনে সামআ বলেন, কাজীর পদে নিযুক্ত হওয়ার পর ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. প্রতিদিন দুইশো রাকাত নফল নামায পড়তেন। *-মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, ৬২-৬৪

ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর পর তাঁকেই ফিকহে হানাফীর সবচেয়ে বড় ইমাম মনে করা হয়।

৭. মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশশায়বানী। তিনি ছিলেন ইমাম শাফেঈ রহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ। স্বয়ং ইমাম শাফেঈ রহ. তাঁর সম্পর্কে বলেন,

مَارَأَيْتُ أَعْلَمَ بِكِتَابِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدٍ كَأَنَّهُ عَلَيْهِ نَزَلَ

অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদের চেয়ে বড় কোনো কুরআনের আলেম দেখিনি। যেন কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে। -*মানাকিবুল ইমাম আবী হানীফা ওয়া ছাহেবাইহি*, আল্লামা যাহাবী

ইমাম মুহাম্মাদ সম্পর্কে তিনি আরও বলেছেন :

حَمَلْتُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وِقْرَ بَعِيْرٍ كُتُبًا وَيَقُوْلُ أَعَا نَنِيَ اللهُ فِي الْحَدِيْثِ بِابْنِ عُيَيْنَةَ وَفِي الْفِقْهِ بِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

অর্থাৎ আমি ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর নিকট হতে প্রচুর কিতাবের জ্ঞান লাভ করেছি। ইমাম শাফেঈ রহ. বলতেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে হাদীসশাস্ত্রে ইবনে উয়াইনার মাধ্যমে সাহায্য করেছেন এবং ফিকাহশাস্ত্রে সাহায্য করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মাধ্যমে। -*আর-রফউ ওয়াত-তাকমীলের* টীকা, পৃ. ৩৯৫

ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর লিখিত কিতাব *জামেউল কাবীর* দেখে জনৈক খ্রিষ্টান বিস্ময়াভিভূত হয়ে ইসলামের ছায়াতলে এসে বলেছিলেন,

هٰذِه عُلُوْمُ مُحَمَّدِنِ الصَّغِيْرِ فَكَيْفَ عُلُوْمُ مُحَمَّدِنِ الْكَبِيْرِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অর্থাৎ এটা তো ছোট মুহাম্মাদের ইলমের শাখা-প্রশাখা, না জানি বড় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলমের সমুদ্র কত বিশাল! -*আকীদাতুত তহাবী* এর টীকা, পৃ. ৩০, *কাশফুয যুনূন*, ২/১৫৮১

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাসআলা কোথা হতে বর্ণনা করেন? উত্তরে তিনি বললেন, ইমাম মুহাম্মাদের কিতাবগুলো থেকে। -*আল-জাওয়াহেরুল মুদিইয়্যাহ*, ২/৪৩

১৮৯ হিজরীতে খলীফা হারুনুর রশীদের সঙ্গে রায় শহরে সফররত অবস্থায় ইমাম মুহাম্মাদ ও তাঁর খালাতো ভাই ইমাম কিসাঈ (যিনি ইলমে নাহু ও ইলমে লুগাতের ইমাম ছিলেন) ইন্তেকাল করেন। তাঁদের উভয়ের ইন্তেকালে চরম মর্মাহত হন খলীফা। তিনি বলেন, আমি রায় শহরে ইলমে ফিকহ ও ইলমে লুগাতকে দাফন করে দিলাম।*-মিফতাহুস সাআদাহ,* ১০৮

৮. ইমাম যুফার বিন হুযাইল। যাঁর ব্যাপারে স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন,

هذَا زُفَرُ بْنُ هُذَيْلٍ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِهِمْ فِيْ شَرَفِه وَحَسَبِه وَعِلْمِه

অর্থাৎ এই হলো যুফার ইবনে হুযাইল, মুসলমান জাতির একজন বিশিষ্ট ইমাম। উচ্চবংশ, মর্যাদা ও ইলমের ক্ষেত্রে তিনি তাদের বিশিষ্ট একজন। *- আল-জাওয়াহেরুল মুদিইয়্যাহ,* ২/৪৩

৯. হাসান ইবনে যিয়াদ। যিনি ছিলেন হাফিযুল হাদীস। আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ. লিখেছেন, তিনি ছিলেন দ্বিতীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। *-আল ফাওয়াইদুল বাহিইয়াহ,* আল্লামা আবদুল হাই লখনবী

সময়ের প্রতি এতটাই পাবন্দ ছিলেন যে, যখন তিনি খানা-পিনা, অজু-গোসলসহ যেকোনো কাজে লিপ্ত হতেন তখন তার এক দাসী তার সামনে উক্ত কাজ থেকে ফারেগ হওয়া পর্যন্ত মাসআলা-মাসায়েল পাঠ করে শোনাত। *-মিফতাহুস সাআদাহ,* ২/১২০

১০. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর আরেকজন বিশিষ্ট শাগেরেদ হলেন প্রসিদ্ধ হাফিযুল হাদীস ইয়াযিদ ইবনে হারুন। যাঁর সম্পর্কে আলী ইবনুল মাদীনি বলেন,

مَا رَأَيْتُ أَحْفَظَ مِنْهُ

অর্থাৎ আমি তাঁর চেয়ে বড় হাফিযুল হাদীস আর কাউকে দেখিনি। আল্লামা ইজলী বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এবং উত্তম নামায আদায়কারী। প্রতিদিন চাশতের সময় তিনি ষোলো রাকাত নামায পড়তেন। *-আল কাশেফ,* আল্লামা যাহাবী ২/৩৯১

এই ইয়াযিদ ইবনে হারুন ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেন,

أَدْرَكْتُ أَلْفَ رَجُلٍ وَكَتَبْتُ عَنْ أَكْثَرِهِ مَا رَأَيْتُ فِيْهِمْ أَفْقَهَ وَلَا أَوْرَعَ وَلَا أَعْلَمَ مِنْ خَمْسَةٍ أَوَّلُهُمْ أَبُوْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ আমি এক হাজার মনীষীর সাক্ষাৎ পেয়েছি। যাদের অধিকাংশ থেকেই আমি হাদীস লিখেছি। তবে তাঁদের মধ্যে সর্বাধিক বড় ফকীহ সর্বোচ্চ খোদাভীরু এবং সর্বাধিক ইলমের অধিকারী আমি পাঁচজনকে পেয়েছি। এই পাঁচজনের মধ্যে প্রথম জন হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। -*জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী*, আল্লামা ইবনু আবদিল বার, *কাওয়ায়েদ ফি উলূমিল হাদীস*, আল্লামা যাফর আহমাদ উসমানী, ৩০৮

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উপদেশ ও অসীয়ত

ঘটনা : ৯২

বাদশাহকে নসীহত

একবার খলীফা মানসুর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে বললেন, আপনি ঘন ঘন আমার দরবারে আসেন না কেন? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, আমার মাঝে এমন কোনো যোগ্যতা নেই যে, আপনার নৈকট্য অর্জন করতে পারব। সুতরাং আপনি আমাকে নিজের নৈকট্যশীল বানালে আমাকে ফিতনায় ফেলে দেবেন। আর যদি দূরে সরিয়ে দেন তাহলে লাঞ্ছিত হব।

একদিন কূফার গভর্নরকে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, শান্তি ও নিরাপত্তার সঙ্গে এক টুকরো রুটি, এক পেয়ালা পানি ও একটি চামড়ার পোশাকে জীবন কাটানো সেই নিয়ামতরাজির চাইতে উত্তম, যার পরে হতে হয় অনুতপ্ত এবং লজ্জিত।

যখন কেউ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সামনে কারও সমালোচনা করত তখন তিনি বলতেন, মানুষের সেসব আলোচনা থেকে বেঁচে থাকো যেগুলোকে তারা অপছন্দ করে। যে ব্যক্তি আমার দোষ চর্চা করে আল্লাহ

তাকে ক্ষমা করুন। আর যে আমার ব্যাপারে ভালো কথা বলে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। দীনের সঠিক ও গভীর জ্ঞান অর্জন করো। আর মানুষকে সেই কাজের মাঝে ছেড়ে দাও যা তারা নিজেদের জন্য বেছে নিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাদের তোমাদের মুখাপেক্ষী বানিয়ে দেবেন। যার নিকট তার আত্মা সম্মানিত, দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল কষ্ট তার কাছে তুচ্ছ। যে ব্যক্তি তোমার কথাকে শুধু খণ্ডন করে তাকে বড় যোগ্য ভেবো না। কারণ, ইলম ও শিষ্টাচারের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। নিজের (আত্মার) জন্য পাপ আর অন্যের (ওয়ারিসদের) জন্য মাল জমা কোরো না। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৫১

ঘটনা : ৯৩

হালাল-হারামের শিক্ষাদান সর্বোত্তম কল্যাণকর কথা

একদিন ফজরের নামাযের পর কিছু মানুষ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট দীনী মাসআলা-মাসায়িল জিজ্ঞাসা করলে তিনি সেগুলোর উত্তর দেন। এতে এক ব্যক্তি আপত্তি করল যে, বুযুর্গ ব্যক্তিরা এ সময়ে কল্যাণকর কথা ছাড়া অনর্থক কথাবার্তা বলতে কি নিষেধ করেননি?

ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, মানুষকে হালাল-হারাম সম্পর্কে বলে দেওয়ার চাইতে কল্যাণকর কথা আর কী হতে পারে। আমি আল্লাহ পাকের নিকট তাঁর নাফরমানি থেকে পানাহ চাচ্ছি এবং মানুষকে তাঁর নাফরমানি থেকে রক্ষা করছি। -*মালফূযাতে আবূ হানীফা রহ.*, পৃ. ০৬

পুত্র হাম্মাদকে ইমাম আবূ হানীফার অসীয়ত

ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর ছেলে হাম্মাদকে বিশেষভাবে পাঁচটি হাদীসের ওপর আমল করার অসীয়ত করেন :

সেই পাঁচটি হাদীস হলো :

لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوى

অর্থ : প্রত্যেক ব্যক্তি সে কাজের বিনিময় পাবে, যা করার সে নিয়ত করেছে। -*বুখারী শরীফ*

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْأِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ

অর্থ : ভালো মুসলমান হওয়ার আলামত হলো, অনর্থক কাজ পরিহার করা। -*তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী*

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِه (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

অর্থ : তোমাদের কেউ পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের জন্য সেই বস্তু পছন্দ করবে না, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। -*বুখারী, মুসলিম*

اَلْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

অর্থ : নিশ্চয় হালাল বস্তু সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়। -*মুসলিম*

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِّسَانِه وَيَدِه

অর্থ : প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার জবান ও হাত থেকে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। -*তিরমিযী, অসিয়্যাতুল ইমাম আযম লি ইবনিহি হাম্মাদ*, পৃ. ৬৫, *আসারুল হাদীস*, ড. খালিদ মাহমুদ, পৃ. ২৭৬, খণ্ড : ০২

ঘটনা : ৯৪

ইমাম আবূ ইউসুফের প্রতি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিশেষ অসীয়ত

১. প্রথমে ইলম অন্বেষণ করো তারপর হালাল রুজি উপার্জন করো, এরপর বিবাহ করো। কেননা, তুমি যদি ইলম অন্বেষণের সময় রুজি উপার্জনে লিপ্ত হয়ে যাও তবে তুমি ইলম অন্বেষণে অক্ষম হয়ে যাবে। এবং তোমার সম্পদ তোমাকে দাস-দাসী ক্রয় করার জন্য উৎসাহিত করবে। যার ফলে তুমি দুনিয়াবি কাজে জড়িয়ে যাবে। ইলম অর্জনের পূর্বে বিবাহ করা থেকে বিরত থেকো। অন্যথায় তোমার সময় অহেতুক কাজে নষ্ট হবে এবং সন্তান-সন্ততির দেখাশোনার সমস্ত দায়-দায়িত্ব

তোমার ওপর বর্তাবে। তোমার পোষ্য-পরিজন বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে তাদের সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করার চাহিদা দেখা দেবে। অবশেষে তুমি ইলম ও সম্পদ দুটো থেকেই বঞ্চিত থেকে যাবে।

২. খাদ্য ও সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় যদি ১০ বছরও কেটে যায় তবুও কখনো ইলম অর্জন থেকে বিমুখ হোয়ো না, যদি তা করো তবে তোমার জীবন সংকীর্ণ হয়ে উঠবে। দেখো, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় তার জীবন সংকীর্ণ হয়ে যাবে।' -সূরা ত্বহা (২০) : ১২৪

৩. মানুষের কাছে এটা প্রকাশ করবে না যে, তুমি বাদশাহর আস্থাভাজন ও নিকটতম লোক। যদিও বাদশাহ তোমাকে নিজের নিকটবর্তী করে নেয়। কারণ, এর ফলে লোকেরা তোমার কাছে তাদের সমস্যাবলি নিয়ে উপস্থিত হবে। যেন তুমি বাদশাহর নিকট তা পেশ করো। অবশেষে অবস্থা এই হবে যে, যদি তুমি তাদের সমস্যাগুলো বাদশাহর কাছে পেশ করতে যাও, তখন তোমাকে নিচু হতে হবে। আর যদি না করতে পার, তখন মানুষ বলাবলি করবে যে, সে অযথা বাদশাহর নৈকট্যের দাবি করে অথচ কাজের বেলায় নেই। -*কিতাবুল অসীয়ত*, মাওলানা আশেক ইলাহী বুলন্দশহরী; *গময়ু উয়ূনীল বাছাইর শরহুল আশবাহী ওয়ান্নাযায়ির*, পৃ. ৩/৩৭৪-৩৭৬, শাইখ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল হামাবী আল মিসরী

ঘটনা : ৯৫

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর খেদমতে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.

ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর যুগে কূফা শহর ইলমে হাদীস, ফিকহ এবং ইলমে লুগাত (ভাষাবিজ্ঞান) চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। তারপর সেখানে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থান এবং হযরত আলী রাযি. এ শহরকে দারুল খিলাফত (ইসলামী রাজধানী) করায় এর ইলমী উজ্জ্বলতা আরও বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ।

ইমাম মুহাম্মাদ রহ. পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ করার পর সাহিত্যসহ অন্যান্য ইলমের মজলিসে শরীক হলেন। ১৪ বছর বয়সে তিনি একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

কোনো নাবালেগ শিশু ইশার নামায পড়ার পর রাতে তার স্বপ্নদোষ হলে সে কি ইশার নামায পুনরায় পড়বে? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, হ্যাঁ, তাকে পুনরায় ইশার নামায পড়তে হবে। এ শুনে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. মসজিদের এক কোনায় গিয়ে ইশার নামায পুনরায় পড়লেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. এটা দেখে বললেন, আল্লাহ তাআলা চাইলে এ শিশু কামিয়াব হবে।

এ ঘটনার পর আল্লাহ তাআলা ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর অন্তরে ইলমে ফিকহের মুহাব্বত ঢেলে দিলেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে বললেন, পবিত্র কুরআনের হিফয শেষ করে দরসে আসবে। মাত্র সাত দিনের মধ্যে তিনি কুরআনের বাকি অংশের হিফয শেষ করে পুনরায় দরসে শরীক হলেন।

তারপর একদিন তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলে ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এ প্রশ্ন কারও নিকট শুনেছ, নাকি তোমার অন্তরেই সৃষ্টি হয়েছে? তিনি বললেন, কারও কাছে শুনিনি বরং আমার অন্তরেই পয়দা হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, এটা বড় ব্যক্তিদের প্রশ্ন। তুমি অত্যন্ত পাবন্দির সঙ্গে ইলমে ফিকহের দরসে অংশগ্রহণ করতে থাকো। এরপর তিনি একাধারে চার বছর তাঁর দরসে শরীক থাকেন এবং ফিকহের মাসআলাগুলোর সমাধান লিখে তা বিন্যস্ত করতে থাকেন। -*বুলুগুল আমানী*, পৃ. ০৫-০৬

ঘটনা : ৯৬

ইলমে দীনকে জীবিকানির্বাহের মাধ্যম বানাবে না

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ. বলেন, একদিন বৃষ্টির সময় আমরা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চারপাশে তাঁকে বেষ্টন করে বসে ছিলাম। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন দাউদ তাঈ, কাসিম ইবনে মাআন, আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ, ওয়াকী ইবনে জাররাহ, মালিক ইবনে মিগওয়াল এবং যুফার ইবনে হুযাইল। ইমাম আবূ হানীফা রহ. আমাদের সম্বোধন করে বললেন,

তোমরা আমার হৃদয়ের প্রশান্তি, চোখের জ্যোতি। আমি তোমাদের দীনী শিক্ষায় এমন যোগ্য করে তুলেছি যে, মানুষ তোমাদের অনুসরণ

করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই কাজীর দায়িত্বপালনের যোগ্য। আমি আল্লাহ তাআলা এবং তোমাদের ইলমের অসিলা দিয়ে বলছি, তোমরা ইলমে দীনকে সকলপ্রকার পারিশ্রমিক ও বিনিময়ের লাঞ্ছনা থেকে হেফাজত করবে। ইলমে দীনকে জীবিকানির্বাহের মাধ্যম বানাবে না। যদি তোমাদের কেউ কাজীর পদে নিযুক্ত হয় এবং এ ব্যাপারে নিজের মাঝে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতা অনুভব করে, যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ জানে না, তাহলে তার জন্য কাজীর পদে বহাল থাকা জায়েয নয়। যদি কখনো বাধ্য হয়ে কাজীর দায়িত্ব পালন করতেই হয়, তাহলে সাধারণ জনগণ থেকে সম্পর্কহীন থাকবে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তাদের সঙ্গে মহল্লার মসজিদে গিয়ে আদায় করবে। তাদের দীনী প্রয়োজনগুলো জেনে নেবে। যদি অসুস্থ থাকার কারণে কাজীর মজলিসে উপস্থিত হতে না পার, তাহলে অনুপস্থিত দিনগুলোর ওযিফা গ্রহণ করবে না। যে ব্যক্তি ইনসাফের সঙ্গে ফায়সালা করবে না, তার ফায়সালা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য হবে না। -*সীরাতে আইম্মায়ে আরবাআ*, পৃ. ৭৭, *তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৬১

উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে ইমাম আবূ হানীফা রহ.

১. ইমাম আমের শা'বী রহ.-এর দৃষ্টিতে :

ইলমে হাদীসের ইতিহাসে ইমাম শু'বা রহ.-কোন স্তরের ব্যক্তিত্ব ছিলেন তা হাদীসের প্রতিটি তালিবে ইলম জানেন। তাঁকে বাদ দিয়ে ইলমে হাদীসের জ্ঞানসমুদ্রে বিচরণ করা যায় কি না তাও হাদীসের কোনো তালিবে ইলমের অজানা নয়। সেই মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম শু'বা রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! আবূ হানীফা রহ. ছিলেন উত্তম বোধশক্তি ও প্রখর মেধার অধিকারী। তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ শুনে তিনি বলেছিলেন, কূফা নগরী ইলমশূন্য হয়ে গেল। তারা আর তাঁর মতো বড় আলেম কাউকে দেখতে পাবে না। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ৩২

পশ্চিম দুনিয়ার হাফিযুল হাদীস আল্লামা ইবনু আবদিল বার রহ. তাঁর *জামেউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফযলিহী* নামক কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ভূয়সী প্রশংসাকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরেছেন।

সেখানে তিনি ৬৮ জন পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহর নাম উল্লেখ করেছেন। এই ৬৮ জন ইসলামের ইলমী ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী যাদের হাদীস ও ফিকহের স্তম্ভ বলা যেতে পারে।

উক্ত কিতাবের টীকাতে শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. আরও দুজনের নাম যুক্ত করে বলেন, যে সকল মুহাদ্দিস তাওয়াতুরের জন্য সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন তাদের অনেকেই সত্তর সংখ্যাকে নির্ধারণ করেছেন। সে হিসেবে আবূ হানীফা রহ.-এর প্রশংসাকারীদের সংখ্যা তাওয়াতুর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তবে এ সত্তরজন হলো এই উম্মতের পূর্ববর্তী ওই সকল ব্যক্তি যাঁদের দীনদারী ইলম ও খোদাভীতি চিরস্মরণীয়।

সম্মানিত পাঠক, এখানে একটি বিষয় স্মরণযোগ্য যে, আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ.-এর ইন্তেকাল হয়েছিল ৪৬৩ হিজরীতে। এ জন্য তাঁর কিতাবে যে ৬৮ জন ইমামের নাম এসেছে তাঁরা সবাই ইবনে আবিদল বার এর পূর্বযুগের। এ সকল ইমামের অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমসাময়িক বা তাঁর কাছাকাছি সময়ের ছিলেন।

আল্লামা ইবনে আবিদল বার রহ.-এর পরবর্তী যুগেরও শত শত উলামায়ে কেরাম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। হয়তো এ জন্যই আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রহ. বলেন :

اِجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلٰى كَوْنِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فَقِيْهًا مُجْتَهِدًا إِمَامًا كَبِيْرًا فِي الْفِقْهِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. মুজতাহিদ ফকীহ ও ফিকহের বড় ইমাম হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ইজমা হয়ে গেছে। *-কাওয়ায়ে ফী উলূমিল হাদীস*, ৩১০

নিম্নে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের প্রশংসাবাণী উল্লেখ করা হলো :

ইমাম মালেক রহ.-এর দৃষ্টিতে

ইমাম মালেক রহ. অত্যধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে। আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, একসময় আমি

ইমাম মালেক রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। হঠাৎ এক বুযুর্গ ব্যক্তি মজলিসে আগমন করেন। ইমাম মালেক রহ. তাঁকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা দেখিয়ে নিজের পাশে বসালেন। তিনি চলে যাওয়ার পর ইমাম মালেক রহ. বললেন, তোমরা বলতে পার এ ব্যক্তি কে? ইনি হলেন কূফার সেই আবূ হানীফা, যিনি দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে একটি পাথরের স্তম্ভকে স্বর্ণের স্তম্ভে পরিণত করতে পারেন। কিছুক্ষণ পর মজলিসে আরেকজন বুযুর্গ আগমন করলে ইমাম মালেক রহ. তাঁকেও যথেষ্ট সম্মান করলেন। তিনি চলে গেলে মানুষেরা বলল, ইনি হলেন হাদীসসম্রাট সুফিয়ান ছাওরী রহ.। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ৩৯

লাইস ইবনে সা'দ রহ. বলেন, একবার আমি ইমাম মালেক রহ.-কে ঘর্মাক্ত দেখলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কিছুক্ষণ আগে আবূ হানীফার সঙ্গে ইলমী আলোচনা করছিলাম। নিশ্চয় তিনি বিচক্ষণ ফকীহ। -*ফিকহু আহলিল ইরাকি ওয়া হাদীসুহুম*, ৬৭

ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর দৃষ্টিতে

একবার খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-কে বললেন, আমার নিকট ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর গুণাগুণ বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, হে আমিরুল মুমিনীন, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ : মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য অপেক্ষমাণ এক ফেরেশতা তার নিকটে থাকে। -সূরা কাফ (৫০) : ১৮

তাঁর ব্যাপারে আমার যা জানা আছে তা হলো, তিনি আল্লাহ তাআলার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে সম্পূর্ণভাবে বেঁচে থাকতেন। তিনি ছিলেন উচ্চস্তরের খোদাভীরু। না জেনে দীনী বিষয়ে কিছু বলতেন না। নিজের ওপর অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে তাঁর নাফরমানি করা যাবে না। তিনি দুনিয়াদারদের থেকে অনেক দূরে থাকতেন। কেউ তাঁকে কোনো মাসআলা জিজ্ঞাসা করলে তা জানা থাকলে উত্তর দিতেন এবং সঠিক উত্তর দিতেন। আর জানা না থাকলে বৈধ পন্থায় কিয়াস (কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইল্লত বা কারণ বের করে সেই

ইল্লতের আলোকে নতুন সমস্যার সমাধান বের করা) করে তার অনুসরণ করতেন। নিজের ঈমান ও দীনকে হেফাযত করতেন। দীর্ঘ সময় নীরব থাকতেন। কোনো ইলমী বিষয়ে সর্বদাই ভাবতেন। অনর্থক কথা বলতেন না। নিজের ধন-সম্পদ ও ইলম উভয়টিকে অধিক পরিমাণে ব্যয় করতেন। মাখলুক থেকে অমুখাপেক্ষী থাকতেন। কোনো কিছুর লোভ করতেন না। গীবত বা পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতেন। কাউকে কেবল তার ভালো গুণে স্মরণ করতেন। খলীফা হারুনুর রশীদ এগুলো শুনে বললেন, ভালো মানুষদের স্বভাব-চরিত্র এমনই হয়ে থাকে। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৪২

ইমাম শাফেঈ রহ.-এর দৃষ্টিতে

ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন,

اَلنَّاسُ فِي الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أَبِيْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ ফিকাহশাস্ত্রে সকল মানুষ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পোষ্যবর্গ বা পরিবারবর্গ। -*তাযকিরাতুল হুফ্ফায*, ১/১৬০

আলী ইবনে মায়মূন রহ. বলেন, আমি ইমাম শাফেঈ রহ.-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাধ্যমে বরকত লাভ করি। প্রত্যেক দিন আমি তাঁর কবর যিয়ারত করি। যখন আমার সামনে কোনো হাজত আসত তখন দু-রাকাত নামায পড়তাম এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কবরের নিকট গিয়ে দুআ করামাত্রই আমার সে হাজতটি পুরা হয়ে যেত। -*তা'নীবুল খতীব*, ৩৪

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর দৃষ্টিতে

ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. খোদাভীতি, দুনিয়াবিমুখতা ও আখেরাতকে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে এমন মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন, যেই মর্যাদায় অন্য কেউ পৌঁছতে পারেনি। খলীফা মানসূরের পক্ষ থেকে কাজীর দায়িত্বগ্রহণের প্রস্তাবকে অস্বীকার করার কারণে তাঁকে বেত্রাঘাত করা হয়। এরপরও তিনি তা গ্রহণ করেননি। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি রহম করুন।

-*তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩২৭

ইমাম যুফার রহ.-এর দৃষ্টিতে

ইমাম যুফার রহ. বলেন, আমি বিশ বছরেরও অধিককাল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সোহবতে ছিলাম। তাঁর চেয়ে অধিক কল্যাণকামী এবং তাঁর চেয়ে অধিক দয়াপরবশ আর কাউকে দেখিনি। তিনি আল্লাহর জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। বেশির ভাগ দিনের বেলা তিনি ইলমচর্চা, মাসআলা-মাসায়েলের তালীম এবং নবসৃষ্ট বিষয়ে ফতোয়াপ্রদানের কাজে লিপ্ত থাকতেন।

মজলিস থেকে ফারেগ হওয়ার পর হয়তো কোনো রোগী দেখতে যেতেন বা জানাযায় শরীক হতেন অথবা কোনো দরিদ্রকে সাহায্য করতেন বা কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করতেন। কিংবা অন্য কোনো জরুরত পূরণ করতেন। আর যখন রাত হতো তখন তিনি নামায, কুরআন তিলাওয়াত এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল হয়ে যেতেন। ইন্তেকাল পর্যন্ত এভাবেই কাটত তাঁর রাত-দিন। -*উকূদুল জুমান*, ২০৮; *খায়রাতুল হিসান*, ২১৯

সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর দৃষ্টিতে

মুহাম্মাদ ইবনে বিশর বলেন, একবার আমি সুফিয়ান ছাওরীর কাছে এলে তিনি জিজ্ঞসা করলেন কোথা থেকে এসেছ। আমি বললাম, আবূ হানীফা রহ. নিকট থেকে। তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ফকীহের নিকট থেকে এসেছ। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ৩৯

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ.-এর দৃষ্টিতে

আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহ. বলেন, ফিকাহশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর চেয়ে পারদর্শী আর কাউকে দেখিনি। তিনি আরও বলেন, যখন ইমাম আবূ হানীফা রহ. ও সুফিয়ান ছাওরী রহ. কোনো ফতোয়ার ক্ষেত্রে একমত পোষণ করেন তখন জগতের কেউ নেই যে, তাঁদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ৯২

ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ.-এর দৃষ্টিতে

দিরার ইবনে সুরাদ বলেন, একবার ইয়াযিদ ইবনে হারুন রহ.-কে

জিজ্ঞসা করা হলো, কে সবচেয়ে বড় ফকীহ, আবূ হানীফা নাকি সুফিয়ান ছাওরী? উত্তরে তিনি বললেন, হাদীস সংরক্ষণে সুফিয়ান ছাওরী শ্রেষ্ঠ এবং হাদীসের মর্ম উদ্ঘাটনে আবূ হানীফা শ্রেষ্ঠ। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ৯২

শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর দৃষ্টিতে

শাইখুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *মিনহাজুস সুন্নাতে* বলেন, হাদীস, তাফসীর, তাসাওউফ ও ফিকহ-এর ইমাম হলো আইম্মায়ে আরবাআ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফেঈ, ইমাম মালেক, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. ও তাঁদের অনুসারীগণ। -*মিনহাজুস সুন্নাহ*, ১/১৭২; *মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ৫০

আল্লামা যাহাবী রহ.-এর দৃষ্টিতে

আল্লামা যাহাবী রহ. আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেন, তিনি আদমসন্তানের মাঝে একজন প্রখর মেধাবী পুরুষ। -*কাওয়ায়েদ ফী উলূমিল হাদীসের* টীকা

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ.-এর দৃষ্টিতে

আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবনীতে লিখেছেন, আবূ হানীফা রহ. বড় ফকীহ। তিনি সাহাবীদের রাযি. স্বর্ণযুগ পেয়েছেন। এবং হযরত আনাস রাযি.-এর সাক্ষাৎলাভে ধন্য হয়েছেন। -*আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.-এর দৃষ্টিতে

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ. বলেন, উভয় জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়ে বলেছেন, যদি এই দীন সুরাইয়া নক্ষত্রে গিয়েও আশ্রয় নেয় তবে সেখান থেকে হলেও পারস্যবাসীর মধ্য হতে একজন তা অর্জন করতে সক্ষম হবে। -*তাবঈযুস সহীফা*, ০৩

ইন্তেকাল

আল্লামা ইবনে আবিল আওয়াম (ওফাত ৩৩৫ হি.) রহ. তাঁর সূত্রে উল্লেখ করেছেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. ৭০ বছর বয়সে ১৫০ হিজরীর রজব মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। কূফার খায়যুরান নামক প্রসিদ্ধ কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। *–ফাযাইলু আবী হানীফা*, আল্লামা ইবনে আবিল আওয়াম, ১৪১

ঘটনা : ৯৭
ইন্তেকালের পর গায়েবী আওয়াজ

হযরত সাদাকা মুগাবেরী রহ. (তিনি এমন বুযুর্গ ছিলেন, যিনি যে দুআ করতেন তা-ই কবূল হয়ে যেত) বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের পর তিন রাত পর্যন্ত এই গায়েবী আওয়াজ শোনা যেত :

ذَهَبَ الْفِقْهُ فَلَا فِقْهَ لَكُمْ * فَاتَّقُوااللهَ وَكُوْنُوْا خَلَفَا

مَاتَ نُعْمَانُ فَمَنْ هذَا الَّذِيْ * يُحْيِي اللَّيْلَ إِذَا مَا سَجَفَا

ফিকহ চলে গেছে আর নেই বাকি
অনুসরণ করো তাঁর আর হও মুত্তাকী।
নুমান চলে গেলেন এবার কোন সে জন
রাতের আঁধারে যে করবে রাত্রি জাগরণ।

-খাইরাতুল হিসান, পৃ. ১৬৫

ঘটনা : ৯৮
ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সালমান ফারসী রাযি. এর কাঁধে হাত রেখে বললেন, ঈমান যদি সুরাইয়া তারকার

জগতেও চলে যায় এদের (পারসিক) মধ্য হতে এক বা একাধিক ব্যক্তি তা অর্জন করবে। -*বুখারী*, ২/৭২৭

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যদি দীন সুরাইয়া তারকার নিকটেও আশ্রয় নেয় তবুও পারস্যের এক ব্যক্তি তা আহরণ করবে। -*মুসলিম*, ২/৩১২

উক্ত হাদীসদ্বয়ের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কেরাম বলেছেন, এই সুসংবাদের অধিকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি হলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.। যেমন আল্লামা সূয়ূতী রহ. বলেন, এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। -*তাবঈযুস সহীফা*, ০৩

আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী রহ. বলেন, এ হাদীস দ্বারা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-ই যে উদ্দেশ্য এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। -*খাইরাতুল হিসান*, ১৩

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-সহ মা-ওয়ারাউন্নাহর, খোরাসান এবং পারস্যের ইমামগণ এ ভবিষ্যদ্বাণীর অন্তর্ভুক্ত। -*ইযালাতুল খফা*, ২/২৭১

প্রিয় পাঠক, যেহেতু ইমাম আবূ হানীফা রহ. যুগ হিসাবে সকলের প্রবীণ তাই বলা যায়, তিনিই এই হাদীসের প্রথম প্রয়োগস্থল।

ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে মুসাদ্দাদ ইবনে আবদুর রহমান বসরী রহ. হতে আরও বর্ণিত, তিনি বলেন, একসময় আমি মক্কাতে রুকনে ইয়ামানী (কাবাঘরের একটি কোণ) এবং মাকামে ইবরাহীমের মাঝে সুবহে সাদিকের সময় ঘুমিয়ে ছিলাম। ইতিমধ্যে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাৎ লাভ করি। আমি তাঁকে ইমাম আবূ হানীফার নিকট ইলম শিক্ষা করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তাঁর কাছে ইলম শিক্ষা করো এবং তাঁর আমলের ন্যায় আমল করো, সে তো অত্যন্ত ভালো মানুষ।

মুসাদ্দাদ বসরী রহ. বলেন, এরপর থেকে আমি মানুষকে জোরপূর্বক ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর দিকে মনোযোগী করতে থাকি এবং

ইতিপূর্বে তাঁর ব্যাপারে মন্দ আকীদা পোষণের দরুন ইস্তেগফার করতে থাকি। -*খাইরাতুল হিসান*, ১৭২

ঘটনা : ৯৯
ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইলমের উৎস

আযহার ইবনে কাইসান রহ. বলেন, একদিন আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন অবস্থায় দেখলাম যে, তাঁর ডান পাশে আবূ বকর রাযি. এবং বাম পাশে উমর রাযি.। আমি তাঁদের দুজনকে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমি একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি। তাঁরা বললেন, প্রশ্ন করতে পার তবে উচ্চস্বরে নয়। তখন আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। কারণ, তাঁর ব্যাপারে আমি ভালো আকীদা পোষণ করতাম না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, তাঁর ইলমের উৎস হযরত খিযির আ.। আর আমি আসমান থেকে একে একে তিনটি তারকা খসে পড়তে দেখলাম। আর সে তারকা তিনটি হলো : আবূ হানীফা, মিসআর ও সুফিয়ান ছাওরী।

মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রহ.-এর নিকট এ স্বপ্নের কথা বলা হলে তিনি কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন, উলামায়ে কেরাম হলেন জমিনের তারকা। -*খাইরাতুল হিসান*, ১৭০

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগসমূহের জবাব

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ তুলেছেন তারা হলেন দুই শ্রেণির মানুষ :

১. যারা তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানার কারণে অজ্ঞতাবশত সমালোচনা করেছেন, সরাসরি ইমাম সাহেবের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ ঘটেনি। কিছু মানুষের ভুল তথ্য পরিবেশনের ভিত্তিতে তারা তাঁর ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। পরবর্তীতে তাদের কেউ কেউ ইমামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সঙ্গে সরাসরি আলোচনা-পর্যালোচনার পর তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিজেদের পূর্বমত থেকে তওবা করেন। যেমন হাফিয ইবনে আদী রহ. ও ইমাম আউযায়ী রহ. প্রমুখ। আর কারও সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হওয়ায় তারা শেষ পর্যন্ত নিজ মতে অটল ছিলেন। কিছু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন ইমাম নাসাঈ, ইমাম দারা কুতনী, ইমাম বুখারী রহ. প্রমুখ। তাঁদের নিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন ইনশাআল্লাহ।

২. দ্বিতীয় শ্রেণি হলো গোঁড়া ও বিদ্বেষী, যারা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর আকাশচুম্বী ইলমী মর্যাদা দেখে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত এবং নিয়মিত সমালোচনার নতুন নতুন প্রসঙ্গ টেনে মানুষকে তাঁর প্রতি আস্থাহীন করার হীন প্রচেষ্টা চালাত। এই শ্রেণিটি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবদ্দশা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পূর্ণ আন্তরিক বিদ্বেষের সঙ্গে কর্মরত এবং প্রতিদিন নতুন নতুন পরিকল্পনা সাজিয়ে কখনো ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যক্তিত্বের ওপর, কখনো তাঁর অনুসারীদের ওপর আবার কখনো ফিকহে হানাফীর ওপর আক্রমণ করে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস এ দলটি আল্লাহর দরবারে অপরাধী। কেননা, তারা জেনে-বুঝে নির্লজ্জ মিথ্যা, ভিত্তিহীন অপবাদ ও বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে। তাদের অন্তরে

বিন্দুপরিমাণ আল্লাহর ভয় নেই। কবর ও পরকালের চিন্তা নেই। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

অর্থ : নিশ্চয় কান, চোখ ও হৃদয় এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে হিসাব তলব করা হবে। -সূরা বনী ইসরাঈল (১৭) : ৩৬

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

অর্থ : মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী (ফিরিশতা) তার নিকটেই রয়েছে। -সূরা কাফ (৫০) : ১৮

আল্লামা আমর ইবনে বাহার আলজাহেয রহ. বলেন,

أَلنَّاسُ فِيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَجُلَانِ إِمَّا حَاسِدٌ وَإِمَّا جَاهِلٌ فَأَمَّا الْحَاسِدُ فَإِنَّه لَا يَأتِيْ بِمِثْلِ مَا أَتٰى بِه وَأَمَّا الْجَاهِلُ فَإِنَّه لَا يَدْرِيْ مَا قَالَ

অর্থ : আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে দুই শ্রেণির মানুষ ভুল বুঝেছে। এক. হিংসুক দুই. অজ্ঞ। হিংসুক তো এ কারণে হিংসা করে যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বিশ্ববাসীকে যে ইলম ও ফিকহ দান করেছেন, তা সে দিতে অক্ষম। আর যে অজ্ঞ, সে তো ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইলম সম্পর্কেই জানে না। অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না যে, তাঁর ইলমী যোগ্যতা কত ওপরে। -*ফাযাইলু আবী হানীফা*, ৭৮; *আখবারু আবী হানীফা*, ৬৪

নিম্নে ইমাম আযম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগগুলোর কিছু জবাব পেশ করা হলো :

অভিযোগ : ০১

ইমাম নাসাঈ রহ.-এর অভিযোগ

একটি অভিযোগ এও করা হয় যে, ইমাম নাসাঈ রহ. তাঁর اَلضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوْكُوْنَ গ্রন্থে আবূ হানীফা রহ.-এর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

نُعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ أَبُوْحَنِيْفَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ নুমান ইবনে সাবিত আবূ হানীফা রহ. হাদীসে সবল নন।

উত্তর : যুগ শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস হাফিয ইবনে হাজার রহ.-এর যোগ্য শাগরিদ হাফেয সাখাবী রহ. اَلْجَوَاهِرُ وَالدُّرَرِ فِيْ تَرْجَمَةِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ حَجَرٍ নামক গ্রন্থে লিখেছেন :

سُئِلَ أَيِ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ عَمَّا ذَكَرَهُ النَّسَائِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ وَالْمَتْرُوْكِيْنَ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَوِيٍّ فِي الْحَدِيْثِ وَهُوَ كَثِيْرُ الْغَلَطِ وَالْخَطَأِ عَلَى قِلَّةِ رِوَايَتِهِ هَلْ هُوَ صَحِيْحٌ؟ وَهَلْ وَافَقَهُ عَلَى هذَا أَحَدٌ مِنَ أَئِمَّةِ الْمُحَدِّثِيْنَ أَمْ لَا؟

অর্থ : হাফিয ইবনে হাজার রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইমাম নাসাঈ রহ. তাঁর اَلضُّعَفَاءُ وَالْمَتْرُوْكُوْنَ নামক গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে লিখেছেন যে, ‘তিনি হাদীসে সবল নন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও হাদীস বর্ণনায় তিনি অধিক ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন।’ (ইমাম নাসাঈ রহ.-এর) এ কথাটি কি সঠিক? হাদীসের কোনো ইমাম তাঁর এ কথার সমর্থন করেছেন কি?

আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার রহ.-এর উত্তরে বলেন :

اَلنَّسَائِيُّ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْ قَالَهُ اِنَّمَا هُوَ حَسْبَ مَا ظَهَرَ لَهُ وَأَدَّاهُ اِلَيْهِ اِجْتِهَادُهُ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ بِجَمِيْعِ قَوْلِهِ–

অর্থাৎ নাসাঈ রহ. হাদীসের ইমাম ছিলেন। তবে তিনি এ ব্যাপারে যা বলেছেন সেটা তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও গবেষণা অনুপাতে বলেছেন। আর কোনো ব্যক্তির সব কথাই গ্রহণযোগ্য নয়। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ১২৬

শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. বলেন, ইমাম নাসাঈ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে যা বলেছিলেন, পরে সেটা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কারণ, তিনি তাঁর *সুনানে কুবরা* কিতাবে আছেমের সূত্রে আবূ হানীফার একটি হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন,

هٰذَا غَيْرُ صَحِيْحٍ وَعَاصِمُ بْنُ عُمَرَ ضَعِيْفٌ فِي الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ এ হাদীসটি সহীহ নয়। এর সনদে রয়েছে আছেম ইবনে উমর—যিনি হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল।

এখানে লক্ষণীয় হলো, ইমাম নাসাঈ রহ. উক্ত হাদীসটির ওপর আপত্তি করলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উস্তাদ আছেমের কারণে। যদি তাঁর নিকট ইমাম আবূ হানীফা রহ. দুর্বল হতেন তাহলে তিনি প্রথমে আবূ হানীফার কারণে এ হাদীসটির ওপর আপত্তি করতেন। *-মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা রহ.*-এর টীকা, পৃ. ১২৬-১২৭

অভিযোগ : ২
ইমাম দারা কুতনী রহ.-এর অভিযোগ

ইমাম দারা কুতনী তাঁর *সুনানে*

مَنْ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইমামের পেছনে নামায পড়বে, ইমামের কিরাতই তার কিরাত বলে গণ্য হবে।

এই হাদীসের পরে লিখেছেন :

لَمْ يُسْنِدْهُ مِنْ مُوْسٰى بْنِ عَائِشَةَ غَيْرُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَالْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيْفَانِ

অর্থাৎ মূসা ইবনে আবী আয়েশা থেকে এ হাদীসটি আবূ হানীফা এবং হাসান ইবনে উমারাহ ব্যতীত অন্য কেউ মারফূ রিওয়ায়েতে বর্ণনা করেননি। আর তাঁরা উভয়ে হাদীস বর্ণনায় দুর্বল।

উত্তর : হাদীসের কোনো রাবীর ওপর জারাহ ও তা'দীল (সমালোচনা ও প্রত্যায়ন) করার জন্য বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম ও চিন্তাবিদগণ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। জারাহ ও তা'দীলের সময় সেই নীতিমালা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। অন্যথায় বড় বড় মুহাদ্দিসের ন্যায়পরায়ণতা এবং গ্রহণযোগ্যতাও প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়বে। কেননা, বড় বড়

ইমামগণের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে কোনো না-কোনো ব্যক্তির জারাহ বা সমালোচনা বিদ্যমান। যেমন ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম যুহলী ইমাম বুখারীকে শুধু মুতাযিলা ও কাফের বলেই ক্ষান্ত হননি, বরং মুসলমানদের কবরস্থানে তাঁকে কবর দিতেও নিষেধ করেছেন। -*সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ২২/৪৫৬; *তারীখে বাগদাদ*, ২/১৩

ইমাম মুসলিম রহ.-কে ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান 'জাহমিয়া' (যারা আল্লাহ তাআলার গুণাবলিকে অস্বীকার করে) বলেছেন। -*ওফায়াতুল আ'য়ান*, ২/৯১

অনুরূপভাবে ইমাম নাসাঈ হাফিয আহমাদ ইবনে সালেহ মিসরীর ব্যাপারে, ইবনে মাঈন ইমাম শাফেঈ রহ.-এর ব্যাপারে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ. হারেস মুহাসেবীর ব্যাপারে এবং ইবনে মানদাহ আবূ নুআঈম ইস্পাহানীর ব্যাপারে জারাহ করেছেন। -*আর রাফউ ওয়াত তাকমীল*, ৪১৩-৪১৪, আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ.)

অতএব এ উম্মতের ইমামগণ সম্পর্কে যে যে-ই সমালোচনা করেছেন অথবা কোনো অভিযোগে তাদের অভিযুক্ত করেছেন, সে সবই বাজে কথা। এগুলো যদি সত্য ও গ্রহণীয় হতো, তাহলে কি ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম, ইমাম নাসাঈ, ইমাম আহমদ ইবনে সালেহ প্রমুখ ইমামগণের হাদীস গ্রহণ করা হতো? কখনো গ্রহণ করা হতো না।

এ পর্যায়ে জারাহ ও তা'দীলের কয়েকটি নীতি উল্লেখ করা হলো :

নীতি : ০১

জারাহ ও তা'দীলের একটি অবধারিত নীতি হলো, যারা ন্যায়পরায়ণতা, আমানত, নির্ভরযোগ্যতা আর ইলমের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তাঁদের ব্যাপারে কোনো অশোভনীয় উক্তি গ্রহণ করা হবে না। -*কাদিয়াতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*, আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহ., পৃ. ২২

উল্লেখ্য আবূ হানীফা রহ.-এর ইমামত-নির্ভরযোগ্যতা তাওয়াতুরের মাত্রায় উত্তীর্ণ। আল্লামা ইবনে আবদুল বার রহ. তাঁর জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ *জামিউ বয়ানিল ইলমি ও ফাযলিহী*তে আবূ হানীফা রহ.-এর ভূয়সী প্রশংসাকারীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরেছেন। সেখানে তিনি ৬৮ জন পূর্ববর্তী মুহাদ্দিস ও ফকীহের নাম উল্লেখ করেছেন।

নীতি : ০২

যখন কোনো রাবীর জারাহ্ ও তা'দীলে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য দেখা দেয়, তখন দেখতে হবে সমালোচক ও প্রত্যয়নকারীদের মধ্যে কোন পক্ষ দলে ভারী? যাঁদের সংখ্যা বেশি, তাঁদের কথাই গ্রহণযোগ্য। *-কাদিয়াতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*, ১৩

যদি এ নীতিটি সামনে রাখা হয়, তাহলে দেখা যাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমালোচনাকারীদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। পক্ষান্তরে তাঁর প্রশংসাকারীদের সংখ্যা গুণে শেষ করা যাবে না।

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

اَلَّذِيْنَ رَوَوْا عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَوَثَّقُوْهُ وَأَثْنَوْا عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنَ الَّذِيْنَ تَكَلَّمُوْا فِيْهِ

অর্থাৎ আল্লামা ইবনে আবদিল বার রহ. বলেন, যাঁরা ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁকে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন ও তাঁর প্রশংসা করেছেন, তাঁদের সংখ্যা ইমাম সাহেবের সমালোচকদের থেকে অধিক। *-মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, ১৩২

নীতি : ০৩

আল্লামা রাফেঈ রহ. বলেন, জারাহ্ ও তা'দীলের আলেমদের উচিত তাঁরা যেন হিংসা-বিদ্বেষ ও মাযহাবী পক্ষপাতিত্ব থেকে বিরত থাকেন। যাতে বিদ্বেষ ও পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির আলোচনা করতে এবং ফাসিক ব্যক্তিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করতে উদ্বুদ্ধ না করে। *-কায়িদাতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*, পৃ. ৩৫

বর্তমানে একটি বিদ্বেষী মহল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পরবর্তী যুগের হাতেগোনা কয়েকজন মুহাদ্দিসের মতকে উৎস করে আবূ হানীফা রহ.-কে হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল, ইয়াতীম, মিসকিন ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম ও হাদীসবিশারদদের বিশাল এক জামাত তাঁকে হাদীসশাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হলো, ইমাম নাসাঈ ও দারা কুতনী তাঁর সম্পর্কে এমন ভিত্তিহীন কথা কীভাবে বলে দিলেন?

উত্তর হলো, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে আল্লাহ তাআলা জ্ঞান-গরিমা, বুযুর্গী ও তাকওয়ার আকাশচুম্বী মর্যাদা ও খ্যাতি দান করেছিলেন, যার কারণে স্বভাবতই তাঁর প্রতি হাসাদকারীদের সংখ্যাও ছিল অনেক। যারা তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন মিথ্যা ও অবাস্তব কথা প্রচার করে বেড়াত। যেমন, এই সমালোচনা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হয় যে, তিনি কিয়াসকে হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেন। অত্যন্ত জোরালোভাবে এই ঘৃণ্য অপবাদ ছড়ানো হয়। যার প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন কিছু আলেম, যারা তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন। অজ্ঞদের অনেকে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানলে ইমাম সাহেবের বিরোধিতা পরিহার করেছেন। যেমন ইমাম আওযায়ী রহ.-এর ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[১]

অভিযোগ : ০৩

আরও কয়েকজন মুহাদ্দিসের অভিযোগ

হিংসুক ও নিন্দুকদের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ইমাম বুখারী, ইমাম নাসাঈ, ইমাম তিরমিযী, হাফেয ইবনে হিব্বান, ইমাম দারা কুতনী, ইবনে আদী, ইবনে মাকুলা প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে আহলুর রায় বলেছেন এবং এও বলেছেন যে তাঁর হাদীসের পরিমাণ নগণ্য। তিনি হাদীসে দক্ষ ব্যক্তি নন।

উত্তর : জারাহ ও তা'দীলের একটি নীতি হলো, যাঁর ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত, কুরআন-হাদীসে যাঁর ইমামত স্বীকৃত এবং কুরআন-হাদীসের জ্ঞানে যাঁর মনোযোগ ও নির্ভরযোগ্যতা সর্বজনবিদিত, তাঁর ব্যাপারে কোনো অশোভনীয় উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ, কেউ যদি তাঁর ব্যাপারে সমালোচনার স্বপক্ষে সঠিক প্রমাণ পেশ করে, তাহলে তাঁর সমালোচনা সঠিক প্রমাণিত হবে। *-কায়িদাতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*, ২২

উক্ত নীতি দ্বারা এ কথাই স্পষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা, ইমামত, ইলমের গভীরতা ও নির্ভরযোগ্যতা জনসমক্ষে প্রমাণিত, তাহলে তাঁর ব্যাপারে দলিল-প্রমাণ ছাড়া তাঁর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে হিংসুক ও নিন্দুকের উক্তি এবং উল্লিখিত

---

১. পৃষ্ঠা : ১৭ দ্রষ্টব্য।

কয়েকজন মুহাদ্দিসীনের মতামতকে ভিত্তি করে যেসব আপত্তি, তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে পরে না। হাফিয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, এ কারণেই আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে সমালোচকদের সমালোচনা গৃহীত হয়নি। কেননা, কেউ তাঁর ওপর সমালোচনা করেছেন কিয়াসের আধিক্যের ব্যাপারে। আবার কেউ আরবী ভাষায় পারদর্শী না হওয়ার ব্যাপারে, আবার কেউ হাদীসের সংখ্যা নগণ্য হওয়ার ব্যাপারে। নিশ্চয় এ সকল সমালোচনা দ্বারা বর্ণনাকারী নিন্দিত হয় না। *-হাদয়ুস সারী মুকাদ্দামায়ে ফতহুল বারী*

কয়েকজন মুহাদ্দিসের উল্লিখিত সমালোচনার আরেকটি কারণ হলো, মাযহাব-মাসলাকের মতবিরোধ এবং নিজ মাযহাবের পক্ষপাতিত্ব এবং সমকালীনতা। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর যুগে ও তাঁর পরবর্তী যুগে উলামায়ে কেরামের দুটি দল ছিল। প্রথম দল, যাঁরা শুধু হাদীস হিফয করতেন এবং তা অন্যদের কাছে বর্ণনা করতে মনোযোগী ছিলেন। দ্বিতীয় দল, যাঁরা হাদীস হিফয করে তার মধ্যে চিন্তা, গবেষণা, ইজতেহাদ করে আহকাম বের করার দিকে মনোযোগী ছিলেন। তাঁরা তেমন বেশি হাদীস বর্ণনা করতেন না। ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছিলেন এ দলের অন্যতম। যাঁর ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ রহ. বলেন,

اَلنَّاسُ فِيْ الْفِقْهِ عِيَالٌ عَلٰى أَبِيْ حَنِيْفَةَ

অর্থাৎ ফিকহের জগতে পরবর্তীকালের সমস্ত মানুষ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ওপর নির্ভরশীল কিন্তু যেসব মুহাদ্দিস কেবল হাদীস হিফয করতেন এবং তা অন্যদের নিকট বেশি বেশি বর্ণনা করতেন, তাঁদের মধ্যে কিছু মুহাদ্দিস ইমাম আবূ হানীফার এ পন্থাটি পছন্দ করতেন না। তাই তারা তাঁর সমালোচনা করতেন। *-কায়িদাতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*, *তারীখে বাগদাদ*, ১৩/৩৯০

অভিযোগ : ৪

ইমাম বুখারী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে উপেক্ষা করেছেন কেন?

উত্তর : শাইখ জাফর আহমাদ উসমানী রহ. লিখেছেন :

صَحِبَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا نُعَيْمَ بْنَ حَمَّادٍ اَلَّذِىْ اِتَّهَمَهُ الدُّوْلَابِيُّ بِوَضْعِ حِكَايَاتٍ فِيْ مَثَالِبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهَا زُوْرٌ كَمَا جَاءَ ذِكْرُه فِيْ التَّهْذِيْبِ وَالْمِيْزَانِ فَلَعَلَّ ذَالِكَ هُوَ مَنْشَأُ اِنْحِرَافِ الْبُخَارِيِّ عَنِ الْاِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ– وَاللهُ أَعْلَمُ

অর্থাৎ ইমাম বুখারী রহ. নুআইম ইবনে হাম্মাদের সাহচর্যেও ছিলেন। যার ব্যাপারে আল্লামা দূলাবী বলেন, সে (নুআইম ইবনে হাম্মাদ) ইমাম আবূ হানীফার ব্যাপারে এমন সব ঘটনা রচনা করত যার সবই মিথ্যা। যেমন এর আলোচনা *তাহযীবুত তাহযীব* ও *মীযানুল ই'তেদাল* কিতাবে রয়েছে। হয়তো এটাই ইমাম বুখারীর ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে উপেক্ষা করার কারণ। -*কাওয়াইদু ফি উলূমিল হাদীস*, পৃ. ২৩২

আল্লামা শাইখ যাহেদ কাউসারী রহ. অপর একটি কারণ উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো,

যখন ইমাম বুখারী রহ. ইলম অর্জন শেষে নিজ দেশে ফিরে এলেন তখন তাঁর দেশের অনেক আলেম তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ল। (সাধারণত যে ব্যক্তি জ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণ করে এবং উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করে তার ব্যাপারটি এমনই হয়) এমনকি তারা তাঁর সেই ফতোয়াগুলোর ব্যাপারে আপত্তি করে বসল যেগুলোতে তিনি ভুল করেছিলেন। একপর্যায়ে এই কারণেই তারা ইমাম বুখারীকে বুখারা শহর থেকে বহিষ্কার করল। এবং বুখারা অঞ্চল থেকে তাঁকে বহিষ্কারের নেপথ্যনায়ক ছিলেন আবূ হাফস ছগীর। (আবূ হাফস ছগীর ছিলেন ইমাম বুখারীর সহপাঠী এবং প্রসিদ্ধ হানাফী ইমাম) এরপরই ইমাম বুখারী রহ. তাঁর কিতাবাদিতে তাঁকে বহিষ্কারকারীদের কিছু কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির কথা প্রকাশ করতে থাকেন। -*কাওয়াইদু ফি উলূমিল হাদীস* এর টীকা, পৃ. ২৩৪, আল্লামা আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ.

এ ছাড়া আগেই আলোচনা করা হয়েছে, অনেকে ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে সঠিক তথ্য না জানার কারণে অজ্ঞতাবশত তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিছু প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসও এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাঁদের নিষ্ঠা ও ইখলাসের কারণে আল্লাহর কাছে তাঁরা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন ইনশাআল্লাহ।

অভিযোগ : ৫

খতীব বাগদাদী রহ.-এর অভিযোগ

খতীব বাগদাদী ছিলেন হানাফী ও অন্যান্য বড় বড় উলামায়ে কেরামের কট্টর বিরোধী, এ কারণে তাঁদের ব্যাপারে তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এটা যথাস্থানে প্রমাণিত যে, বিরোধী ব্যক্তির বক্তব্য তাঁর প্রতিপক্ষের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয়। ইউসুফ ইবনে হাসান تَنْوِيْرُ الصَّحِيْفَةِ নামক কিতাবে লিখেছেন, খতীব বাগদাদীর কথায় কেউ যেন প্রতারিত না হয়। কেননা, তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ., ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.-সহ অনেক আলেমের বিরুদ্ধে প্রচুর সমালোচনা করেছেন। এমনকি খতীব বাগদাদীর বিরুদ্ধে কিতাব লেখা হয়েছে। اَلسَّهْمُ الْمُصِيْبُ فِيْ كَبِدِ الْخَطِيْبِ।

আল্লামা নূরুদ্দীন ইতির বলেন, খতীব বাগদাদী ছিলেন ভীষণ কট্টরপন্থী। তাঁর লিখিত কিতাব *তারীখে বাগদাদে* হাম্বলী আলেমগণের অবমাননা করা হয়েছে। একইভাবে হানাফীদেরও তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। বরং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জীবনীতে মিথ্যুক, হিংসুক ও প্রতারকদের বক্তব্য উল্লেখ করে তাঁকে যথেষ্ট হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে।

বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইসমাঈল ইবনে কূসী বলেন, অতিরিক্ত কট্টরপন্থী হওয়ার কারণে তিনজন হাফিযে হাদীসকে আমি পছন্দ করি না। খতীব বাগদাদী, হাকীম আবূ আবদিল্লাহ ও আবূ নুআইম। -*আর-রদ্দু আলাল খতীব*, ১/১৭৯

আল্লামা সিবত ইবনুল জাওযী বলেছেন, খতীব বাগদাদীকে নিয়ে তো অবাক হওয়ার কিছুই নেই, কারণ তিনি অসংখ্য আলেমের সমালোচনা করেছেন। -*মিরআতুয যামান*, আল্লামা সিবত ইবনুল জাওযী, *খাইরাতুল হিসানের* টীকা, ১৬৪

নিম্নে সনদসহ খতীব বাগদাদীর কিছু সমালোচনা ও তার জবাব পেশ করা হলো :

খতীব বাগদাদী রহ.-এর সমালোচনা : ০১

قَالَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ أَبِيْ ذُهْلٍ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْنُسَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَحْبُوْبَ بْنَ مُوْسى يَقُوْلُ سَمِعْتُ اِبْنَ أَسْبَاطٍ يَقُوْلُ وُلِدَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَأَبُوْهُ نَصْرَانِيٌّ .

খতীব বাগদাদী উসমান ইবনে সাঈদ দারেমীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আমি মাহবুব ইবনে মুসাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনে আসবাতকে বলতে শুনেছি, আবূ হানীফার জন্ম খ্রিষ্টানের ঔরসে।

সমালোচনার জবাব

বর্ণনাটি সঠিক নয়। কারণ, এ সনদের অন্যতম রাবী হলেন উসমান ইবনে সাঈদ দারেমী যিনি ছিলেন মুজাস্‌সিমা (আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে দেহ ও আকৃতিবিশিষ্ট হওয়ার আকীদা পোষণকারী) আল্লাহ তাআলার সত্তা সম্পর্কেই যে অজ্ঞ, তার বর্ণনা গ্রহণ করার প্রশ্নই আসে না।

তা ছাড়া এ সনদের মধ্যে আরেকজন রাবী হলেন মাহবূব ইবনে মূসা। যার সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ রহ. বলেন, তার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী, পৃ. ৩৫

এ সম্পর্কে প্রকৃত সত্যটি আল্লামা ইবনুল আছীর স্বরচিত *জামেউল উসূল* কিতাবে লিখেছেন,

وُلِدَ أَبُوْه ثَابِتٌ عَلَى الْإِسْلَامِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর জন্ম হয়েছে 'ছাবেত' এর ঔরসে আর তিনি ছিলেন একজন মুসলিম। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ১০৬

খতীব বাগদাদী রহ.-এর সমালোচনা : ০২

قَالَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُمَرَ الْبَجَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّوِيْلُ النَّيْسَا بُوْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَامِدِ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ سَخْتُوْيَهْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زُنْبُوْرًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيْفَةَ يَقُوْلُ قَدِمَتْ عَلَيْنَا اِمْرَأَةُ جَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ فَأَدَّبَتْ نِسَاءَنَا.

খতীব বাগদাদী স্বীয় সনদে যুনবূর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আবূ হানীফাকে বলতে শুনেছি যে, জাহম ইবনে ছাফওয়ানের[১] স্ত্রী আমাদের নিকট এসে আমাদের ঘরের মহিলাদের আদব-শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে।

সমালোচনার জবাব :

এ বর্ণনাটি সঠিক নয়। কারণ, এর সনদে রয়েছে যুনবূর। তার সম্পর্কে ইমাম বুখারী রহ বলেন, هُوَ ذَاهِبُ الْحَدِيْثِ অর্থাৎ তিনি হাদীস সংরক্ষণে অক্ষম।

ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, لَيْسَ بِثِقَةٍ অর্থাৎ তিনি হাদীসে অনির্ভরযোগ্য।

---

১. জাহম ইবনে ছাফওয়ান হলো জাহমিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। এই পথভ্রষ্ট লোকটি ছিল মূলত কূফী বংশোদ্ভূত এক ইহুদী। বনু উমাইয়াদের খেলাফতকালে সে জায়হুন নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবস্থিত তিরমিয শহরে আত্মপ্রকাশ করে। *সহীহ ইবনে খুযায়মাতে* ইবনে কুদামার সূত্রে আবু মুআয বলখীর একটি বর্ণনায় আছে, জাহাম ইবনে ছাফওয়ান একজন উচ্চপর্যায়ের সাহিত্যিক ছিল। তবে সে ইলম থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি আহলে ইলমের মজলিসের ব্যাপারে ছিল নিরাসক্ত। শুধু মারেফাতে কলব তথা অন্তর চেনার নামকেই সে ঈমান বলে আখ্যা দিত। এ ছাড়া সে আল্লাহ তাআলা থেকে তাশবীহ বা সাদৃশ্য প্রত্যাখ্যান করতে গিয়ে এতটা কঠোরতা প্রয়োগ করেছে যে, সে আল্লাহ তাআলাকে তা'তীল তথা নিষ্কর্ম সাব্যস্ত করতে দ্বিধা করেনি। বনু উমাইয়ার খেলাফতের শেষ সময়ে আনুমানিক ১৩০ হিজরীতে মুসলিম ইবনে আউওয়াজ মাঝেনী খুরাসানের প্রসিদ্ধ শহর মারওয়ায়েতে জাহাম ইবনে ছাফওয়ানকে হত্যা করেন। এভাবে তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীকে এক ফিতনাবাজের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন। *-মিসবাহুয যুজাজাহ শরহে ইবনে মাজাহ*

ইমাম আবূ হাতেম বলেন, مَتْرُوْكٌ অর্থাৎ তার হাদীস পরিত্যক্ত।

ইমাম আহমাদ ইবনে সিনান বলেন, كَانَ جَهْمِيًّا অর্থাৎ সে জাহমিয়া আকীদায় বিশ্বাসী ছিল। যাদের আকীদা ছিল, ঈমানের পর আমলে সালেহার কোনো প্রয়োজন নেই এবং গুনাহ করার দ্বারা কারও ঈমান ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী, পৃ. ৯৬

খতীব বাগদাদী রহ.-এর সমালোচনা : ০৩

قَالَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ

أَخْبَرَنَا اِبْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِيْ الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَاحِ حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحُنَيْنِيُّ قَالَ قَالَ مَالِكٌ مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلُوْدٌ أَضَرُّ عَلى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ.

খতীব বাগদাদী তার সনদে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম মালেক রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফার চেয়ে অধিক ক্ষতিকর কোনো সন্তান ইসলামে জন্মগ্রহণ করেনি।

সমালোচনার জবাব :

এ বর্ণনাটিও সহীহ নয়। কারণ, এর সনদে রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে জা'ফর। যার বৈশিষ্ট্য হলো তাকে সামান্য কিছু দিলেই, সে যা শোনেনি তা বর্ণনা করা শুরু করে দিত।

এ ছাড়া এ সনদে আরেকজন বর্ণনাকারী হলো আল হাসান ইবনুস সাবাহ। যার সম্পর্কে ইমাম নাসাঈ রহ. বলেন, هُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ অর্থাৎ সে হাদীস বর্ণনায় মজবুত নয়।

আরেকজন বর্ণনাকারী হলো ইসহাক ইবনে ইবরাহীম। আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. তাকে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দুর্বলদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইমাম যাহাবী রহ. বলেন, هُوَ صَاحِبُ أَوَابِدَ অর্থাৎ সে

মুনকার (আপত্তিকর) ও দুর্বল হাদীস বর্ণনায় অভ্যস্ত। ইমাম বুখারী রহ. বলেন, فِيْ حَدِيْثِهِ نَظَرٌ অর্থাৎ তার বর্ণিত হাদীসের মাঝে আপত্তি রয়েছে।

উল্লেখ্য, উপরিউক্ত কথাটি হলো কোনো বর্ণনাকারীর সমালোচনার ক্ষেত্রে ইমাম বুখারী রহ.-এর সর্বাপেক্ষা কঠিন ভাষা। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী, পৃ. ২০৬-২০৭

খতীব বাগদাদী রহ.-এর সমালোচনা : ০৪

قَالَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ

أَخْبَرَنِيْ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُشْتَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَدَمِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ اِجْتَمَعَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَ شَرِيْكٌ وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَ اِبْنُ أَبِيْ لَيْلىٰ وَبَعَثُوْا اِلى أَبِيْ حَنِيْفَةَ قَالَ فَأَتَاهُمْ فَقَالُوْا لَه مَا تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ وَ نَكَحَ أُمَّه وَشَرِبَ الْخَمْرَ فِيْ رَأْسِ أَبِيْهِ فَقَالَ مُؤْمِنٌ فَقَالَ لَه اِبْنُ أَبِيْ لَيْلىٰ لَا قَبِلْتُ لَكَ شَهَادَةً أَبَدًا وَقَالَ لَه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ لَا كَلَّمْتُكَ أَبَدًا وَ قَالَ لَه شَرِيْكٌ لَوْ كَانَ لِيْ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ وَقَالَ لَه الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَجْهِيْ مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ إِنِّيْ لَا أَنْظُرُ إِلى وَجْهِكَ أَبَدًا.

খতীব বাগদাদী তার সনদে বর্ণনা করেন, ওয়াকী ইবনুল জাররাহ বলেন, একবার সুফিয়ান ছাওরী, শারীক, হাসান ইবনে ছালেহ ও ইবনে আবী লায়লা একত্র হয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে দূতমারফত ডেকে পাঠালেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. উপস্থিত হলে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ওই ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কী বলেন, যে তার পিতাকে নিজ হাতে হত্যা করে তার মাথার খুলিতে মদ পান করেছে। সেই সঙ্গে নিজের মাকে বিবাহ করার ন্যায় জঘন্য অপরাধে লিপ্ত হয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উত্তরে বললেন, সে মুমিন। এটা শুনে ইবনে আবী লায়লা বললেন, আপনার সাক্ষ্য কখনো গ্রহণ করব না; সুফিয়ান ছাওরী

বললেন, আমি আপনার সঙ্গে জীবনে কথা বলব না; শারীক বললেন, যদি আমার ক্ষমতা থাকত তাহলে আমি আপনার গর্দান উড়িয়ে দিতাম এবং হাসান ইবনে ছালেহ বললেন, আজ হতে আপনার দর্শন আমার জন্য হারাম; আর কখনো আপনার দিকে তাকাব না।

সমালোচনার জবাব :

এ বর্ণনাটিও সহীহ নয়। কারণ, এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে রয়েছে আহমাদ ইবনে উবায়েদ ইবনে নাসেহ। তার সম্পর্কে আল্লামা ইবনে আদী বলেন, يُحَدِّثُ بِمَنَاكِيْرَ অর্থাৎ সে মুনকার (আপত্তিকর) হাদীস বর্ণনা করে। আবূ হামেদ বলেন, لَا يُتَابَعُ فِيْ جُلِّ حَدِيْثِه অর্থাৎ তার অধিকাংশ বর্ণনায় অন্যদের সমর্থন পাওয়া যায় না। এবং তাকে ইবনে মুহাম্মাদ বলেন, هُوَ مَجْهُوْلٌ অর্থাৎ তার অবস্থা অজ্ঞাত।

এ সনদের আরেকজন রাবী হলো মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফর আল আদামী। তার সম্পর্কে মুহাম্মাদ ইবনে আবিল ফাওয়ারিস বলেন, كَانَ قَدْ خَلَطَ فِيْمَا حَدَّثَ অর্থাৎ তার বর্ণনার ক্ষেত্রে সে গোলমাল করে ফেলে। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী, পৃ. ৮৫-৮৬

খতীব বাগদাদী রহ.-এর সমালোচনা : ০৫

قَالَ الْخَطِيْبُ الْبَغْدَادِيُّ

أَخْبَرَنَا أَبُوْ سَعِيْدِ بْنُ حَسْنُوْيَهْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيْسى الْخَشَّابُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَزَارِيُّ قَالَ كُنَّا - وَفِيْ حَدِيْثِ اِبْنِ مَهْدِيٍّ كُنْتُ - عِنْدَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ اِذْ جَاءَ نَعْيُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ أَرَاحَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهُ لَقَدْ كَانَ يَنْقُضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً مَا وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ مَوْلُوْدٌ أَشْأَمُ عَلى أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْهُ.

খতীব বাগদাদী তার সনদে বর্ণনা করেন যে, ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মাদ ফাযারী বলেন, আমরা সুফিয়ান ছাওরীর নিকট বসা ছিলাম। হঠাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের খবর এল, তখন সুফিয়ান ছাওরী বললেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি মুসলমানদের তার জ্বালাতন থেকে প্রশান্তি দিলেন। এ লোকটি এক এক করে ইসলামের ভিত্তিগুলো ধ্বংস করছিল। তার চেয়ে হতভাগা কোনো ব্যক্তি ইসলামে জন্ম নেয়নি।

সমালোচনার জবাব :

নিঃসন্দেহে এটা মিথ্যাচার ও মনগড়া বর্ণনার এক চরম দৃষ্টান্ত।

কারণ, এর সনদে রয়েছে নুআঈম ইবনু হাম্মাদ। সে ছিল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে চরম ঈর্ষাকাতর।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. *তাহযীবুত তাহযীব* কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

قَالَ أَبُو الْفَتْحِ الأَزْدِيُّ قَالُوْا كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ فِيْ تَقْوِيَةِ السُّنَّةِ وَحِكَايَاتٍ مُزَوَّرَةٍ فِيْ ثَلْبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهَا كِذْبٌ .

অর্থাৎ আল্লামা আযদী উলামায়ে কেরামের কথা উল্লেখ করে বলেন, নুআঈম ইবনে হাম্মাদ সুন্নাতকে শক্তিশালী করার জন্য জাল হাদীস রচনা করত। এবং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমালোচনায় এমন সব বানোয়াট কাহিনি রচনা করত যার সবই মিথ্যা। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী, পৃ. ২১৬; *তাহযীবুত তাহযীব*, ১০/৪৬২; *আর-রাফউ ওয়াত-তাকমীল* এর টীকা, শায়েখ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ., পৃ. ২৯৩-২৯৪

অভিযোগ : ০৬

সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর উদ্ধৃতিতে ভিত্তিহীন অভিযোগ

ইমাম বুখারী রহ. *তারীখে সগীর* গ্রন্থে নুআইম ইবনে হাম্মাদের সূত্রে উল্লেখ করেছেন যে, যখন সুফিয়ান ছাওরীর কাছে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইন্তেকালের সংবাদ পৌঁছল তখন তিনি বললেন,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ كَانَ يَنْقُضُ الْإِسْلَامَ عُرْوَةً عُرْوَةً مَاوُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ أَشْئَمُ مِنْهُ

অর্থাৎ আল্লাহর শোকর এ লোকটি ইসলামের ভিত্তিসমূহ একে একে ধ্বংস করছিল। তাঁর চেয়ে হতভাগা কোনো ব্যক্তি ইসলামে জন্মগ্রহণ করেনি। (নাউযুবিল্লাহ)

উত্তর : এ রিওয়ায়েতটি নিঃসন্দেহে মনগড়া ও মিথ্যাচারের চরম দৃষ্টান্ত। নুআইম ইবনে হাম্মাদ ছিল ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে চরম ঈর্ষাকাতর ও সীমাহীন উগ্র।

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, নুআইম ইবনে হাম্মাদ ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে মিথ্যা কাহিনি রটনা করত। -*তাহযীবুত তাহযীব*, ১০/৪৬২

তিনি আরও বলেন,

قَالَ أَبُوالْفَتْحِ الْأَزْدِيُّ قَالُوا كَانَ يَضَعُ الْحَدِيْثَ فِيْ تَقْوِيَةِ السُّنَّةِ وَحِكَايَاتٍ مُزَوَّرَةً فِيْ ثَلْبِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهَا كِذْبٌ

অর্থাৎ আল্লামা আযদী উলামায়ে কেরামের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, নুআইম ইবনে হাম্মাদ সুন্নাতকে শক্তিশালী করার জন্য জাল হাদীস রচনা করত। এবং সে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমালোচনায় এমন সব বানোয়াট কাহিনি রচনা করত যার সবই মিথ্যা। -*তাহযীবুত তাহযীব*, ১০/৪৬২; *আর রাফউ ওয়াত তাকমীলের* টীকা, পৃ. ৩৯৪

আর যদি এ ঘটনা সত্য বলে মেনেও নেওয়া হয়, তখন আমরা বলব সুফিয়ান ছাওরী রহ. ছিলেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমকালীন অথচ জারাহ ও তা'দীলের একটি নীতি হলো, সমকালীন ব্যক্তির জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত বলা যায় ঘটনাটি ভিত্তিহীন। কারণ, সুফিয়ান সাওরী আবূ হানীফার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন একদিনের ঘটনা :

ইমাম আবূ হানীফা রহ. একবার সুফিয়ান ছাওরী রহ.-এর ভাইয়ের মৃত্যুতে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য তাঁর কাছে তাশরিফ নিয়ে গেলেন। তখন সুফিয়ান ছাওরী রহ. দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন জানান। উপস্থিত

ব্যক্তিদের কেউ এই অভিবাদনের ওপর আপত্তি করলে সুফিয়ান ছাওরী রহ. বলেন,

هذَا رَجُلٌ مِنَ الْعِلْمِ بِمَكَانٍ فَإِنْ لَمْ أَقُمْ لِعِلْمِه قُمْتُ لِسِنِّه وَإِنْ لَمْ أَقُمْ لِسِنِّه قُمْتُ لِفِقْهِه وَإِنْ لَمْ أَقُمْ لِفِقْهِه قُمْتُ لِوَرْعِه

অর্থাৎ এ ব্যক্তি অনেক উঁচুমানের আলেম। যদি আমি তাঁর ইলমের সম্মানে না দাঁড়াই তবে তাঁর বয়সের কারণে দাঁড়াতে হবে। আর যদি তাঁর বয়সের কারণে না দাঁড়াই তবে তাঁর ফিকহী যোগ্যতার কারণে দাঁড়াতে হবে। আর যদি তাঁর এ যোগ্যতার কারণেও না দাঁড়াই, তবে তাঁর তাকওয়া ও পরহেজগারীর কারণে দাঁড়াতে হবে। –*আর রফউ ওয়াত তাকমীল*-এর টীকা, শাইখ আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ., পৃ. ৩৯৫

যাই হোক, যখন এটা প্রমাণিত হলো যে, তিনি ছিলেন ইমাম আবূ হানীফার সমকালীন। আর জারাহ ও তা'দীলের নীতি অনুযায়ী সমকালীন ব্যক্তির জারাহ গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ. লিখেছেন,

وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا لَا يُقْبَلُ جَرْحُ الْمُعَاصِرِ عَلَى الْمُعَاصِرِ أَيْ إِذَا كَانَ بِلَا حُجَّةٍ لِأَنَّ الْمُعَاصَرَةَ تُفْضِيْ غَالِبًا إِلَى الْمُنَافَرَةِ

অর্থাৎ এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেন, এক সমবয়স্কের জারাহ অপর সমকালীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, বেশির ভাগই সমকালীনতা পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতার দিকে পৌঁছে দেয়। –*আর রফউ ওয়াত তাকমীল*, পৃ. ৪১৫

এ জন্যই আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী রহ. তাঁর *কায়িদাতুন ফিল জারহে ওয়া তা'দীল* কিতাবে লিখেছেন :

لَا يُلْتَفَتُ لِكَلَامِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِه فِيْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَابْنِ أَبِيْ ذِئْبٍ وَغَيْرِه فِيْ مَالِكٍ وَابْنِ مَعِيْنٍ فِي الشَّافِعِيِّ رح لِكَوْنِه نَاشِئًا مِنَ الْمُعَاصَرَةِ الْمُنَافَرَةِ

অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী ও অন্যান্যদের কথা আবূ হানীফার ব্যাপারে, ইবনে আবী যিবের ও অন্যান্যদের কথা ইমাম মালেকের ব্যাপারে এবং ইবনে মাঈনের কথা ইমাম শাফেঈ রহ.-এর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য নয় এবং সেদিকে কর্ণপাতও করা যাবে না। কারণ, তা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সমকালীনতা থেকে সৃষ্ট। –*আর রফউ ওয়াত তাকমীল*-এর হাশিয়া, পৃ. ৩৯৫

অভিযোগ : ০৭

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী রহ.-এর অভিযোগ

শাইখ নাসিরুদ্দীন আলবানী তার سِلْسِلَةُ الأَحَادِيْثِ الضَّعِيْفَةِ وَالْمَوْضُوْعَةِ وَأَثَرُهَا فِي الأُمَّةِ নামক গ্রন্থে একটি হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন, এই হাদীসের সনদ এমন যার বর্ণনাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য ইমাম আবূ হানীফা রহ. ছাড়া। যার ফিকহের ক্ষেত্রে অসাধারণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও হাদীসের ব্যাপারে হিফযের দিক থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে আদী প্রমুখ তাঁকে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন। এ কারণেই হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর *তাকরীবুত তাহযীব* গ্রন্থে আবূ হানীফার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, তিনি প্রসিদ্ধ একজন ফকীহ, এরচেয়ে বেশি কিছু বলেননি। উক্ত সনদ এনে আলবানী সাহেব মূলত আবূ হানীফা রহ.-কে যঈফ প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

উত্তর : প্রশ্ন হলো, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর যঈফ হওয়ার ব্যাপারটা যদি ইবনে হাজার রহ.-এর কাছে নিশ্চিত হতো, তাহলে কেন তিনি তা স্পষ্টভাবে বলেননি? বরং কেবল فَقِيْهٌ مَشْهُوْرٌ (একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ) বলেই ক্ষান্ত করলেন। অথচ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর এই গ্রন্থেরই ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন,

اِنِّيْ أَحْكُمُ عَلَى كُلِّ شَخْصٍ مِنْهُمْ بِحُكْمٍ يَشْمُلُ أَصَحَّ مَا قِيْلَ فِيْهِ
وَأَعْدَلَ مَا وُصِفَ بِه بِأَلْخَصِ عِبَارَةٍ وَأَخْلَصِ اِشَارَةٍ

অর্থাৎ আমি স্বল্প কথায় অতি সংক্ষেপে প্রত্যেক রাবীর পরিচিতির মাঝে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও সঠিক বিবরণটিই সুস্পষ্টরূপে পেশ করব।

তা ছাড়া আলবানী সাহেব হয়তো উসূলে হাদীসের সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি বিস্মৃত হয়ে থাকবেন। যেখানে বলা হয়েছে, যেকোনো বর্ণনাকারীর ব্যাপারে فَقِيْهٌ مَشْهُوْرٌ বলার দ্বারা সে রাবীর যঈফ হওয়াকে বোঝানো হয় না। বরং এর দ্বারা তার সুপ্রসিদ্ধি ও সর্বমহলে পরিচিতি এবং সর্বজ্ঞানে জ্ঞানী হওয়াকেই বোঝানো হয়। কাজেই তিনি কীভাবে ইমাম আবূ হানীফার এক অনন্য গুণকে দোষ বলে প্রচার করলেন?

উপরন্তু আলবানী সাহেবের এই দাবিই গ্রহণযোগ্য নয় যে, ইবনে হাজার রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে শুধু فَقِيْهٌ مَشْهُوْرٌ বলেছেন। এটা ইবনে হাজারের ওপর এক মারাত্মক অপবাদ। কারণ, তিনি দুই জায়গায় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর 'ইমাম' হওয়ার স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন এক জায়গায় তাঁর উপনাম উল্লেখ করে বলেন,

أَبُوْحَنِيْفَةَ اَلنُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ اَلْإِمَامُ الْمَشْهُوْرُ

অর্থাৎ আবূ হানীফা নুমান ইবনে সাবিত যিনি হলেন প্রসিদ্ধ ইমাম। এবং নূন অক্ষরের স্থানে বলেছেন,

اَلنُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ اَلْكُوْفِيُّ أَبُوْ حَنِيْفَةَ اَلْإِمَامُ

অর্থাৎ নুমান ইবনে সাবিত আলকূফী আবূ হানীফা যিনি হলেন 'ইমাম'।

আর এ কথা কারও কাছে অস্পষ্ট নয় যে, শুধু 'ইমাম' শব্দটি যখন রিজালশাস্ত্রের কিতাবে উল্লেখ করা হয় এবং সেটা যদি কোনো বর্ণনাকারীর যোগ্যতা যাচাইয়ের স্থান হয়, তখন সেটা উসূলে হাদীসের পরিভাষায় ثِقَةٌ، ثَبْتٌ، عَدْلٌ، مُتْقِنٌ ইত্যাদি শব্দ অপেক্ষা রাবীর বিশ্বস্ততার ওপর অধিক প্রমাণ বহন করে। আর এ বিষয়টিও জানা গেল যে, হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. اَلْإِمَامُ الْفَقِيْهُ বলে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, ইমাম আবূ হানীফার রিওয়ায়াত এমন রাবীদের ওপর প্রাধান্য পাবে যারা ফকীহ নয়।

এ বিষয়টিও উল্লেখ করা জরুরি যে, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে যঈফ বলার ক্ষেত্রে উল্লিখিত ইমামদের মধ্যে কারও অভিমত নকল করেননি বরং তিনি তাঁর *তাহযীবুত তাহযীব* গ্রন্থে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন-এর এই মন্তব্য নকল করেছেন যে,

قَالَ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسَدِيُّ عَنْ يَحْيَ بْنِ مَعِيْنٍ كَانَ أَبُوْحَنِيْفَةَ ثِقَةً فِي الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ সালিহ ইবনে মুহাম্মাদ আল আসাদী ইবনে মাঈন থেকে নকল করেন যে, তিনি বলেন, আবূ হানীফা ইলমে হাদীসে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। -*মাকানাতুল ইমাম আবী হানীফা ফিল হাদীস*, পৃ. ১২০-১২২

আর ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ সম্পর্কিত যে প্রশ্ন তিনি করেছেন তাও সঠিক নয়। কারণ, প্রথমত তাঁরা এগুলো বলেছেন—তাঁর সম্পর্কে বিভিন্ন অপপ্রচারের শিকার হয়ে। যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত তাঁরাই যে শুধু ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে যঈফ বলেছেন তা নয়। বরং বুখারী, মুসলিম, নাসাঈসহ অন্যান্য ঈমানদারকেও অনেক মুহাদ্দিস বিভিন্ন দোষে দোষারোপ করেছেন, যেমন ইমাম নাসাঈ আহমাদ ইবনে সালেহের সমালোচনা করেছেন। -*আত তাবয়ীযুস সহীফা*

অনেকে আবার ইমাম নাসাঈকে শিয়া বলেছেন। -*কায়িদাতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*

একইভাবে ইমাম মালেককে ইবনে আবীযি'ব এবং ইমাম শাফেঈ রহ.-কে ইবনে মাঈন অনেক অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। -*বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*

ইবনে খাল্লিকান ইমাম মুসলিমকে 'জাহমিয়া' বলেছেন। -*কায়িদাতুন ফিল জারহে ওয়াত তা'দীল*

ইবনে হাযাম ইমাম তিরমিযীকে মাজহুল (যার অবস্থা অজানা) বলেছেন। -*ওয়াফায়াতুল আ'য়ান*

ইমাম যুহলী ইমাম বুখারীকে পরিত্যাজ্য বলেছেন। -*মীযানুল ই'তেদাল*

অনুরূপভাবে ইসলামের এই চৌদ্দশো বছরের সমুজ্জ্বল ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মহামনীষীর আগমন ঘটেনি, যাঁর ওপর

এ ধরনের অবান্তর অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ্ এসব উদ্ভট কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপই করেনি।

অভিযোগ : ০৮

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কি কিয়াসকে হাদীসের ওপর প্রাধান্য দিতেন?

উত্তর : মুহাদ্দিস হিসাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করার জন্য বিরোধীরা অন্যান্য ভিত্তিহীন অভিযোগের সঙ্গে এই দুর্নামও ব্যাপকভাবে প্রচার করেছে যে, তিনি হাদীসের মোকাবেলায় নিজের কিয়াসকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। অথচ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অবাস্তব, গোঁড়ামিপ্রসূত, দুঃখজনক ও সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন। কেননা, ইমাম আবূ হানীফা রহ. নিজে বলেন,

نَحْنُ لَا نَقِيْسُ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُوْرَةِ الشَّدِيْدَةِ وَذٰلِكَ أَنَّنَا نَنْظُرُ أَوَّلًا فِيْ دَلِيْلِ تِلْكَ الْمَسْئَلَةِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَأَقْضِيَةِ الصَّحَابَةِ فَإِنْ لَّمْ نَجِدْ دَلِيْلًا قِسْنَا حِيْنَئِذٍ

অর্থাৎ আমরা কঠিন অপারগতার সময় কিয়াস করে থাকি। কেননা, আমরা প্রথমে কিতাবুল্লাহয়, এরপর সুন্নাতে রাসূল, পরে সাহাবায়ে কেরামের সিদ্ধান্তসমূহে সেই মাসআলার দলিল তালাশ করি। যদি কোনো দলিল না পাই, তখন বাধ্য হয়ে কিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করি।

-*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৮৩; *উকূদু জাওয়াহিরিল মুনীফা*, পৃ. ০৭; *আল মীযানুল কুবরা*, আল্লামা শা'রানী

আল্লামা হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কথা নকল করে বলেন,

اٰخُذُ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَّمْ أَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ لَّمْ أَجِدْ فَبِقَوْلِ الصَّحَابَةِ اٰخُذُ بِقَوْلِ مَنْ شِئْتُ مِنْهُمْ وَلَا أَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلٰى غَيْرِهِمْ

অর্থাৎ (ইমাম আবূ হানীফা রহ. বলেন,) আমি প্রথমত কিতাবুল্লাহ তথা কুরআনের আলোকে মাসআলার সমাধান দিই। যদি তাতে কোনো সমর্থন না পাই, তাহলে হাদীসের মাধ্যমে তার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি। যদি হাদীসেও তার কোনো ইঙ্গিত না পাই, তখন সাহাবায়ে কেরামের মতামতের ভিত্তিতে ফায়সালা করি। তাঁদের সুমহান জামাতের মধ্য হতে যাঁকে ইচ্ছা তাঁর মত গ্রহণ করে থাকি। তবে তাঁদের মতামত বর্জন করে অপর কারও মতামত গ্রহণ করি না। -*তাহযীবুত তাহযীব*

হাম্বলী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম সুলায়মান ইবনে আবদুল কাবী আততুফী রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইজতেহাদ-নীতি সম্পর্কে একটি চমৎকার বক্তব্য পেশ করেছেন। যার সারকথা হলো,

أَنَّهُ قَطْعًا لَمْ يُخَالِفِ السُّنَّةَ عِنَادًا، وَإِنَّمَا خَالَفَ فِيمَا خَالَفَ مِنْهَا اجْتِهَادًا لِحُجَجٍ وَاضِحَةٍ، وَدَلَائِلَ صَالِحَةٍ، وَحُجَجُهُ بَيْنَ النَّاسِ مَوْجُودَةٌ، وَلَهُ بِتَقْدِيرِ الْخَطَأِ أَجْرٌ، وَبِتَقْدِيرِ الْإِصَابَةِ أَجْرَانِ، وَالطَّاعِنُونَ عَلَيْهِ إِمَّا حُسَّادٌ، أَوْ جَاهِلُونَ بِمَوَاقِعِ الِاجْتِهَادِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. কখনো হঠকারিতাবশত হাদীসের বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি ইজতেহাদ করে কোনো কোনো হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বর্জন করেছেন। আবার প্রয়োজনে কোনো কোনো হাদীসের পরিপন্থী ফায়সালা দিয়েছেন শুধু এ কারণে যে, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে সুস্পষ্ট ও উপযুক্ত যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ ছিল। (অর্থাৎ সেই হাদীসের মোকাবেলায় কোনো আয়াত বা সহীহ হাদীস তাঁর কাছে ছিল) আর তাঁর দলিল-প্রমাণ সবই মানুষের কাছে বিদ্যমান। যদি মুজতাহিদ হিসেবে তাঁর কোনো ভুল হয়, তাহলে তিনি এক সাওয়াব পাবেন। আর যদি তাঁর সিদ্ধান্ত সঠিক হয়, তাহলে তিনি দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী হবেন। পক্ষান্তরে যারা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ওপর বিভিন্নভাবে অভিযোগ আরোপ করেছে তারা হয়তো হিংসুক অথবা তারা তাঁর ইজতেহাদের হাকীকত সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফলে তারা এরূপ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। -*শরহু মুখতাছারুর রাওযা*, ৩/২৯০; *খাইরাতুল হিসান* এর টীকা, পৃ. ১৮৫

আল্লামা ইবনে হাযম বলেন,

وَأَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مُجَمَّعُوْنَ عَلى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ وِالرَّأْيِ

অর্থাৎ হানাফী মাযহাবের সকল ইমাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট যঈফ (দুর্বল) হাদীস কিয়াসের ওপর অগ্রগণ্য। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৭১; *এলামূল মুয়াক্কিঈন*, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম, পৃ. ১/১৭৭

আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকটে যঈফ হাদীস রায় ও কিয়াসের ওপর অগ্রগণ্য। আর এ নীতির ওপরই তাঁর মাযহাবের ভিত্তি। যেমন হাদীসে কাহকাহা অর্থাৎ নামাযে অট্টহাসি দেওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি যঈফ হওয়া সত্ত্বেও কিয়াসের ওপর তাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নবীজীর তামারের (খেজুর ভেজানো পানি) দ্বারা ওযু করা সংক্রান্ত হাদীসটি যঈফ হওয়া সত্ত্বেও কিয়াসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে দশ দিরহামের কমে চুরি করলে চোরের হাত কাটা সম্পর্কিত হাদীসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। যদিও হাদীসটি যঈফ। –*এলামূল মুয়াক্কিঈন* : ১/১৭৭

তবে কিয়াস-সম্পর্কিত অভিযোগের ভিত্তি হিসাবে যে কথাটি বলা হয়—ইমাম আবূ হানীফা রহ. হাদীসের পরিপন্থী ফায়সালা দিতেন, সে কথাটিও মূলত শরীয়তের মূল মেজাজ সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে বলা হয়েছে। কারণ, নির্দিষ্ট কোনো হাদীসের ওপর আমল করা শরীয়তের মেজাজ তথা মূল দাবি নয়। বরং কোনো বিষয় সম্পর্কিত সকল হাদীস সামনে রেখে শরীয়তের মূল দাবি উপলব্ধিকরত কোনো এক হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বর্জন করে অপর কোনো আয়াত বা হাদীস গ্রহণ করাকে কখনোই হাদীসের বিরোধিতা বলা যায় না। কারণ, এ কাজটি সকল ইমামই করেছেন। যেমন হযরত লাইস ইবনে সা'দ রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইমাম মালেক ইবনে আনাস রহ. কর্তৃক ইস্তিম্বাতকৃত (অর্থাৎ কুরআন-হাদীস থেকে আহরিত) ৭০টি মাসআলা এমন পেয়েছি,

যেগুলোর সবক'টিই হাদীসে নববীর পরিপন্থী। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী রহ., পৃ. ১০৭; *জামেউ বয়ানিল ইলমী ওয়া ফাযলিহী*, ২/১৪৮

অতএব শুধু ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে এই বিষয়ে দোষারোপ করা তাঁর প্রতি চরম বে-ইনসাফি।

ঘটনা : ১০০

কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কিয়াস করলে...

ইমাম আবূ হানীফা রহ. একবার মদীনা শরীফে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে হাসান ইবনে আলী রাযি. (ইমাম বাকের)-এর নিকট তাশরীফ আনলে তিনি বললেন, আপনি কি কিয়াস বা যুক্তি দ্বারা আমার দাদাজান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাদীসসমূহের বিরোধিতা করেন? ইমাম আবূ হানীফা রহ. অত্যন্ত আদব ও ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, অনুগ্রহপূর্বক একটু বসলে ঘটনার বাস্তবতা আপনার সামনে তুলে ধরতাম। ইমাম বাকের রহ. বসলেন। ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর সামনে ছাত্রের ন্যায় হাঁটু গেড়ে এবং বিনীতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

আবূ হানীফা : পুরুষ দুর্বল না মহিলা?

মুহাম্মাদ ইবনে হাসান : মহিলা দুর্বল।

আবূ হানীফা : মীরাস বা পরিত্যক্ত সম্পদে মহিলার অংশ কতটুকু?

মুহাম্মাদ ইবনে হাসান : পুরুষের অর্ধেক।

আবূ হানীফা বললেন, যদি আমি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তাহলে এর উল্টো ফায়সালা দিতাম। কারণ, মহিলা যেহেতু দুর্বল তাই সে পাবে দু-অংশ আর পুরুষ পাবে এক অংশ।

আবূ হানীফা : ইবাদতের মধ্যে নামাযই শ্রেষ্ঠ না কি রোযা?

মুহাম্মাদ ইবনে হাসান : নামায।

আবূ হানীফা : যদি আমি কিয়াস দ্বারা ফায়সালা করতাম, তাহলে এই হুকুম দিতাম যে, ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হওয়ার পর নামাযের কাযা করবে; রোযার নয়। কেননা, নামায-রোযা হতে উত্তম ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আবূ হানীফা : পেশাবই অধিক নাপাক না কি বীর্য?

মুহাম্মাদ ইবনে হাসান : পেশাব।

আবূ হানীফা : যদি আমি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তাহলে পেশাবের কারণে গোছল ফরয হওয়ার ফায়সালা দিতাম বীর্য নির্গত হওয়ার কারণে নয়। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৩১

অভিযোগ : ০৭

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কি আরবীতে পারদর্শী ছিলেন না?

ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর প্রতি বিদ্বেষীরা আরেকটি অভিযোগ করে থাকে যে, তিনি আরবীতে পারদর্শী ছিলেন না।

উত্তর : ঐতিহাসিক কাজী ইবনে খাল্লিকান বলেন, এ অভিযোগের মূল কারণ একটি ঘটনা, যাকে ভিত্তি করে বিদ্বেষী ও হিংসুকরা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে আরবীতে পারদর্শী না হওয়ার মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে। ঘটনাটি হলো, একদিন ইমাম আবূ হানীফা রহ. মসজিদে হারামে তাশরিফ আনলেন। তখন একজন প্রসিদ্ধ নাহবী ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নিকট জিজ্ঞাসা করল, যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে পাথর মেরে হত্যা করে তাতে কি তার ওপর কিসাস আসবে? উত্তরে তিনি বললেন, না, আসবে না। তখন সেই নাহবী উক্ত জবাবে আশ্চর্য বোধ করলেন এবং বললেন, وَلَوْ رَمَاهُ بِصَخْرَةٍ

যদি তাকে কোনো বড় পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে তবুও না? ইমাম আবূ হানীফা রহ. বললেন, نَعَمْ وَلَوْ رَمَاهُ بِأَبَا قُبَيْسٍ অর্থাৎ হ্যাঁ, যদিও আবা কুবাইস পাহাড় নিক্ষেপ করে হত্যা করে তবুও না।।

এ বাক্যটি শুনে সেই নাহবী ইমামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায় যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. আরবীতে পারদর্শী নন। কেননা, তাঁর উচিত ছিল بِأَبِيْ قُبَيْسٍ (আবী কুবাইস) বলা, তা না বলে তিনি বলেছিলেন, بِأَبَا قُبَيْسٍ (আবা কুবাইস) কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লিখেন ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে এই অভিযোগ ঠিক নয়। কেননা,

আরবের কোনো কোনো গোত্রের নিকট আরবী ভাষায় আসমায়ে সিত্তা মুকাব্বিরার ইরাব যরের অবস্থায়ও আলিফ দ্বারা হয়। যেমন কবিতাটিতে দেখুন :

إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ * بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَهَا

এখানে নাহবী কায়দা অনুযায়ী أَبَا أَبِيْهَا হওয়া উচিত কিন্তু حالت جرى এর ই'রাব যরের অবস্থাতেও আলিফ দ্বারা পড়া হয়। তাই বলতে হবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উক্তি بِأَبَا قُبَيْسٍ (আবা কুবাইস) আরবের সেই গোত্রের রীতি অনুযায়ী ছিল।

কেউ কেউ বলেন, কূফীদের ভাষায় أَبٌ শব্দটি যখন মুতাকাল্লিম এর জমির (সর্বনাম) ছাড়া অন্য কিছুর দিকে ইযাফাত হয়, তখন সর্বাবস্থায় আলিফ সহকারেই ব্যবহৃত হয়। যেমন উল্লিখিত কবিতার আলিফ বহাল রয়েছে।

এটা তো জানা কথা যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. কূফী ছিলেন আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি.-এর ভাষাও ছিল এটাই। যেমন *বুখারী শরীফে* রয়েছে তিনি أَنْتَ أَبَا جَهْلٍ এভাবেই বলেছিলেন।

দ্বিতীয়ত أَبَا قُبَيْس ওই লাকড়িকে বলা হয়, যাতে গোশত ঝুলিয়ে রাখা হয়। আবূ সাঈদ সায়রাফী বলেছেন যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর উদ্দেশ্য হয়তো এটাই। আবূ কুবাইস পর্বত নয়, যেমনটি অভিযোগকারীরা বুঝেছেন। -*তানীবুল খতীব*, আল্লামা যাহেদ কাউসারী, পৃ. ২৩

ইমাম আবূ বকর রাযী রহ. লিখেছেন, ইমাম শাফেঈ রহ.-এর কবিতার তুলনায় ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কবিতা অধিক অলংকারসমৃদ্ধ ও সাহিত্যমানসম্পন্ন ছিল। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, পরিপূর্ণ ভাষা ও সাহিত্যজ্ঞান ছাড়া কবিতা রচনা সম্ভব নয়। -*মানাকিবে কারদারী*, ১৫৯

অতএব উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ন্যায় ব্যক্তিকে 'আরবী ভাষায় পারদর্শী নন' বলা অবাস্তব।

অভিযোগ : ১০

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কি মুরজিয়া ছিলেন?

বিদ্বেষী মহল থেকে আবূ হানীফা রহ.-এর ওপর আরেকটি অভিযোগ করা হয় যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. মুরজিয়া ছিলেন। (মুরজিয়া বলা হয় ওই সম্প্রদায়কে, যারা বলে নাজাতের জন্য ঈমানই যথেষ্ট। ইবাদতের কোনো কার্যকারিতা নেই, পাপেও কোনো ক্ষতি নেই।)

উত্তর : এটাও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বিরুদ্ধে একটি মিথ্যা অপবাদ। প্রকৃতপক্ষে তিনি মুরজিয়া ছিলেন না। বরং তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসারী ছিলেন। যার প্রমাণ তাঁর লিখিত কিতাব *ফিকহুল আকবার* এবং তাঁর ছাত্রদের কিতাবসমূহ ও হানাফী আকাইদের কিতাব *আল আকীদাতুত তাহাবিয়্যা*। কেননা, যদি তিনি ফিরকায়ে মুরজিয়ার আকীদা পোষণ করতেন, তাহলে তা উল্লিখিত কিতাবসমূহে অবশ্যই পাওয়া যেত। যেহেতু উক্ত কিতাবসমূহে তা নেই, তাই এটা নিশ্চিত যে তিনি মুরজিয়া ছিলেন না; বরং এটাও তাঁর বিরুদ্ধে স্পষ্ট ষড়যন্ত্র।

ইমাম যাহাবী রহ. *মীযানুল ই'তেদাল* কিতাবে বলেন, لَا عِبْرَةَ بِمَا قَالَهُ অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে মুরজিয়া বলার কোনো বাস্তবতা নেই দুটি কারণে :

প্রথমত, المواقف প্রণেতা বলেছেন, গাসসান মুরজিয়া তার আকীদায়ে ইরজাকে প্রচার-প্রসার করার জন্য সেগুলোকে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর নামে চালিয়ে দিয়েছে। তাই ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে মুরজিয়া বলা হয়। বাস্তবে এটা তাঁর ওপর একটি মিথ্যা অপবাদ।

দ্বিতীয়ত, আল্লামা আমুদী বলেছেন, মু'তাযিলারা প্রথম যুগে যারা আকিদাগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে যেত তাদের মুরজিয়া বলে আখ্যায়িত করত। তাই এটা ইমাম আবূ হানীফার ওপর মিথ্যা অপবাদ। -*খাইরাতুল হিসান*, পৃ. ১৫৬

আল্লামা মুরতাযা হাসান যাবীদী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে মুরজিয়া বলা সঠিক নয়। কারণ, তাঁর সকল ছাত্র ও অনুসারী এ আকীদায় বিশ্বাসী নয়, যদি তিনি মুরজিয়া হতেন তাহলে তাঁর ছাত্র এবং অনুসারীরা এ আকীদা পোষণ করতেন অথচ তাঁরা এর বিপরীত আকীদার ওপর এখনো বিদ্যমান রয়েছে। অধিকাংশ মানুষ যখন একটি বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করে আর বিরোধিতা করে মাত্র এক-দুইজন, তাহলে সেই বিরোধীদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না এবং তাদের দাবি গ্রহণযোগ্যও হয় না। এমনকি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর মতে মুরজিয়া ইমামের পেছনে নামাযই বৈধ নয়। - عُقُوْدُ الْجَوَاهِرِ الْمُنِيْفَةِ فِيْ أَدِلَّةِ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ এর ভূমিকা, পৃ. ২১

আল্লামা ইবনু আবদিল বার রহ. লিখেছেন, ইরজার শাব্দিক অর্থ হলো মুলতবি করা, স্থগিত করা। পরিভাষায় তার একটি অর্থ রয়েছে যা শরীয়তসম্মত। অপর একটি অর্থ রয়েছে যা শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেই অর্থটি শরীয়তসম্মত তার আবার দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে।

১. হযরত উসমান রাযি. শহীদ হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামের যে দুটি দল পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, তাদের কোনো এক দলকে সত্য বলে আখ্যায়িত করা (যার মাধ্যমে অপর দলকে ভ্রান্ত বলা হয়ে যায়) থেকে নিজ উক্তি স্থগিত রাখা।

২. অন্তরে আল্লাহ তাআলার প্রতি ঈমান ও বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা এবং তা মুখে স্বীকার করা। কিন্তু আমলে ত্রুটি করা। যেমন কেউ কোনো ফরয কাজ বর্জন করল অথবা কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলো, তাহলে তার সম্পর্কে বলা হবে, সে পাপী মুমিন এবং জাহান্নামের যোগ্য। আর তার ব্যাপারটি নির্ভর করবে আল্লাহ তাআলার ওপর। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা।

ইরজার আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে, যা গ্রহণযোগ্য নয়, তা হলো—যে ব্যক্তি কোনো কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়েছে যেমন কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে অথবা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে অথবা মদ পান করেছে এবং ফারায়েয তথা নামায, রোযা, যাকাত ছেড়ে দিয়েছে তার জাহান্নামী হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম স্থগিত করে এ কথা বলা যে, সে

জাহান্নামের কোনো শাস্তি ছাড়াই জান্নাতে যাবে। এই আকীদা পোষণ করলে ঈমানের সংজ্ঞাতেই গোলমাল করতে হয়। বলতে হবে যে, ঈমান শুধু অন্তর দ্বারা বিশ্বাস করা এবং মুখে স্বীকার করার নাম। আমল ছেড়ে দিলে তাতে কোনো অসুবিধা নেই। এটা হলো ইরজার দ্বিতীয় অর্থ যা শরীয়তে নিষিদ্ধ এবং যে ব্যক্তি এ আকীদা পোষণ করে তাকে ফিরকায়ে বাতেলা মুরজিয়ার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

اَلْانْتِقَاءُ فِيْ فَضَائِلِ الْاَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ الْفُقَهَاءِ لِلْعَلَّامَةِ الْحَافِظِ ابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ الْمَالِكِيِّ ٢٩٣

অতএব বলাবাহুল্য, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে কোনো কোনো বিদ্বেষী মহল ও ষড়যন্ত্রকারী যে ইরজার অপবাদ দিয়ে থাকে তা একেবারেই মিথ্যা যা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। হ্যাঁ, যদি মানতে বাধ্য করা হয় তাহলে বলা হবে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. ইরজার সেই আকীদা পোষণ করতেন যা শরীয়তসম্মত। শরীয়তে যার নিষিদ্ধতা নেই। এরূপ অনেক মুহাদ্দিস রয়েছেন যাদের ব্যাপারে আকীদায়ে ইরজার কথা উল্লেখ আছে।

অভিযোগ : ১১

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কি সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন?

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, যারা ইমাম আবূ হানীফা রহ. বা মুসলমানদের অন্যান্য ইমাম সম্পর্কে ধারণা করে, এ ইমামগণ কিয়াস বা অন্যান্য কারণে ইচ্ছা করে সহীহ হাদীসের বিরোধিতা করেছেন, তারা এ ইমামদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন। হয়তো তারা ধারণা করে অথবা নফসের কুমন্ত্রণায় ইমামদের সম্পর্কে এমন বলেছেন। -*মিনহাজুস সুন্নাহ*, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ., ১/১৭২

তবে কথা হলো, যেই মহান ব্যক্তির ইলমী খেদমত পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তাঁকে কেউ হিংসা করবে না এটা কীভাবে সম্ভব। ইমাম আবূ হানীফা রহ.-কে হিংসা করার লোকও পৃথিবীতে ছিল। তবে

তাঁর ব্যাপারে শুধু হিংসুকই নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিছু জ্ঞানপাপীও ছিল যাদের কাছে হিংসুকদের প্রচারণা পৌঁছেছিল। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফার বাস্তবতা পৌঁছেনি।

তাই তো আমর ইবনে বাহার আল জাহেয রহ. বলেন আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে দুই শ্রেণির মানুষ ভুল বুঝেছে। এক. হিংসুক, দুই. অজ্ঞ। হিংসুক তো এ কারণে হিংসা করে যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. বিশ্ববাসীকে যে ইলম ও ফিকহ দান করেছেন তা সে দিতে অক্ষম। আর যে অজ্ঞ সে তো ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ইলম সম্পর্কেই জানে না। অর্থাৎ সে বুঝতেই পারে না ইমাম আবূ হানীফা রহ. কত বড় ও বিজ্ঞ আলেম! -*ফাযাইলে আবী হানীফা*, আবূল কাসিম ইবনে আওয়াম, পৃ. ৭৮

অভিযোগ : ১২

হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর লিখিত কোনো কিতাব আছে কি?

এটা সন্দেহাতীতভাবেই প্রমাণিত যে, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কিতাব রয়েছে। যার মূল নাম *কিতাবুল আসার*। যা তাঁর থেকে তাঁর ছাত্রগণ বর্ণনা করেছেন। নিম্নে *কিতাবুল আসারের* কয়েকটি প্রসিদ্ধ নুসখাহ বা কপির আলোচনা পেশ করা হলো :

১. ইমাম যুফার ইবনে হুযাইলের নুসখাহ

হাফিয আমীর ইবনে মাকূলা তাঁর *ইকমাল* নামক গ্রন্থে এ নুসখাহটির আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি আহমাদ ইবনে বকর-এর জীবনীতে উল্লেখ করেন,

أَحْمَدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ سَيْفٍ رَوَى عَنْ أَبِيْ وَهْبٍ عَنْ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كِتَابَ الْآثَارِ

অর্থ : আহমাদ ইবনে বকর তিনি আবূ ওহাব থেকে, তিনি যুফার ইবনে হুযাইলের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফার *কিতাবুল আসার* রিওয়ায়াত করেন।

২. ইমাম আবূ ইউসুফের নুসখাহ

হাফিয আবদুল কাদের কুরাশী রহ. তাঁর *জাওয়াহিরিল মুদিয়্যাহ* নামক গ্রন্থে ইমাম আবূ ইউসুফের পুত্র ইউসুফের জীবনীতে লিখেছেন,

رَوَى كِتَابَ الْآثَارِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَهُوَ مُجَلَّدٌ ضَخْمٌ

অর্থ : ইউসুফ রহ. তাঁর পিতা ইমাম আবূ ইউসুফের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর *কিতাবুল আসার* বর্ণনা করেন। আর তা একটি বিশাল গ্রন্থ।

৩. ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান শাইবানীর নুসখাহ

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর تَعْجِيْلُ الْمَنْفَعَةِ بِزَوَائِدِ رِجَالِ الْأَرْبَعَةِ নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন,

اَلْمَوْجُوْدُ مِنْ حَدِيْثِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مُفْرَدًا اِنَّمَا هُوَ كِتَابُ الْآثَارِ اَلَّتِيْ رَوَاهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْهُ

অর্থ : ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর লিখিত হাদীসের স্বতন্ত্র কিতাব হিসাবে যা বিদ্যমান আছে, তা হলো *কিতাবুল আসার*। যা তাঁর থেকে তাঁর ছাত্র মুহাম্মাদ ইবনে হাসান রিওয়ায়াত করেন।

৪. ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদের নুসখাহ

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ. তাঁর বিখ্যাত কিতাব *লিসানুল মীযানে* মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীমের জীবনীতে উল্লেখ করেছেন :

مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَيْشٍ الْبَغْوِيُّ رَوى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ الثَّلْجِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كِتَابَ الْآثَارِ

অর্থ : মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম মুহাম্মাদ ইবনে সুজা থেকে, তিনি হাসান ইবনে যিয়াদের সূত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর *কিতাবুল আসার* রিওয়ায়াত করেন।

সম্ভবত *কিতাবুল আসারের* এই নুসখাহটিই সবচেয়ে বড়। কারণ, হাসান ইবনে যিয়াদ ইমাম আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা চার হাজার বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন :

كَانَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ يَرْوِىْ أَرْبَعَةَ أَلَافِ حَدِيْثٍ أَلْفَيْنِ لِحَمَّادٍ وَأَلْفَيْنِ لِسَائِرِ الْمَشِيْخَةِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. মোট চার হাজার হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে দুই হাজার শুধু হাম্মাদ ইবনে আবূ সুলাইমানের নিকট থেকে আর বাকি দুই হাজার অন্যান্য সকল উস্তাদ থেকে।

এ ছাড়া আরও অনেকেই ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে *কিতাবুল আসার* বর্ণনা করেন। যেমন মুহাম্মাদ ইবনে খালিদ ওহাবী এবং স্বয়ং ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর পুত্র হাম্মাদও তাঁর নিকট থেকে এই কিতাব রিওয়ায়াত করেছেন। -*ইমাম ইবনে মাজাহ ওয়া কিতাবুহূ আসসুনান* এর টীকা, পৃ. ৫২-৫৩; *ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, পৃ. ১৭২-১৭৬

আল্লামা খাওয়ারেযমী রহ. উল্লিখিত *কিতাবুল আসারের* নুসখাগুলোর প্রত্যেকটিকে *মুসনাদ* বলে নামকরণ করেন এবং তিনি মোট ১৫টি নুসখাহকে একত্র করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন। তার নাম রাখেন جَامِعُ الْمَسَانِيْدِ। -*আসারুল হাদীস*, পৃ. ২/১৫৭

প্রকাশ থাকে যে, আল্লামা খাওয়ারেযমী রহ. এই নুসখাগুলোর নাম *মুসনাদ* রাখার কারণে পরবর্তীতে অধিকাংশ মুছান্নিফীন সেগুলোকে *মুসনাদ* নামেই উল্লেখ করতে থাকেন।

মুতাকাদ্দিমীন উলামায়ে কেরামের মাঝে একটি কিতাবের একাধিক নাম রাখার প্রচলন ছিল। যেমন দারেমীর লিখিত কিতাবকে যেমনিভাবে *মুসনাদে দারেমী* বলে একইভাবে *সুনানে দারেমী*ও বলে। অনুরূপভাবে *তিরমিযী*কে 'জামে' আবার 'সুনান'ও বলে। সেই হিসাবে *কিতাবুল আসারের* নুসখাহগুলোকে কোনো কোনো উলামায়ে কেরাম 'কিতাবুল আসার' বলে উল্লেখ করেন। আবার কেউ কেউ সেটাকে 'মুসনাদ'ও বলে থাকেন। -*ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, পৃ. ১৭৬

কিতাবুল আসারের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, মুহাক্কিক আলেম, শাইখ আবূ যাহরা মিসরী রহ. *কিতাবুল আসার* সম্পর্কে লিখেছেন, তিন কারণে এই কিতাবটি জ্ঞানসমৃদ্ধ মহামূল্যবান একটি গ্রন্থ :

প্রথমত, ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে বর্ণিত সকল হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার হলো এই *কিতাবুল আসার*। যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে, ইমাম আবূ হানীফা রহ. প্রতিটি মাসআলা এস্তেম্বাত করার ক্ষেত্রে হাদীসকে সর্বাগ্রে রাখতেন।

দ্বিতীয়ত, এই কিতাবটি এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, আবূ হানীফা রহ.-এর নিকটে দলিল পেশ করার ব্যাপারে হাদীসে মুরসাল ও সাহাবাদের ফতোয়ার মর্যাদা কোন পর্যায়ে ছিল।

তৃতীয়ত, এর মাধ্যমেই ইরাকের ফুকাহায়ে কেরাম, বিশেষ করে কূফার ফুকাহাদের ফতোয়া সম্বন্ধে আমরা অবগত হয়েছি। -*আল ইমাম আবূ হানীফা*, শাইখ আবূ যাহরা মিসরী

সদরুল আইম্মা মুআফফাক ইবনে আহমাদ রহ. বলেন,

وَانْتَخَبَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ الْآثَارَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ أَلْفِ حَدِيْثٍ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ. তাঁর *কিতাবুল আসার* চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেন।[১] -*মানাকিবুল ইমাম আ'যম*, সদরুল আইম্মা, ১/৯৫

শাইখ আবদুর রশীদ নু'মানী রহ. বলেন,

كِتَابُ الْآثَارِ هُوَ أَوَّلُ مُصَنَّفٍ فِي الصَّحِيْحِ وَقَالَ هُوَ أَوَّلُ كِتَابٍ دُوِّنَتْ فِيْهِ الْأَحَادِيْثُ عَلَى التَّرْتِيْبِ الْفِقْهِيِّ الْمَعْرُوْفِ

অর্থাৎ *কিতাবুল আসারই* সহীহ হাদীস এর (ফেকহী তারতীবে বিন্যস্ত) প্রথম লিখিত কিতাব। কারণ, তিনি নিজেই বলেছেন, *কিতাবুল*

---

১. অপর এক বর্ণনা অনুযায়ী ৭০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করেন।

আসার ফিকহের প্রসিদ্ধ বিন্যাস অনুযায়ী সাজানো (সুনানের) প্রথম কিতাব। -*ইমাম ইবনে মাজাহ ও কিতাবুহু আস সুনান*, পৃ. ৫৮

তিনি আরও বলেন, *কিতাবুল আসার* সেকালের অন্যান্য কিতাবের ন্যায় কেবল সংকলকের নিজ অঞ্চলের রিওয়ায়েত দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। এতে মক্কা, মদীনা, কূফা, বসরা এককথায় হিজায ও ইরাকসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলের ইলম, রচনা ও সংকলন সন্নিবেশিত হয়েছে। -*ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, মাওলানা আবদুর রশীদ নুমানী রহ., পৃ. ১৬৯

একটি ভুল ধারণার অবসান

অন্যান্য দেশের তুলনায় হিন্দুস্থানে ইলমে হাদীসের চর্চা কম হওয়ায় এখানকার কোনো কোনো মুছান্নিফের মাঝে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর লিখিত কোনো কিতাব নেই। যেমন *নুরুল আনওয়ার* গ্রন্থপ্রণেতা মুল্লা জীওয়ান রহ. লিখেছেন,

لَمْ يَجْمَعْ أَبُوْحَنِيْفَةَ كِتَابًا فِي الْحَدِيْثِ

অর্থাৎ হাদীসশাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা রহ. কোনো কিতাব সংকলন করেননি। -*নুরুল আনওয়ার*, ১৬০

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী রহ. বলেন,

آج ائمہ کی کوئی کتاب کہ جس کو خود انہوں نے تصنیف کیا ہے سوائے موطا کے لوگوں کے ہاتھ میں موجود نہیں ہے۔

অর্থ : *মুয়াত্তা* ছাড়া ফিকহের ইমামদের নিজ হাতে লিখিত কোনো হাদীসের কিতাব আজ মানুষের নিকট বিদ্যমান নেই। -*মুছাফফা*, ১/১৩

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ.-এর ফায়সালাকে যথেষ্ট মনে করে মাওলানা শিবলী নুমানী রহ. বলেন, আমার নিজস্ব মতামত হলো আজ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর লিখিত কোনো কিতাব বিদ্যমান নেই। -*সীরাতুন নুমান*, পৃ. ১১৯

শাহ আবদুল আজীজ রহ. বলেন,

باید دانست کہ از تصانیف ائمہ اربعہ رحمہم اللہ در علم حدیث غیر از موطا موجود نیست

অর্থ : *মুয়াত্তা* ছাড়া হাদীসশাস্ত্রে লিখিত চার ইমামের মধ্যে কারও কোনো কিতাব বিদ্যমান নেই। -*বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন*, পৃ. ২৭-২৮

এর উত্তর হলো মুল্লা জীওয়ান রহ. মুহাদ্দিস ছিলেন না। তাই তাঁর অস্বীকার করাটা আশ্চর্যের বিষয় নয়।

আর শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. এবং তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজীজ রহ. যা বলেছেন তাতে বিষয়টি স্পষ্ট নয়; কারণ, তাদের বক্তব্য হলো উক্ত ইমামদের লিখিত কিতাব আজ মানুষের হাতে বিদ্যমান নেই। এর দ্বারা তাদের কোনো কিতাব না লেখা প্রমাণিত হয় না। কারণ, আবূ হানীফা রহ. 'কোনো কিতাবই লেখেননি' আর 'তাঁর লিখিত কিতাব বর্তমানে বিদ্যমান নেই' এই কথা দু'টোর মধ্যে আকাশ-পাতালের ব্যবধান।

দ্বিতীয়ত শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. *কিতাবুল আসার* সম্পর্কে খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। কেননা, শাইখ তাজুদ্দীন হানাফী রহ.-এর থেকে তাঁর সামা (উক্ত কিতাবের অংশবিশেষের শ্রবণ) প্রমাণিত রয়েছে। -*ইনসানুল আইন*, পৃ. ১৬; *ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*

এবং তিনি এটাও জানতেন যে, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে *কিতাবুল আসার* বর্ণনা করেন। এর দলিল তিনি তাঁর *মুছাফফা* নামক গ্রন্থে লিখেছেন, آثاریکہ از امام ابوحنیفہ روایت کردہ ست অর্থাৎ ওই আসার যা তিনি (মুহাম্মাদ) ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে রিওয়ায়েত করেন। -*মুছাফফা*, পৃ. ৮০

অতএব বলা যায়, হয়তো তিনি এটাকে ইমাম আবূ হানীফার পরিবর্তে ইমাম মুহাম্মাদের কিতাব বলে মনে করতেন। যেমন মুহাদ্দিস মুল্লা আলী কারী রহ. *মুয়াত্তা লিল ইমাম মুহাম্মাদ*-এর ব্যাপারে এই ধারণা করতেন যে, এটা ইমাম মুহাম্মাদেরই লিখিত কিতাব। কিন্তু বাস্তব কথা হলো, *কিতাবুল আসার* ইমাম আবূ হানীফার লিখিত আর *মুয়াত্তা* হলো ইমাম মালেকের লিখিত কিতাব। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. হলেন তাঁদের উভয়ের থেকে বর্ণনাকারী। যেহেতু ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর কিতাবে

প্রথমে উক্ত দুই কিতাব থেকে হাদীস এনেছেন এবং সেগুলোর ব্যাপারে তাঁর ও তাঁর উস্তাদের মাযহাব বর্ণনা করেছেন। এবং মূল কিতাবের কোনো রিওয়ায়াতের ওপর তাঁর আমল না থাকলে সেটা রিওয়ায়াত করার পর আমল না করার দলিল বা কারণ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।

এ ছাড়া ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তাঁর *মুয়াত্তা* কিতাবে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালেক ছাড়া আরও অনেক উস্তাদ থেকে হাদীস এনেছেন। ফলে বাহ্যিকভাবে মনে হয়, যেন এটা তাঁরই লিখিত কিতাব। কিন্তু বাস্তবে *কিতাবুল আসার* ইমাম আবূ হানীফার এবং *মুয়াত্তা* ইমাম মালেকের। ইমাম মুহাম্মাদ হলেন তাঁদের উভয়ের থেকে উক্ত দুই কিতাবের রাবী বা বর্ণনাকারী। আর এ কারণেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ রহ. ও তাঁর পুত্র শাহ আবদুল আজীজ রহ. ভুল বুঝে থাকতে পারেন। যার আসল কারণ *কিতাবুল আসারের* অন্যান্য নুসখাহগুলো সম্পর্কে তাঁদের অবগতি না থাকা। ইতিপূর্বে এখানে *কিতাবুল আসারের* অনেকগুলো নুসখাহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। -*ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, পৃ. ১৭০-১৭২

অভিযোগ : ১৩

ইমাম আবূ হানীফা রহ. কি মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন?

কেউ কেউ বলেন, হাদীসশাস্ত্রে আবূ হানীফা রহ.-এর তেমন দখল ছিল না, তাঁর নিকট পৌঁছে মাত্র ১৭টি হাদীস। এ কথাটিকে তারা বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুনের মতামত বলে উল্লেখ করেন। কেননা, *তারীখে ইবনে খালদুন* কিতাবের এক জায়গায় উল্লেখ রয়েছে,

أَبُوْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ بَلَغَتْ رِوَايَاتُه إِلَى سَبْعَةَ عَشَرَ حَدِيْثًا

অর্থ : বলা হয় আবূ হানীফার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭টি। -*মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন*, পৃ. ১-২৫৫

বর্তমান যুগের কেউ কেউ এ বাক্যটি দেখে আবূ হানীফার মতো মহান ইমামের ব্যাপারে সমালোচনার জবানকে দীর্ঘ করছে। তারা বলে হাদীসের সঙ্গে ইমাম আবূ হানীফার কোনো পরিচিতি নেই। তিনি জীবনে

মাত্র ১৭টি হাদীস বর্ণনা করেন। যেমন বিষয়টি বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত ঐতিহাসিক আল্লামা ইবনে খালদুন।

এ ধরনের কথা যদি কোনো অজ্ঞ বা অশিক্ষিত বলে থাকে তাহলে সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কেননা, অজ্ঞদের বৈশিষ্ট্যই হলো, জ্ঞানীদের সমালোচনা করা। যুগে যুগে আম্বিয়া কেরামের সঙ্গেও তাঁদের যুগের অজ্ঞ ব্যক্তিরা এমনই করেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো, যখন কোনো জ্ঞানী লোক এ ধরনের কথা বর্ণনা করেন এবং স্বীকার করেন তখন আর চুপ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে কয়েকটি কথা আলোচনা করা হলো :

১. এটি আল্লামা ইবনে খালদুনের নিজস্ব মতামত নয়। কারণ, তিনি এ কথাটি يُقَالُ ('বলা হয়' জাতীয় সন্দেহ বা দুর্বলতাসূচক শব্দ) দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। আরবী ভাষা সম্পর্কে যার সামান্য ধারণা রয়েছে তার নিকট বিষয়টি অস্পষ্ট নয়। -*মুকাদ্দিমায়ে উমদাতুর রিআইয়্যাহ*, আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ., পৃ. ৩৪

২. এ কথাটি স্বয়ং আল্লামা ইবনে খালদুনের স্ববিরোধী, কারণ তিনি *মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুনের* এক জায়গায় ইমাম আবূ হানীফা রহ. সম্পর্কে বলেছেন,

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّه مِنْ كِبَارِ الْمُجْتَهِدِيْنَ فِى الْحَدِيْثِ اِعْتِمَادُ مَذْهَبِه فِيْمَا بَيْنَهُمْ

অর্থ : ইমাম আবূ হানীফা রহ. যে হাদীসশাস্ত্রে বড় মুজতাহিদ ছিলেন, এর দলিল হলো, উলামায়ে কেরামের মাঝে তাঁর মাযহাবটি নির্ভরযোগ্য হওয়া। -*মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন*, ১-২৫৫; *তাযকিরাতুর রাশেদ বি রদ্দি তাবছিরাতিন নাকেদ*, আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ.,পৃ. ২১৬

হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী রহ.-এর যোগ্য শাগরিদ আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী রহ. *আয যাওউল লামে ফি আ'ইয়ানিল করনিত তাসে* নামক কিতাবে আল্লামা ইবনে খালদুন সম্পর্কে বলেন, যদিও ইতিহাস

বিষয়ে তার যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল কিন্তু শরীয়তের ইলম সম্পর্কে তাঁর তেমন দক্ষতা ছিল না। আর যিনি শরীয়তের ইলম সম্পর্কে অবগত নন তিনি কখনো মুজতাহিদ ইমামগণের মর্যাদা সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত হতে পারেন না। অতএব এ ক্ষেত্রে তাঁর কথা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে যখন তা অন্যদের কথার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়। *-মুকাদ্দামায়ে উমদাতুর রিআইয়াহ*, আল্লামা আবদুল হাই লাখনবী রহ., পৃ. ৩৪

৩. যে ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর শাগরিদদের লিখিত হাদীসের কিতাবাদি অধ্যয়ন করবে (যেমন : ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর লিখিত কিতাব *মুয়াত্তা*, *কিতাবুল হুজ্জাহ* ও *কিতাবুস সিয়ার* এবং ইমাম আবূ ইউসুফ রহ.-এর লিখিত কিতাব *কিতাবুল খারাজ*, *আমালী* ইত্যাদি) যেগুলোতে তাঁরা ইমাম আবূ হানীফার সূত্রে সহীহ সনদে হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি শত শত নয়, বরং হাজার হাজার হাদীস দেখতে পাবে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সূত্রে। -প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫; *তাযকিরাতু রাশেদ*, পৃ. ২১৭

৪. ইমাম আবূ হানীফা রহ. শুধু তাঁর উস্তাদ হাম্মাদের থেকেই বর্ণনা করেছেন দুই হাজার হাদীস। এবং তিনি তাঁর *কিতাবুল আসার* ৪০ হাজার হাদীস থেকে নির্বাচন করে সংকলন করেন। *-মানাকিবুল ইমাম আযম*, আল্লামা মুয়াফফাক ইবনে আহমদ, ১/৯৫-৯৬

৫. ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে ৮৩ হাজার মাসআলা বর্ণিত আছে। তন্মধ্যে ইমাম ইবনে আবী শায়বা রহ. তাঁর কিতাব *মুছান্নাফে* ১২৫টি মাসআলার ব্যাপারে এই আপত্তি করেছেন যে, তা হাদীসের খেলাফ। তাহলে বাকি ৮২,৮৭৫টি মাসআলাকে ইবনে আবী শায়বা স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সেগুলো হাদীসের মুওয়াফেক। তাহলে 'তিনি ১৭টি হাদীস জানতেন' এ কথার কী ভিত্তি রইল? *-আস-সুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরীইল ইসলামী*, ৪৪৯-৪৫০

৬. ড. শেখ আবদুল গনি লিখেছেন, সত্য কথা হলো ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর হাদীসগুলো সংকলনের জন্য ১৭টি মুসনাদ লিখা হয়েছে। যার সবক'টি ভারতে ছাপানো হয়েছে। আর তিনি ১৭টি হাদীস জানতেন এ কথার অসত্যতা ও অবাস্তবতা প্রমাণের জন্য মুদ্রিত এ ১৭টি মুসনাদই যথেষ্ট। সম্ভবত তিনি (যিনি ১৭টি হাদীস জানতেন বলে মন্তব্য

করেছেন) ১৭ মুসনাদ তথা কিতাবের কথা শুনে ১৭টি হাদীস ভেবেছিলেন। আর এমন মন্তব্য করে বসেছেন। অথচ এ ধরনের কথা কোনো বিবেকবান মানুষ কখনোই বিশ্বাস করতে পারে না। *-দিফা আনিস সুন্নাহ*, পৃ. ২৬৭

কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, এমন বিকৃতি বা ভুলও কি হতে পারে ? হ্যাঁ! বরং এর চেয়েও আরও ভয়াবহ বিকৃতি হয়। একটি উদাহরণ—আর সেটিও ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে।

উসমান আল-বাত্তি নামে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সমসাময়িক একজন ফকীহ ছিলেন। তার ব্যাপারে আবূ হানীফা রহ. বলেছিলেন,

لَوْ أَدْرَكَنِيْ أَلْبَتِّيُّ لَتَرَكَ كَثِيْرًا مِنْ قَوْلِه

অর্থাৎ যদি বাত্তি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিজের অনেক মতামত পরিত্যাগ করতেন (এবং আমার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন)। *-মানাকিবুল মুওয়াফ্‌ফাক আল-মক্কী*, ২/১০২

ইউসুফ ইবনে আসবাত নামে একজন রাবী এ বাক্যটির সাংঘাতিক বিকৃতি ঘটায়, আর সে أَلْبَتِّيُّ এর জায়গায় أَلنَّبِيُّ বসিয়ে ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর কথাটি প্রচার করতে শুরু করে। যার ফলে আবূ হানীফা রহ.-এর বলা বাক্যটির বিকৃত রূপ দাঁড়ায় 'যদি নবী আমাকে পেতেন তাহলে তিনি নিজের অনেক কথা বাদ দিয়ে আমার কথা মানতেন' (নাউযুবিল্লাহ)। পরে জানা গেল أَلْبَتِّيُّ বিকৃত হয়ে أَلنَّبِيُّ হয়েছে।

ঠিক ১৭টি হাদীসের বিষয়টিও এমন বিকৃতির স্বীকার। *-তা'নীবুল খতীব*, পৃ. ১৭৪-১৭৫

৭. হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি হাদীসশাস্ত্রে এত সামান্য জ্ঞানের অধিকারী, যার বর্ণিত হাদীসের পরিমাণ এত নগণ্য, সেই ব্যক্তিই আবার এমন হাজার হাজার মাসআলা বললেন, যেগুলো কুরআন-হাদীসের সম্পূর্ণ মোতাবেক। এটা তো তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয়। যদি তিনি এর চেয়েও কম হাদীস জানতেন তাহলে তাঁর আরও পূর্ণাঙ্গতা প্রকাশ পেত। *-তাকলীদ আওর ইজতেহাদ কী আখেরী ফায়সালা*, পৃ. ৯১

অনেকের ভুল ধারণা দূর হয়ে গেছে

যারা ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর ব্যাপারে ভুল ধারণার মধ্যে ছিলেন তাদের ভুল ভেঙেছে তাঁর সোহবতে এসে। শুধু তা-ই নয়, ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর সংস্পর্শধন্য ছাত্রদের নিকট এসেও অনেকের ভুল ধারণা দূর হয়ে গেছে। নিম্নের ঘটনাটির দ্বারা এর বাস্তবতা অনুধাবন করা যায়।

মুহাম্মাদ ইবনে সামআ রহ. বলেন, ইমাম মুহাম্মাদ রহ. যে মসজিদে নামায পড়তেন, সে মসজিদেই আমাদের সঙ্গে ঈসা ইবনে আবান রহ.ও নামায পড়তেন। আর এ মসজিদেই ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর মজলিস হতো। আমি তাকে ইমাম মুহাম্মাদের মজলিসে বসার আহ্বান করলে তিনি বললেন هؤُلَاءِ قَوْمٌ يُخَالِفُوْنَ الْحَدِيْثَ এরা হাদীসের খেলাফ করে।

ঈসা ইবনে আবান রহ. ছিলেন হাফিযুল হাদীস। একদিনের ঘটনা, তিনি আমাদের সঙ্গে ফজরের নামায আদায় করেন। সেদিন ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর ফিকহী মজলিস ছিল। ঈসা ইবনে আবান রহ. চলে না গিয়ে মজলিসেই বসে থাকলেন।

মজলিস শেষ হলে আমি ঈসা ইবনে আবানকে সঙ্গে নিয়ে ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছে গিয়ে বললাম, এটা আপনার ভাই আবানের ছেলে। সে খুব মেধাবী ও হাদীসের জ্ঞানী। আমি তাঁকে আপনার মজলিসে আহ্বান করলে সে বলে, আমরা নাকি হাদীসের খেলাফ করি। তখন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. বললেন, হে বৎস, তুমি আমাদের নিকট হাদীস পেশ করে দেখো আমরা কী বলি।

তখন ঈসা ইবনে আবান রহ. ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-কে হাদীসের ২৫টি অধ্যায় থেকে প্রশ্ন করলেন। ইমাম মুহাম্মাদ রহ. তার জবাবে উক্ত হাদীসগুলোর মধ্যে কোন কোন হাদীস মানসুখ (রহিত) হয়ে গেছে এবং কোন কোন হাদীস আমলযোগ্য হিসেবে বাকি রয়েছে, সে সম্পর্কে অনেক দলিল-প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত তুলে ধরলেন।

মুহাম্মাদ ইবনে সামআ রহ. বলেন, মুহাম্মাদ রহ.-এর কাছ থেকে ফিরে আসার পর ঈসা ইবনে আবান আমাকে বললেন, আমার ও নূরের মাঝে পর্দা ছিল। আমি ভাবতেই পারিনি আল্লাহর জমিনে মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখাতে এমন ব্যক্তির জন্ম হতে পারে।

এরপর থেকে ঈসা ইবনে আবান রহ. ইমাম মুহাম্মাদ রহ.-এর সঙ্গে আজীবন লেগে থাকেন এবং তাঁর নিকট ইলমে ফিকহ্ শিক্ষা করেন। -*আসারুল হাদীস*, পৃ. ১২৫

অভিযোগ : ১৪

কেন ইমাম আবূ হানীফা রহ. থেকে এত কম হাদীস বর্ণিত?

আল্লামা যাহাবী রহ. বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. কমসংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন বলে যারা অভিযোগ করে, তারা হিংসা ও ফাসাদের উদ্দেশ্যে এটা করে থাকে। কারণ, তিনি অসংখ্য ফিকহী আহকাম উদ্ভাবনে নিয়োজিত ছিলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত থাকায় তাঁর হাদীস বর্ণনার সুযোগ হয়নি। যেমনটি হয়েছিল হযরত আবূ বকর রাযি. ও হযরত উমর রাযি.-এর ক্ষেত্রে। তাঁরা তো মুসলিম জনগণের কল্যাণসাধনে শাসনকার্যে ব্যস্ত ছিলেন বিধায় হাদীস বর্ণনার সুযোগ হয়নি। একইভাবে আহকাম উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকায় ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ রহ.-এর হাদীস বর্ণনার সুযোগ এতটুকু লাভ হয়নি, যতটুকু আবূ যুরআ রাযি. ও ইয়াহইয়া ইবনে মাঈনের ন্যায় মুহাদ্দিসের হয়েছিল। -*তাবাকাতুল হুফফায*, আল্লামা যাহাবী

আল্লামা ইবনে খালদুন লিখেছেন,

اَلْإِمَامُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ اِنَّمَا قَلَّتْ رِوَايَتَهُ لِمَا شَدَّدَ فِي الرِّوَايَةِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা রহ.-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কম হওয়ার কারণ হলো, তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে কঠিন শর্তারোপ করেন।[১] -*মুকাদ্দামায়ে ইবনে খালদুন*; *আসারুল হাদীস*, ড. খালিদ মাহমুদ, ২/২৮২

সমাপ্ত

---

১. যেমন ইমাম তহাবী রাহ. উল্লেখ করেছেন,

قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ لَا يَنْبَغِيْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَدِّثَ مِنَ الْحَدِيْثِ اِلَّا بِمَا حَفِظَهُ مِنْ يَوْمِ سَمِعَهُ اِلَى يَوْمِ يُحَدِّثُ بِهِ

অর্থ : কোনো ব্যক্তির জন্য ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো হাদীস বর্ণনা করা উচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই হাদীসশ্রবণের দিন থেকে বর্ণনা করার দিন পর্যন্ত নির্ভুলভাবে মুখস্থ থাকে। -*ইমাম ইবনে মাজাহ আওর ইলমে হাদীস*, ১৬৭

তথ্যসূত্র

(١) اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ

(٢) مُسْنَدُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ

(٣) سُنَنُ الْبَيْهَقِيِّ

(٤) مُوَطَّأُ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ

(٥) اَلْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ

(٦) مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيْحِ شَرْحُ مِشْكٰوةِ الْمَصَابِيْحِ

(٧) تَهْذِيْبُ التَّهْذِيْبِ لِابْنِ حَجَرٍ

(٨) تَارِيْخُ الْبَغْدَادِ لِلْخَطِيْبِ الْبَغْدَادِيِّ

(٩) نَصْبُ الرَّايَةِ لِلزَّيْلَعِيِّ

(١٠) فَضَائِلُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِابْنِ أَبِي الْعَوَامِ

(١١) خَيْرَاتُ الْحِسَانِ لِابْنِ حَجَرِنِ الْمَكِّيِّ

(١٢) اَلسُّنَّةُ وَمَكَانَتُهَا فِي التَّشْرِيْعِ الْإِسْلَامِيِّ لَلْعَلَّامَةِ مُصْطَفٰى اَلسِّبَاعِيُّ

(١٣) مَنَاقِبُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَصَاحِبَيْهِ لِلذَّهَبِيِّ

(١٤) إِعْلَامُ الْمُوَقِّعِيْنَ لِابْنِ الْقَيِّمِ

(١٥) تَعْلِيْقُ الْبُخَارِيِّ لِلشَّيْخِ أَحْمَدَ عَلِيِّنِ السَّهَارَنْفُوْرِيِّ

(١٦) اَللَّامَذْهَبِيَّةُ قَنْطَرَةُ اللَّادِيْنِيَّةِ لِلْعَلَّامَةِ زَاهِدِنِ الْكَوْثَرِيِّ

(١٧) تَانِيْبُ الْخَطِيْبِ لِلْعَلَّامَةِ زَاهِدِنِ الْكَوْثَرِيِّ

(١٨) فِقْهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَحَدِيْثُهُمْ لِلْعَلَّامَةِ زَاهِدِنِ الْكَوْثَرِيِّ

(١٩) مَكَانَةُ الْإِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ فِي الْحَدِيْثِ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّشِيْدِ النُّعْمَانِيِّ

(٢٠) سِيَرُةُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ مَوْلَانَا قَاضِيْ أَطْهَرْ مُبَارَكْفُوْرِيْ

(٢١) سِيْرَةُ النُّعْمَانِ مَوْلَانَا شِبْلِيْ نُعْمَانِيْ

(٢٢) مَلْفُوْظَاتُ إِمَامِ أَبِيْ حَنِيْفَةَ مُفْتِيْ مَحْمُوْدْ أَشْرَفْ عُثْمَانِيْ

(٢٣) أَخْبَارُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ لِلصَّيْمَرِيِّ

(٢٤) اَلْإِمَامُ اِبْنِ مَاجَهْ وَكِتَابُهُ السُّنَنُ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الرَّشِيْدِ النُّعْمَانِيِّ

(٢٥) مَنَاقِبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ لِصَدْرِ الْأَئِمَّةِ مُوَفَّقِ بْنِ أَحْمَدَ

(٢٦) سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ

(٢٧) تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ لِلذَّهَبِيِّ

(٨٢) طَبَقَاتُ الْحُفَّاظِ لِجَمَالُ الدِّيْنِ اَلصَّالِحِيِّ

(٢٩) امام ابن ماجہ اور علم حدیث علامہ عبد الرشید نعمانی

(٣٠) تقلید اور اجتہاد کی اخری فیصلہ علامہ اشرف علی تہانوی

রাহনুমা প্রকাশিত কিছু গ্রন্থ-

- তারবিয়াতুস সালিক (১ম, ২য় এবং ৩য় (শেষ) খণ্ড)
  মূল : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন (১ম খণ্ড)
  মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- তাবেঈদের ঈমানদীপ্ত জীবন (১ম, ২য় খণ্ড এবং সব খণ্ড একত্রে)
  মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- নারী সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবন
  মূল : ড. আবদুর রহমান রাফাত পাশা, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- আল্লাহ্‌র পরিচয়
  মূল : মাওলানা তারিক জামিল, অনুবাদ : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- ইয়েমেনে এক শ বিশদিন (অসাধারণ তাবলিগী সফরনামা)
  প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
  কিশোর সিরিজ : পর্ব ১ ও ২
- প্রিয় নবীর হাতে গড়া সাহাবায়ে কেরাম, প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
  কিশোর সিরিজ : পর্ব ৩
- একজন নাস্তিক প্রফেসর, প্রফেসর দেওয়ান মোঃ আজিজুল ইসলাম
- কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী, মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী
- হাদীসের প্রামাণ্যতা
  মূল : বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ : মুফতী মুহিউদ্দীন কাসেমী
- সমাজ সংশোধনের দিক-নির্দেশনা
  মূল : বিচারপতি আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ তাকি উসমানি, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ শফিকুল ইসলাম
- ঈমান সবার আগে
  মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, আমীনুত তালীম, মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা
- সালাম, মুসাফাহা ও অনুমতি প্রার্থনা
  মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ আমীন দোস্ত সাহেব, অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান রহমতী
- বক্তৃতার ডায়েরী, মাওলানা আবদুল গাফফার শাহপুরী
- পুঁজি কম লাভ বেশি, মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- বাইবেলই বলে খৃস্টবাদ একটি বাতিল ধর্ম, মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী
- হিন্দুধর্ম ও ইসলাম, মুরতাহিন বিল্লাহ জাসির ফাযলী
- ইমামের পিছনে কেরাত পড়া এবং তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা
  মূল : মুফতী আনোয়ার হোসেন চিশতী, সম্পাদনা : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- কাদিয়ানিরা অমুসলিম কেন?
  মূল : মাওলানা মুহাম্মাদ মানযুর নুমানী রাহ.
  অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মাদ নুরুদ্দীন, সম্পাদনা : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- প্রিয় নবীর দিন রাত (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)
  মূল : মাওলানা সা'দ হাসান ইউসুফী, অনুবাদ : মুফতী মুহাম্মাদ ইমাদুদ্দীন
- দৈনন্দিন জীবনে প্রিয় নবীর সুন্নাতসমূহ
  মূল : মাওলানা হাকীম মুহাম্মাদ আখতার সাহেব রহ., অনুবাদ : মাও. মুহাম্মাদ আল আমিন চাঁদপুরী
- ইসলামের পরিচয়
  মূল : সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ., অনুবাদ : মাওলানা হাবীবুর রহমান নদভী
- দাওয়াত ও তাবলীগ : উসূল ও আদাব
  মূল : মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী, অনুবাদ : মুফতী হেদায়াতুল্লাহ

- সুন্নাহ্র আলোকে আমাদের নামায, লেখক : মুফতী মুহাম্মাদ ইব্রাহীম আযম
- ইমাম আবূ হানীফা রহ. একশো ঘটনা
  সঙ্কলন : মাওলানা মুহাম্মাদ নুরুল আমীন, সম্পাদনা : মাওলানা মাসউদুর রহমান
- আসহাবে মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), লেখক : মাওলানা মাহবুবুর রহমান
- সুখময় জীবনের খোঁজে
  মূল : মাওলানা তারিক জামিল, অনুবাদ : মাও. আমিন আশরাফ, সম্পাদনা : মাও. মাসউদুর রহমান
- দুনিয়া বিমুখ শত মনীষী
  মূল : শাইখ সিদ্দীক আল মিনশাভী, অনুবাদ : মাও. ওয়ালিউল্লাহ ও আতাউল্লাহ আব্দুল জলীল
- মৃত্যুশয্যায় শয়তানের ধোঁকা, মূল : মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহ.
- আহলে হাদীস ও সালাফী আলেমদের ইখতিলাফ
  লেখক : আবূ হাসসান রাইয়ান ইবনে লুৎফুর রহমান
- বিশ্বব্যাপী রমাদান ও ঈদ, একই দিনে না ভিন্ন দিনে লেখক : মুহাম্মাদ আবদুস সুবহান শেখ
- বানানচর্চা, লেখক : মাওলানা মহীউদ্দীন কাসেমী
- ফিলহাল : ১. ক্ষয় ও জয়ের গল্প ২. সাদা সভ্যতার কালো মুখ ৩. ছদ্মবেশী প্রগতিশীল
  লেখক : মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ (তিন খণ্ড একসঙ্গে)
- আরবী পত্রিকার ভাষা ও আরবী বক্তৃতা শেখার পদ্ধতি
  রচনা : মাওলানা ওমর ফারুক, দিক-নির্দেশনায় : মাওলানা সফিউল্লাহ ফুয়াদ
- জীবন সন্ধ্যায় মানবতা, মূল : মাও. আবুল কালাম আজাদ, অনু : আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী
- আজব প্রশ্নের আজব উত্তর, যে প্রশ্নে মাথা খোলে, সংকলন : মুফতী হারুন রসুলাবাদী
- ওয়াজ-বক্তৃতা ও ভাষণের নিয়ম-পদ্ধতি রচনা : মুফতী হারুন রসূলাবাদী
- ১. প্রিয় পদরেখা ২. আধুনিক বিশ্বের চল্লিশজন নওমুসলিমের আত্মকাহিনি
  ৩. ইতিহাসের কান্না ৪. হৃদয় থেকে ৫. ছেঁড়াপাতা [মূল : মাওলানা আবুল কালাম আজাদ] লেখক : মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
- ইসলামে জীবিকার নিরাপত্তা, লেখক : মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবিদীন
- আমাদের নবীজির ১০০ মোজেযা, মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন
- আমেরিকান নওমুসলিমদের ঈমানদীপ্ত কাহিনী, মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন
- বড় যদি হতে চাও, মাওলানা মুহাম্মাদ যাইনুল আবেদীন
- সীরাতে আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা, সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.
- মহীয়সী খাদিজা রাযিয়াল্লাহু আনহা,
  মূল : আবদুস সালাম আল আশরী, মুহাম্মাদ আবদুল গণি হাসান, বাংলা রূপায়ণ : ইয়াহইয়া ইউসুফ নদভী
- ফিরে এসো নীড়ে, মূল : সাইয়্যেদা ফাতেমা বিনতে খলীল
- ইসলাম জীবনের ধর্ম, মাওলানা শরীফ মুহম্মদ
- গণমাধ্যমের বিচিত্র ভ্রষ্টাচার, মাওলানা শরীফ মুহম্মদ
- শাশ্বত চেতনার ক্যানভাস, মাওলানা শরীফ মুহম্মদ
- সফরে হিজায, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী

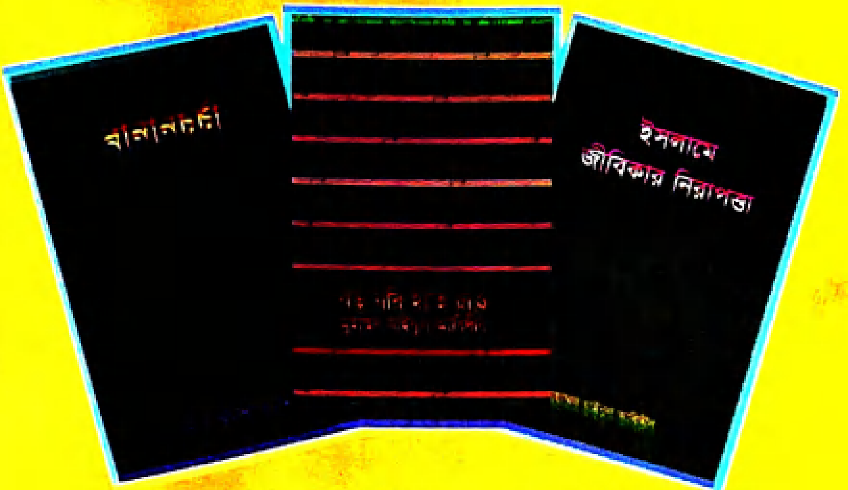

রাহনুমা প্রকাশিত কয়েকটি বই

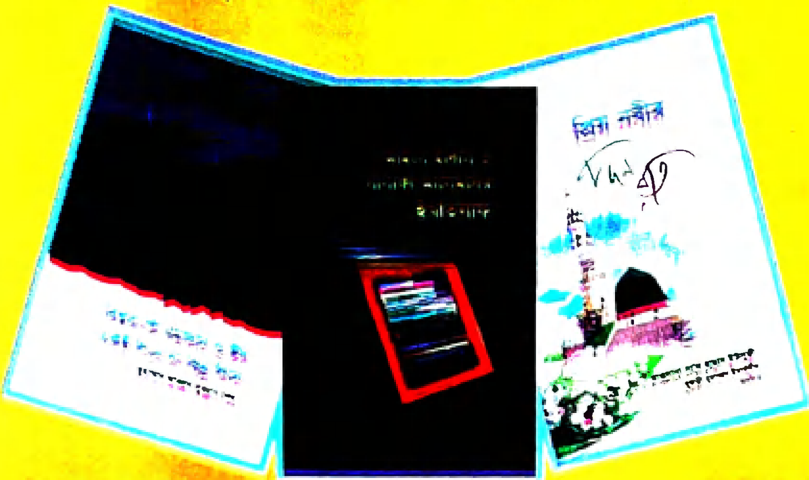

ISBN 978-984-90618-5-4 MRP
৳ ২০০.০০

9 789849 061854

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™
ইসলামী টাওয়ার, দোকান ৩২/এ, আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা।